আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার সপ্তষষ্টিতম গ্রন্থ।

শ্রীভিক্ষু সুদর্শন

ভাদ্র, ১৩২৮

উৎসর্গ

"ডাকিতে শিখেছি যাঁকে যিনি গো জীবনং দীপ্তি।
যাঁরি ধ্যানে, যাঁরি জ্ঞানে, আসে গো পরমতৃপ্তি॥
যাঁতে মিশে গেলে হ'বে জ্বালা দুঃখ অবসান।
মধুর প্রণবস্বরে তাঁরি সদা করি গান॥"

—শ্রীপঞ্চদশী

নিবেদন

আমাদের সকলের দাদা, শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়, বইখানির পরিচয় দিয়াছেন; "সমসাময়িক ভারত" হইতে ব্লকগুলি লইয়াছি এবং বিলাতের কেগান্ পল্ গল্প-গুলির মূল আখ্যান ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

আশুতোষকে হারাইলে যিনি সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাঁহারই শ্রীচরণে বইখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়,
মোরাদপুর (পাটনা)
১৩২৮

সূচী

চিত্রসূচী

দু-একটী কথা

কিছুদিন পূর্ব্বে 'নির্ব্বাক নল' নামে একটী গল্প আমার হস্তগত হয়,—লেখক শ্রীভিক্ষু সুদর্শন। লেখক মহাশয় এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেও, তাঁহার লেখার ভঙ্গী, তাঁহার বর্ণনার বিশেষত্ব দেখিয়া আসল মানুষ চিনিতে আমার বিলম্ব হইল না। গল্পটী 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইল। লেখক মহাশয় এতদিন পরে আমার কাছে তাঁহার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কারণ তিনি ঐ 'নির্ব্বাক নল' এবং আরও কয়েকটী গল্প পুস্তকাকারে ছাপিতেছেন। তিনি যখন প্রকৃত নাম প্রকাশ করিতে এখনও অনিচ্ছুক, তাঁহার সেই 'ভিক্ষু সুদর্শন' নামই বহাল রাখিতে চান, তখন আমিও তাঁহার নাম গোপনই রাখিলাম; কিন্তু এমন চেনা মানুষ যে কতদিন আত্মগোপন করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।

যাহা হউক, ক্ষেত্রান্তরে তিনি স্ব-নামে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, বাঙ্গলা গল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ করিলে তাঁহার সে যশ যে ক্ষুণ্ণ হইত না, এ কথা, আমি কেন, যাঁহারা এই গল্প সংগ্রহ পাঠ করিবেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিবেন। গল্প কয়টির একটা বিশেষত্ব আছে, এ গুলির সুর অন্য রকমের—উচ্চ

স্তরের ; উদ্দেশ্য সুধু চিত্ত-বিনোদন নহে—তাহা হইতেও মহত্তর। 'ভিক্ষু সুদর্শন' নামটা খুব ভক্তি-ভাজন হইলেও, এই ছদ্মনামধারী লেখক যে আমার আশীর্ব্বাদ-ভাজন। সুতরাং তাঁহাকে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি,—তাঁহার চেষ্টা, তাঁহার আগ্রহ, তাঁহার সদিচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীজলধর সেন।

মুখপত্র

চতুর্ব্বেদ

সন্ন্যাস

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আকিয়াব্ শহরে মৌংপে নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি ঐ নগরের বিচারক-পদে আসীন থাকিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত।

মৌংপের যুবতী সুন্দরী ভার্য্যা ও একটী পুত্র ছিল। তাঁহার সহায় সম্পদ্ এবং সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। অধিকন্তু, কালে তিনি যে প্রধান বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিবেন, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ ছিল না। প্রধান বিচারকের পদ লাভ করিলে তিনি একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার দ্বারদেশে "মৌংপে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক এত সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত" লিখিয়া দিবেন, এরূপ চিন্তাও তিনি মধ্যে মধ্যে করিতেন। ভাবিতেন, "পুত্রটি বড় হইতেছে, সে এক্ষণে দুই বৎসর বয়স্ক হইলেও বেশ বুদ্ধিমান। উপযুক্ত বয়সে সেও ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা বিবাহ করিবে এবং ধর্ম্মাধিকরণ শোভা করিবে। আর আমার সহধর্ম্মিণী যদি একটি কন্যা প্রসব

করেন, তবে তাহাকেও বড় ঘরে বিবাহ দিব। কি আনন্দের কথা!” মৌংপে আহ্লাদে অধীর হইতেন।

এক দিবস প্রাতঃকালে মৌংপে প্রাতরাশে বসিয়াছেন। পূর্ব্ব রাত্রে তাঁহার আহার কিছু গুরুতর হইয়াছিল—রাত্রে সুনিদ্রা হয় নাই, তথাপি তিনি প্রাতরাশ গ্রহণে বিরত হইলেন না। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে সুপক্ক আম্র ছিল। তিনি তাহারই একটি গ্রহণ করিয়া অন্যমনস্কভাবে আহার আরম্ভ করিতেই তাঁহার দাঁত কটকট করিয়া উঠিল। দাঁতে আঁটির ঘা লাগায় তিনি গুরুতর বেদনা অনুভব করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটী দাঁতও পড়িয়া গেল। বেদনা দূর হইল, কিন্তু ভাঙ্গা দাঁত দেখিয়া তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন, “এই প্রকারেই আমাদের দেহাবসান হয়। এও ত আংশিক মৃত্যু! আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতেছি। অথচ সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখি না। আমাদের এই দেহ কি কদর্য্য।” মৌংপে প্রাতরাশ গ্রহণে বিরত হইলেন।

কাছারী যাইবার পথে পরিদর্শনার্থ তিনি এক বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে গমন করিয়া অবশেষে সর্ব্বনিম্ন

শ্রেণীতে বালিকাগণকে কয়েকটী প্রশ্ন করিতে শিক্ষয়িত্রীকে অনুরোধ করিলেন।

শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের জন্ম হইয়াছে কেন?" সুকুমারমতি অল্প বয়স্কা বালিকাগণ উত্তর দিল, "কেন? মরিবার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে।" মোহনের বোধ হইতে লাগিল যে, কক্ষস্থ প্রাচীরগুলি যেন বালিকাদের সহিত সমস্বরে বলিতেছে, "মরিবার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে।" শিক্ষয়িত্রী আর যে সমস্ত প্রশ্ন করিলেন, তাহা তিনি আর শুনিতে পাইলেন না—তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, চতুর্দ্দিকে কেবল প্রতিধ্বনি হইতেছে "মরিবার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে।"

অন্যান্য দিন পরিদর্শনান্তে তিনি শিক্ষয়িত্রীকে প্রশংসা করিতেন, বালিকাগণকে পুরস্কার দিতেন, কিন্তু আজ আর কিছুই করিলেন না—তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া বিদ্যালয়-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ আজ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

বিদ্যালয়ের বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কে বলিয়া উঠিল, "হে পদ্মাসনাসীন প্রভো! তোমার করুণার অবধি নাই। কি পরিস্ফুট ভাবে, কি সুন্দর উপায়ে, আমাদের যাহা জানা আবশ্যক তাহা

তুমি জানাইয়া রাখিয়াছ। অথচ, হতভাগ্য আমি ইহাতে দৃষ্টিপাত করি নাই। আমি প্রত্যহই মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছি এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার ভগবানের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে, অথচ, আমি তাহার জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও প্রস্তুত হইতে পারি নাই। আমরা কি নির্ব্বোধ: আমরা যৎসামান্য দ্রব্যাদির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করি, কিন্তু যাহার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হয়, সে বিষয় একবারও চিন্তা করি না। কি গভীর আক্ষেপের বিষয়! কখন সে বিষয় চিন্তা করিব! কখন? নির্ব্বোধ! আজই! এখনই!" অজ্ঞাতসারে তিনি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ঠিক এমনি সময়ে ভূমিতলে আসীন একটী ভিক্ষুক তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। চিত্ত-চাঞ্চল্য লইয়া তিনি তাঁহার পকেটে হাত দিয়া টাকা পয়সা পরিপূর্ণ থলিয়াটী ভিক্ষুককে প্রদান করিলেন। "সর্ব্বাগ্রে দান—দানের ন্যায় কার্য্য নাই। উচ্চে আরোহণের পূর্ব্বে দান করিতে হয়।"—মৌংপে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

মৌংপের সহধর্ম্মিণী সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামীর ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি ইহার কারণ নির্দ্ধারণের জন্য অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু কোন কারণই খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি ইহা জানিতেন যে,

তাঁহার নিজের কোন ত্রুটীতে স্বামীর ভাবান্তর হয় নাই। উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও মনান্তর ছিল না। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল, এবং তাঁহারা উভয়েই পৃথিবীর অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। নিজেদের সংসারই চিনিতেন, জানিতেন। এ যাবৎ নিজেদের সংসারের বহির্দেশস্থ কাহারও সহিত যেন তাঁহাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। এক্ষণে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। কিন্তু, সে পরিবর্ত্তনের কারণ তাঁহার সহধর্ম্মিণী বুঝিতে পারিলেন না। মৌংপে এক্ষণে যথেচ্ছ দান করিতেছিলেন। মৌংপে-পত্নীর মনে হইতেছিল যে, এখন স্বামীর চক্ষে স্ত্রী, পুত্র আর বহির্জ্জগতের সব সমান—কোন প্রভেদ নাই। ইহার কারণ কি?

একদিন স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,—"তুমি কেবলই দান করিতেছ। তোমার যে একটী পুত্র রহিয়াছে তাহাত তুমি মনে কর না। সবই যদি দান কর, তবে তাহার ভবিষ্যতে কি হইবে? আর কে জানে, যদি আমাদের একটী কন্যা হয়? তবে তাহার যৌতুক কোথা হইতে আসিবে?"

স্বামী প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমাদের আর সন্তান হইবে না।"

স্ত্রী চুপ করিয়া রহিলেন। স্বামী যাহা বলিলেন

তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। স্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন, "মঠেই ধার্ম্মিকগণ বাস করেন। সংসারে যাহারা থাকে তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মাজ্জন কি অসম্ভব?"

এক বৎসর অতিবাহিত হইল। মোংপে কায়মনো-বাক্যে সংযত হইয়া এই দীর্ঘ এক বৎসর কাটাইলেন। তিনি অবিশ্রান্ত দান করিতে লাগিলেন,—তাঁহার অর্থ নিঃশেষ হইতে লাগিল।

এক দিবস একটী গুরুতর মোকদ্দমা বিচারার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। একজন তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। ঘটনাটী সংক্ষেপে এই—

একহস্তবিহীন পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক এক ব্যক্তি মাত্র একবৎসর পূর্ব্বে বিবাহিত স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। স্ত্রীর বয়স ছিল সপ্তদশ বৎসর।

বিচারালয়ে অপরাধী আনীত হইলে, মোংপে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তোমার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছ?"

অপরাধী অম্লান বদনে, নির্ভয়ে উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়, করিয়াছি।"

"এরূপ করিবার কারণ কি? হতভাগা! তুমি কি জাননা যে, ইহাতে তুমি তোমার পরকাল ও ইহকাল নষ্ট করিয়াছ?"

"হাঁ মহাশয়; আমি জানিয়া শুনিয়াই ইহকাল পর-

কাল নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু আমার যে উপায়ান্তর ছিল না! আপনার স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা হইত, তবে কি আপনিও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেন?"

এমন সময়ে আদালত-গৃহে উপস্থিত, হত্যাকারীর শাশুড়ী চীৎকার করিয়া বলিল,—"বুড়ো মিন্‌সে। এরূপ হওয়া কি আশ্চর্য্য? তুই সতের বছরের মেয়ে বিবাহ করিলি কেন? রাতদিন তুই আমার মেয়েটাকে জ্বালাতন করিয়াছিস্।"

হতভাগ্য হত্যাকারীও চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার নিকট অর্থ লইয়া কি তুই তোর কন্যাকে বিক্রয় করিস্ নাই?"

মোহন্ত আদালতে গোলযোগ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আমাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বল।" হত্যাপরাধী বলিতে আরম্ভ করিল;—"আমার জন্ম হইবার পূর্ব্বেই আমার পিতাকে হত্যা করা হইয়াছিল। মা বলিবার পূর্ব্বেই আমি মাতৃহারা হই। যতদূর মনে পড়ে, আমি ভিক্ষা করিয়া এতদিন কাটাইয়াছি। আমার এক হাত নাই, সুতরাং আমি কোন কাজেরই উপযুক্ত নই। আপনাকে বলিতে বাধা নাই যে, আমি শুধু হস্তহীন নই, আমি মৃগী-রোগাক্রান্ত। যখন এই ব্যাধি বৃদ্ধি পায়, তখন আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। ভিক্ষার্থ

বহির্গত হইবার সময় একদিন আমি এই স্ত্রীলোকের দোকানের সম্মুখে অজ্ঞান হইয়া পড়ি—"

এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটী পুনর্ব্বার বাধা দিয়া বলিল—"হুজুর, আমি ফল বিক্রয় করিয়া সদুপায়ে জীবন যাপন করি এবং প্রতি সপ্তাহে বুদ্ধের নাম করিয়া দুই আনা দান করি।"

মোংপে স্ত্রীলোকটীকে পুনর্ব্বার চুপ করিতে আদেশ করিলেন। অপরাধী বলিতে লাগিল, "আমি যখন ইহার দোকানের সম্মুখে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম, তখন ইহার কন্যা—আমার স্ত্রী, যাহাকে আমি হত্যা করিয়াছি, আমার দুর্দ্দশায় দয়ার্দ্র হয়। সে আসিয়া আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সেই সময় আমার হস্তবিহীন স্কন্ধদেশের সহিত তাহার অঙ্গ স্পর্শ হইল। এই আমার সর্ব্বনাশের মূল।"

মোংপে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, "ইহাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল কেন?"

সে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর, ইতিপূর্ব্বে আমি কোন দিন স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করি নাই।"

হত্যাকারীর শাশুড়ী বিদ্রুপাত্মক হাসি হাসিতে লাগিল, কিন্তু অপরাধী উহা লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়, উহা অদৃষ্টের ফের। উহাই আমার

সর্ব্বনাশের মূল। ইহার পূর্ব্বে আমার কোন অভাব ছিল না, কোন ক্লেশ ছিল না। কিন্তু এই কু-সংস্পর্শে সব বদলাইয়া গেল। ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা আর আমার পরিতৃপ্তি হইত না। আমার মনে অশান্তি জন্মিল। এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইল।"

আদালতে উপস্থিত তাহার শ্বাশুড়ী পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিল, "ও প্রত্যহ আমার দোকানের নিকট দিয়া যাইত এবং আমার কন্যার প্রতি চাহিয়া থাকিত।"

অপরাধী বলিতে লাগিল, "ও সত্য কথাই বলিতেছে। আমি ওরূপ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু আমার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। একদিন আমি ভিক্ষার্থ মন্দিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। এমন সময় একজন দাতা তথায় উপনীত হইলে আমি ভিক্ষা চাহিলাম। তিনি প্রচুর অর্থপূর্ণ থলিয়া আমাকে দিয়া চলিয়া গেলেন। থলিয়া খুলিয়া আমি তন্মধ্যস্থ মুদ্রা গণিয়া দেখিলাম আড়াইশত টাকা। আমি বসিয়া রহিলাম, সে স্থান ত্যাগ করিতে সাহসী হইলাম না। ভাবিলাম, দাতা ভ্রমক্রমেই এত অর্থ পূর্ণ থলি আমাকে দান করিয়াছেন, নিশ্চয়ই এখনই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় উহা গ্রহণ করিবেন, সুতরাং সেই স্থানে বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ। আবার মনে করিলাম, স্থান ত্যাগ করি। এই ভাবে কিছুক্ষণ গেল, কিন্তু দাতা আর ফিরিলেন

না। আমি তখন দুই শত পঞ্চাশ টাকার মালিক। আমি উঠিয়া এই স্ত্রীলোকটীর নিকট উপস্থিত হইলাম। বলিলাম, 'তোমাকে একশত টাকা দিব—তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও।'

তাহার শাশুড়ী পূর্ব্বের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল—"মিথ্যাবাদী বুড়ো! তুই প্রথমে পঞ্চাশ টাকা মাত্র দিতে চাহিয়াছিলি। আমি অনেক কষ্টে তোর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছি।"

মোংপে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"নিজের গ্লানির কথা তুমি কেন প্রকাশ করিতেছ?"

স্ত্রীলোকটী বলিল—"মহাশয়! আমি যে বিধবা, তাহা আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? আমি কি প্রতি সপ্তাহে দুই আনা করিয়া বুদ্ধের নামে দান করি না? এ সব কোথা হইতে আসিবে?"

পুনর্ব্বার চীৎকার করিলে তাহার জরিমানা হইবে, মোংপে এইরূপ জ্ঞাপন করিয়া অপরাধীকে তাহার বক্তব্য বলিতে বলিলেন।

সে বলিল,—"আমি উহাকে শত মুদ্রা ও উহার কন্যাকে স্বর্ণ-বলয় প্রদান করিলাম। তিন দিন পরে আমাদের বিবাহ হইল।"

মোংপে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি সে তোমাকে ভালবাসিত?"

সে কথা বলিতে উদ্যত হইলে তাহাকে বাধা দিয়া তাহার শ্বাশুড়ী উত্তর করিল, "অর্থ দ্বারা আমার কন্যাকে বশীভূত করিয়াছিল। লোহার ন্যায় ভারী স্বর্ণ-বলয়ের মায়া কি সহজ ?"

মোংপে অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি সে তোমাকে ভালবাসিত ?"

অপরাধী উত্তর করিল, "মহাশয়! সে স্বেচ্ছায়ই আমাকে বিবাহ করিয়াছিল।"

"তুমি কি একবারও ভাবিয়া দেখ নাই যে, সে একটী বালিকা আর তুমি বৃদ্ধ!"

"মহাশয়, ও-সব আমি কিছুই ভাবি নাই। অপর কাহাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করার কথা আমার মনেই আইসে নাই। ইহা অদৃষ্টের ফল। আমি অন্য কোন বিষয়ই ভাবি নাই।"

"ভাল, তার পর কি হইল ?"

"হয় ত সবই ভাল হইতে পারিত। আমি যে তাহাকে কত ভালবাসিতাম তাহা আপনি অনুমান করিতে পারিবেন। আমি তাহাকে অমূল্য হীরকের ন্যায় মনে করিতাম।"

শ্বাশুড়ী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, তাহাকে তুমি বাক্সে পুরিয়া রাখিতে পারিলে নিশ্চিন্ত থাকিতে; তাহা হইলে সে আর কাহারও চক্ষে পড়িত না।"

অপরাধী বলিতে লাগিল,—"আমরা ছোট একখানি দোকান খুলিলাম। সবই ভাল ভাবে চলিতে লাগিল। অবশেষে দীর্ঘকেশ বিশিষ্ট একটি লোক এখানে আসিল। এখন সে মৌলমেন্ কি অন্যত্র গিয়াছে। সে এক দিবস আসিয়া আমার স্ত্রীর সহিত অনেকক্ষণ কি কথাবার্ত্তা বলিল। আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অতক্ষণ তুমি উহার সহিত কথা বলিলে কেন?' সে উত্তর করিল, 'এমনই মহৎ ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে যে, আমি অন্য কাহারও সহিত কথা কহিব না?"

শ্বাশুড়ী বলিল, "সে আমার আত্মীয়। বাল্যকাল হইতে সে আমাদের পরিচিত। সে ব্যাঙ্কক্ গিয়াছিল, চারি বৎসর পরে ফিরিয়াছিল। তাহার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিলে কি অপরাধ হইতে পারে? আমার কন্যা আমাকে সকল কথাই বলিয়াছে। আমার কন্যা সতী ছিল। কেবল উহার পাগলামীর জন্যই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।'

মোংপে বলিলেন, "তবে তুমি স্বীকার করিতেছ যে তোমার কন্যা অপরাধিনী?"

শ্বাশুড়ী উত্তর করিল, "মহাশয়, একটী অসহায়া স্ত্রীলোক এরূপ সন্দিগ্ধ ব্যক্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর কি করিতে পারে? বুড়ো দিবারাত্র তাহাকে সন্দেহ করিত।"

মৌংপে অপরাধীকে তাহার বক্তব্য শেষ করিতে আদেশ করিলেন।

অপরাধী বলিল, "মহাশয়, আব অধিক বলিবার কিছুই নাই। একদিন এই স্ত্রীলোকেব গৃহে আমি দুই জনকে এক সঙ্গে দেখিতে পাইলাম। আমি কিছুই দেখি নাই, এরূপ ভাব দেখাইলাম; নতুবা সে পলায়ন কবিত।"

বিচারক বলিলেন, "তুমি তাহাকে পলায়ন কবিতে দিলেই ত ভাল হইত।"

অপরাধী বিচারকের দিকে বিস্ময়পূর্ণ নয়নে চাহিযা বলিল, "তাহা কি সম্ভব হয়, মহাশয়! আমার স্ত্রীকে পলায়ন কবিতে দিব? সে ত তাহা হইলে ঐ লোকটাকে গ্রহণ কবিত?"

"তাহাতে কি যাইত আসিত? সে ত দুশ্চরিত্রা ছিল।"

"মহাশয়, যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া একবার বিবেচনা কবিয়া দেখুন, পঞ্চাশ বৎসব বয়সে আমি বিবাহ করিয়াছি, আব সেই স্ত্রী অপরকে দিব?"

"তুমি ত আর তাহাকে পাইবে না।"

"মহাশয়, সবই সত্য, তথাপি আমি অপরকে নিজ স্ত্রী দিতে পাবিতাম না।"

মৌংপে কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া, অপরাধীকে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার বক্তব্য শেষ কর।"

"মহাশয়! পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। রাত্রি না হওয়া পর্য্যন্ত, আমি যেন কিছুই জানি না এইরূপ ভান করিলাম। সেদিন সে আমাকে অত্যধিক আদর করিতে লাগিল। বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকদিন আমার প্রতি যেরূপ আদর যত্ন দেখাইয়াছিল, সেদিনও সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি, আমি যে সব জানিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম না। সে বলিল, 'তুমি বোধ হয় ভাব যে, আমি উহাকে ভালবাসি!' আমি আরও চতুরতা করিলাম—কিছুতেই তাহার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলাম না। গভীর রাত্রে যখন তাহাকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা দেখিলাম, তখন একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি লইয়া তাহার বক্ষের বস্ত্র অপসারিত করিলাম। তাহার অঙ্গের যে স্থানে আমার সহিত প্রথম সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, সেই স্থানে দুইবার ছুরি লইয়া গেলাম। কিন্তু, কি জানি কেন, দুইবারই আঘাত করিতে পারিলাম না। অবশেষে কি করিলাম, বা কি ঘটিল, আমি বলিতে পারি না। এইটুকু স্মরণ আছে যে, আমি তাহার গলদেশ চাপিয়া তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিলাম।"

"এক হাতেই তুমি পারিলে?"

"হাঁ মহাশয়; এক হাতেই হইল। কি প্রকারে তাহা করিলাম, তাহা আমার মনে নাই। সে নড়েও নাই। আমি ত তাহাকে অপরকে দিতে পারিতাম না।"

শ্বাশুড়ী এই সময় আদালতগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যে, সে অপরাধীকে পাইলে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। একজন চাপরাসী তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

মোংপে অনেকক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "তুমি যে আত্মদোষ স্বীকার করিলে, তাহা তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয়ের পক্ষে মঙ্গল-দায়ক। যদি মিথ্যা কথা বলিতে, তবে সে মিথ্যা আমাদিগকে বলিতে না, নিজের প্রতি নিজেই ছলনা করিতে। আচ্ছা, তুমি এই আড়াইশত টাকা কি সত্য সত্যই ভিক্ষা পাইয়াছিলে—না চুরি করিয়াছিলে?"

অপরাধী বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "পিতৃ-পুরুষগণের পবিত্র নাম লইয়া বলিতেছি, আমি জীবনে এক দানা চাউলও চুরি করি নাই। যে সময়ে আমি উহা পাই, তাহা আমি এখনও চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি। মনে হইতেছে যে গতকল্য উহা পাইয়াছি। যিনি দিয়া-ছিলেন, তিনি সম্ভ্রান্ত, পদস্থ ব্যক্তি। তিনি সে সময়ে মঠের সন্নিকটস্থ বালিকা-বিদ্যালয় হইতে আসিতেছিলেন।"

মোংপে শিহরিয়া উঠিলেন। এতক্ষণ তিনি

অপরাধীকে খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে তাহার প্রতি বিশেষ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। অপরাধীও তাঁহার দিকে চাহিল। বিদ্যুৎ-চমক ও বজ্রপাতের মধ্যবর্ত্তী সময়ের ন্যায় উভয়েই স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। অবশেষে অপরাধী ধীরভাবে বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, আপনিই সেই দাতা। আপনার দানই এই অভিশাপের মূল।"

মৌংপের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। আদালতগৃহে আর 'টুঁ' শব্দও শ্রুত হইল না। মৌংপে অপরাধীকে পুনর্ব্বার কারাগারে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আমার কোন অধিকার নাই, কিন্তু আইনে ইহার একমাত্র শাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—মৃত্যু। বিচারকরূপে ইহার প্রতি এই শাস্তি ব্যতীত অন্য শাস্তি দিবার বিধান নাই। উপায় কি? হয় ইহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে, অথবা চাকুরী পরিত্যাগ করিতে হইবে। মানুষ কি একে অপরের বিচার করিতে পারে? কিন্তু সাধারণের সহিত আমার সম্পর্ক কি? আমার প্রশ্ন এই, 'আমি কি ইহার বিচার করিতে পারি? একমাত্র উত্তর 'না'। আমার নিজ অপরাধের জন্য আমি নিজেকে দিবারাত্র বিচার করিতেছি। আমি

অপরের অপরাধ বিচার করিতে পারি না।'

সেদিনকারমত আদালত বন্ধ হইল।

মৌংপে গৃহে উপস্থিত হইয়াই স্ত্রীকে বলিলেন, "আজই আমি পদত্যাগ কবিব। আমি কাহাকেও বিচার কবিতে পাবিব না।"

স্ত্রী জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কেন?"

স্বামী উত্তর কবিলেন, "অপবেব বিচার কবিবাব আমাব কোন অধিকাব নাই।"

স্ত্রী প্রত্যুত্তব কবিলেন, "কত ব্যক্তি ত বিচাবাসনে উপবিষ্ট বহিযাছেন!"

স্বামী বলিলেন, "আমাব তাহাতে কি আসে যায়?"

স্ত্রী বলিলেন, "তোমাব বিচাবক পদে আসীন থাকা উচিত কি না, তাহা আমি জানি না। তবে ইহা মনে রাখিও তোমাকে স্ত্রী পুত্রেব ভবণপোষণ কবিতে হইবে। পদত্যাগ করিলে আমাদেব চলিবে কিসে? তুমি ত সর্ব্বস্বই দান করিযাছ।"

স্বামী উত্তব কবিলেন, "দেশেত আমাদের যৎসামান্য সম্পত্তি আছে।"

স্ত্রী এবার শ্লেষব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "তা ত আছেই! তুমি কি কৃষাণেব ন্যায় ক্ষেত্রে কাজ করিতে পারিবে? সে সম্পত্তিতে কি আমাদের দিন

চলিবে? যাহা পাইবে, তাহাতেত শুধু ভাতও জুটিবে না।"

মৌংপে কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু সেইদিনই তিনি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলেন। পদত্যাগের তিনি কোন কারণই নির্দ্দেশ করিলেন না।

কয়েক দিবস পরে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এই আকস্মিক কারণানুসন্ধানের জন্য স্বয়ং মৌংপের নিকট আসিলেন। বার্দ্ধক্য বা ব্যাধির জন্য তিনি পদত্যাগ করিলে পেন্সন পাইতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এরূপ কোন কারণই অবগত ছিলেন না।

মৌংপে কর্ম্মচারীকে বলিলেন, তিনি আর বিচারকের কার্য্য করিতে পারিবেন না। কর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৌংপে প্রত্যুত্তর করিলেন, অপরাধীর বিচার করিবার তাঁহার কোন অধিকারই নাই। কর্ম্মচারীর সন্দেহ হইল, মৌংপে কি অকস্মাৎ বাতুল হইয়াছেন? তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "মৌংপে! তুমি সরকারী কর্ম্মচারী। বহুদিন তুমি সরকারের নিমক্ খাইয়াছ এবং সরকারের মঙ্গলের জন্য তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সরকারের মঙ্গলের জন্য যে সকল আইন প্রতিপালন করা আবশ্যক, তুমি প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক কেন?"

মৌংপে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, "সরকার আইন প্রতি-

পালনের জন্য অনেক লোক পাইবেন। **সত্যানুসন্ধানই প্রধান পুরুষার্থ,** তৎপরে অন্য কাজ।"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "যখন তুমি বিবেক অনুসারে বিচার কর, তখন কি তুমি সত্যানুসন্ধান কর না?"

মোংপে উত্তর করিলেন, "**দিবারাত্র নিজের অপরাধেরই বিচার করা বিধেয়।**"

কর্ম্মচারী বুঝিলেন যে, তিনি বৃথা তর্ক করিতেছেন। স্থান ত্যাগ করিবার সময় তিনি বলিলেন, "আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তোমার কোন মঙ্গলই হইবে না।"

মোংপের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইল। তিনি কোন পেন্সন পাইলেন না।

মোংপে এখন আর শহরের বাড়ীর ভাড়া দিয়া উঠিতে পারিলেন না। সুখ ও শান্তিময় গৃহ, দাসদাসী পরিত্যাগ-কালে মোংপে-পত্নী আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি মনে মনে পুত্রের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তোমার পিতার জন্যই আজ তোমার এই দুর্গতি।" তাচ্ছিল্য সহকারে স্বামীকে বলিলেন, "তুমি শহর ত্যাগ করিলেও ভিক্ষুকদের আহারের অভাব হইবে না।"

স্বামী উত্তর করিলেন "**আমি ভিক্ষুকদের কিছুই দিই নাই; নিজেকেই দিয়াছি।**"

স্ত্রী এবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, মৌংপে পত্নীকে ক্রন্দন সংবরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "তুমি কোন্ প্রাণে এ কথা বলিলে? তোমার জন্যই ত এই সব হইল।"

মৌংপে আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলপূর্ব্বক স্ত্রীর হস্ত আকর্ষণ করিয়া কর্কশ স্বরে তাঁহাকে আসিতে বলিলেন। হাতে টান ও সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধ হওয়াতে স্ত্রী চমকিতা হইলেন। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তিনি স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে নিজ অঞ্চল দ্বারা মুখাবৃত করিয়া রাস্তার ধারে বসিয়া পড়িলেন, পুত্রও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। সে পথিপার্শ্বস্থ ফুল ছিঁড়িয়া মায়ের কোলে ফেলিতে লাগিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে বালসুলভ চপলতার সহিত মায়ের অঞ্চল অপসারিত করিয়া মায়ের মুখ দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তের জন্য মৌংপে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তৎপরে তিনি হঠাৎ পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল্, আমরা দুইজনেই যাইব।"

কিন্তু তিনি হাতে বল পাইতেছিলেন না—তাঁহার কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা ছিল না। পুত্রও কাঁদিতে লাগিল এবং মায়ের কাছে গেল—মাও তাহাকে বক্ষে চাপিয়া

ধরিলেন। মৌংপে এতক্ষণে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, "এরূপ করিলে চলিবে না। কাহারও উপর নির্ভর করা যায় না।" অকস্মাৎ স্ত্রীও তাঁহার প্রতি চাহিলেন—তিনি পুত্রকে স্বামীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার পিতার নিকট যাও। আমরা তিন জনেই যাইব।"

মৌংপে পুত্রের হস্ত ধরিয়া, বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া অগ্রসর হইয়া পল্লিগ্রামস্থ নিজ গৃহে উপনীত হইলেন।

(২)

ধান্য রোপণের সময়ই মৌংপে সপরিবারে স্বগৃহে পৌঁছিলেন। বিনাড়ম্বরে মৌংপে ক্ষেত্রের কার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং পত্নী গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। মৌংপে মনে করিলেন, "এত সুখী ত আমি কোন দিন ছিলাম না! চাষবাস করিয়া যে জীবনধারণ করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। চাকুরী ছাড়িয়া আমি স্বগৃহে আসিয়া কৃষিকর্ম্মে ব্রতী হইয়া খুব সুখী হইয়াছি।" মৌংপে যদি স্ত্রীর বিষণ্ণ বদন না দেখিতেন, তবে বোধ হয় আরও সুখী হইতেন। দিন দিন তাঁহার স্ত্রী ক্ষীণা হইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন স্বহস্ত-রোপিত ধান্যগুলি ফলে পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষেত্রের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, তখন মৌংপে স্ত্রীর কাতর বদন দর্শন করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেন না

—তাঁহার মনে হইত, “কি সুন্দর! কি পবিত্র! এক্ষণে আমি নিরাপদ হইয়াছি।”

তথাপি মৌংপে সুদীর্ঘকাল এরূপ সুখ-ভোগ করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে সুবৃষ্টি হইল না—রৌদ্রে তাঁহার সাধের ধান্যগুলি শুকাইয়া গেল। যৎসামান্য ধান্য যাহা পাইলেন তাহাতে আর দিন চলে না। সুখের দিনের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা একটী একটী করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের কষ্ট দূর হইল না। মৌংপে এবং তাঁহার পত্নী দিন-দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। নিজেরা অনাহারে থাকিয়া, জরে ভুগিয়া, পুত্রকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে পুত্র আহার গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। দ্বিপ্রহরে তাহার জ্বর হইল। রাত্রিতে মাতা পিতার মনে হইল যে, সে আর বাঁচিবে না, মাতা উদ্বেগে, নৈরাশ্যে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে সমস্ত রাত্রি বসিয়া বুদ্ধদেবকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার আর অন্য সম্বল ছিল না। মৌংপে বালকের অবস্থা দৃষ্টে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। উভয়েই জানিতেন সে বড় ভীষণ জ্বর —রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই,—এ জ্বরে অনেক সময়ে একদিনেই প্রাণ বহির্গত হয়। ঔষধ রীতিমত দিলে, বিচক্ষণ চিকিৎসক চিকিৎসা করিলে হয় ত বাঁচিলেও

বাঁচিতে পারে। কিন্তু চিকিৎসক বা ঔষধ কোথা হইতে আসিবে? যাহাদের উদবান্নের সংস্থান হয় না, তাহাদের পক্ষে এ সকল সংগ্রহের ক্ষমতা কোথায়?

কিন্তু মায়ের প্রাণ। তাই মা আর সহিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন—"হায়! যদি একজন চিকিৎসক পাইতাম! কিন্তু টাকা কোথায়? আমাদের ঘরে যে একটী পয়সাও নাই।"

মৌংপে কোন উত্তর করিলেন না। তাহার পত্নী আবার বলিতে লাগিলেন, "শুনিযাছি, এ জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগে উপকার হয়। শহরের ডাক্তারদের নিকটই কেবল কুইনাইন থাকে।"

মৌংপে বলিলেন, "দেখি কুইনাইন পাই কি না।"

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "কুইনাইন তুমি কোথায় পাইবে? পয়সা কোথায়? তুমি যে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছ! পৃথিবীতে আমাদের ত কোন বন্ধুবান্ধব নাই।"

মায়ের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। মৌংপে বলিলেন, "দেখি, ভিক্ষা করিয়া কিছু পাই কি না।" মৌংপের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল—কিন্তু, তিনি ইহা বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, কয়েক মাত্রা কুইনাইন না পাইলে তাঁহার পুত্রের দেহান্ত ঘটিবে। কিন্তু টাকা কোথায় পাইবেন? কুইনাইনের মূল্য কি প্রকারে দিবেন?

তিনি গৃহ হইতে দ্রুতপদে বাহির হইলেন; কিন্তু ক্রমেই তাঁহার চলচ্ছক্তি কমিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে অতি কষ্টে তিনি শহরে পৌঁছিলেন।

কি করিবেন? তাঁহাব পূর্ব্ব পরিচিতগণের নিকট সিকিটা, দুয়ানিটা ভিক্ষা করিবেন? অসম্ভব? মোংপে— যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বিচারকেব আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—তিনি বন্ধুবান্ধবগণের নিকট ভিক্ষা কবিবেন? তাহা ত হইতেই পারেনা! তবে? তিনি রাস্তায় ভিক্ষা করিবেন, আত্ম-পরিচয় দিবেন না। যাহাতে লোকে তাঁহাকে চিনিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি উত্তরীয় দ্বারা মুখেব খানিকটা আবৃত করিয়া মন্দিরের দ্বাবদেশে অন্যান্য ভিক্ষুকের ন্যায় উপবেশন কবিলেন।

তখন তাঁহার মনে নানা চিন্তা উদিত হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "পুত্রের জন্য আমার দুই চারি আনা ভিক্ষা করিতে হইতেছে। কেন? আমার জীবনে নিশ্চয়ই কোন ভুল হইয়াছে। আমি যদি কম দান করিতাম, পদত্যাগ না করিতাম, তবে আমার এই দুর্ভোগ হইত না। কিন্তু তাহা হইলে আমার নিজের পরকালের কার্য্য করা হইত না; স্ত্রী ও পুত্রকে সুখে-সচ্ছন্দে রাখিতে হইবে বলিয়া কি পরকালের

চিন্তা করা অনুচিত? তথাপি স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণ করাও ত কর্ত্তব্য।”

মৌংপে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, কেহ যেন তাঁহার বক্ষের উপর অনেকগুলি প্রস্তর চাপাইয়া দিয়াছে। তিনি নিষ্কৃতির উপায় দেখিতে পাইলেন না। তিনি যে কি জন্য মন্দিরের দ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাও বিস্মৃত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার প্রসারিত হস্তে কি যেন পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন—হস্তে একটী তাম্রমুদ্রা। তিনি দেখিলেন যে, এক ধনবতী মহিলা মন্দির-পার্শ্বে উপবিষ্ট সকল ভিক্ষুককেই দান করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, এই দয়াবতী মহিলার নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি হয় ত আরও দিবেন। কিন্তু সঙ্কোচ তাঁহাকে অভিভূত করিল। “কেমন করিয়া ভিক্ষা করিব? আমি ত ভিক্ষা করিতে শিখি নাই। যাহা হউক, এ মহিলা ফিরিয়া আসুন, সকল কথা বলিলে হয় ত তাঁহার দয়া হইবে।” কিন্তু এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, তবু সে দয়াবতী মহিলা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। অবশেষে মৌংপে মন্দিরাভ্যন্তরে তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিলেন। সেখানেও তিনি নাই। তিনি মন্দিরের অপর দ্বারের সিঁড়ি দিয়া মন্দির পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন। মৌংপে পূর্ব্বে যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কোন আশা নাই। এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহাব হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি যেন চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার মৃত পুত্রকে, বোরুদ্যমানা পত্নীকে দেখিতে পাইলেন। কি কবিবেন? কোথায় যাইবেন? হতাশ ভাবে তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহাব নিকটস্থ অন্য একটি ভিক্ষুকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। ভিক্ষুকটী বৃদ্ধ।

ভিক্ষুক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে ত আব কোন দিন ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। তুমি পূর্ব্বে কোথায় বসিতে?"

মৌংপে স্বল্প কথায় উত্তর দিলেন, "কোন খানে নয।"

"অবশ্য তুমি এখানে না হয অন্যখানে বসিতে?"

মৌংপে মাথা নত কবিয়া বলিলেন, "না।"

ভিক্ষুক তাঁহার মনের ভাব যেন বুঝিয়া বলিল, "ও, তুমি নূতন আবম্ভ কবিযাছ। বুঝিযাছি। দেখ, সকল ব্যবসায় অপেক্ষা এই ব্যবসায়ের প্রারম্ভ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।"

"তোমরা কি ভিক্ষাকেও ব্যবসায় বল?" মৌংপে কি বলিতেছিলেন তাহা তাঁহার ঠিক ছিল না; তিনি

যে যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, সেই যাতনা যৎকিঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্যই তিনি ভিক্ষুকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ভিক্ষুক উত্তর করিল, "বিলক্ষণ! ইহা ব্যবসায় নয় ত কি? ভিক্ষাবৃত্তি শিখিতে হয়।"

মৌংপে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভিক্ষুক বলিতে লাগিল, "দশ বার বৎসর পূর্ব্বে যখন ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন কি প্রকারে ভিক্ষা করিতে হয়, তাহা জানিতাম না। আমি মনে করিতাম, যতই চাহিব, ততই বেশী পাইব। পীড়িতা পত্নীর ও নিজের উদরান্নের সংস্থান ভিক্ষা দ্বারাই করিতে হইত। আমি নিজেও পীড়িত ছিলাম। আমি ভিক্ষা করিতে আসিতাম না। স্ত্রী অনাহারে মারা গেল। শহরে এইরূপই হইয়া থাকে। তবে পল্লীগ্রামে এইরূপ হয় না। সকলকেই অবশ্য মরিতে হইবে, তাই সে মরিয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের কোন হাত নাই। কিন্তু স্ত্রী মরিয়া গেলে, আমি পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি সকলের সম্মুখেই অনাহারে দেহত্যাগ করিব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে একটীর পর একটী মুদ্রা আমার সম্মুখে পড়িতে লাগিল এবং সন্ধ্যাকালে আমি বহুদিন পরে তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। মনে

হইতে লাগিল যেন আমি আমাব স্ত্রীর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইতেছি। তার পর হইতে আমাকে আর অনাহাবে থাকিতে হয় না। ভিক্ষার কৌশল তোমাকে বলিয়া দিতেছি—তুমি কিছু চাহিও না, তোমার অভাব থাকিবে না।"

মৌংপে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের কথায কর্ণপাত কবিতে-ছিলেন না। পীড়িত পুত্রেব আর্ত্তনাদ তাঁহাব কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। নিষ্কর্ম্মা হইয়া তিনি আব এক মুহূর্ত্তও বসিয়া থাকিতে পাবিতেছিলেন না। সন্ধ্যা সমাগত, অথচ তিনি একটী তাম্রমুদ্রা ব্যতীত কিছুই পান নাই। কিছু ত কবিতেই হইবে। কোন পরিচিত ব্যক্তিব নিকট ভিক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল না। কি কবিবেন, তিনি তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পাবিতেছিলেন না। অব্যবস্থিত-চিত্তে তিনি দৌড়াইতে লাগিলেন। সম্মুখেই মহাজনের দোকান,—স্তবে স্তবে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি, পয়সা সাজান। পবক্ষণে তিনি যে কি করিলেন তাহা বুঝিতেও পাবিলেন না।

"চোর, চোর" শব্দ উঠিল। কয়েকজন লোক তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল; দিনেব বেলায লোক জনের সম্মুখে চুরি! এ যে ডাকাতী অপেক্ষাও ভীষণ। তাঁহার উপর ক্রমাগত কিল, চড়, লাথি

বর্ষিত হইতে লাগিল। মৌংপে মৃত্যু সন্নিকট বুঝিলেন; এমন সময় একজন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল—"এ যে দবিত্রের বন্ধু মৌংপে।" তখন একজন কনষ্টেবল আসিয়া তাঁহাকে থানায় লইয়া গেল। থানার দারোগা টেবিলে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন। কনষ্টেবলের দিকে না চাহিযাই ঘটনা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কনষ্টেবল সকল ঘটনা বিবৃত কবিল। "আশ্চর্য্য" বলিয়া দারোগা অপবাধীর দিকে চাহিলেন। মৌংপে নীরবে শূন্যমনে চাহিযা আছেন। দাবোগা বলিলেন "মৌংপে! তুমি? আপনি? বসুন! কি হইয়াছে আমাকে বলুন।"

দারোগা কয়েকবার মোংপেবই এজলাসে মোকদ্দমা পরিচালনা কবিয়াছিলেন।

মৌংপে সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি মনোবেগ সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না। দারোগা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে, আমাকে বলুন।" তখন মৌংপে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলেন। দাবোগা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন—দাবোগা হইলেও তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল। সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, "যাহার স্ত্রী পুত্র আছে, তাহার এরূপ করা উচিত নহে। কিন্তু এক্ষণে উপদেশ দিবার সময় নহে।

আপনার পুত্রের শুশ্রূষাই এক্ষণে করিতে হইবে। আপনি অবশ্য এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। কিন্তু আপনাকে মুক্ত করিতে ও আপনার পুত্রের শুশ্রূষার জন্য আমার ক্ষমতায় যাহা সম্ভব তাহা করা হইবে। আমি আপনার বাড়ী চিনি।”

মৌংপে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে উদ্যত হইলে দারোগা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, “ধন্যবাদের আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে আপনাকে গারদ-ঘরে যাইতে হইবে। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কল্য প্রাতেই আপনি কারামুক্ত হইবেন।”

মৌংপেকে অন্ধকার গারদ-ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি একবার এক কথা, অন্যবার অন্য কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবল সর্পভয় ছিল। সর্ব্বনাশ! এ কক্ষে যদি সাপ থাকে! অকস্মাৎ তাঁহার বোধ হইল যে, তিনি যেন আবার সেই মন্দিরে ভিক্ষার্থ গিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক যেন আবার তাঁহার নিকট উপবিষ্ট রহিয়াছে। ভিক্ষুকের কথাগুলি তাঁহার পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। “তুমি কিছু চাহিও না—তাহা হইলে তোমার অভাব থাকিবে না।”

সত্যই ত, সত্য লাভ করিতে হইলে সব ত্যাগ করিতে হইবে। যখন কেহ নিজ আত্মাকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, তখনই সে সত্যের

সন্ধান পায়। তাই ত, তাই ত। দারোগা বলিলেন যাহার স্ত্রী-পুত্র আছে তাহার এরূপ করা উচিত নহে। সত্যই ত, সত্যই ত, আমার গণনায় যে ভুল হইয়াছে।"

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মৌংপে মুক্তি পাইলেন না। তিনি কারাগার হইতে ভীতিবিহ্বলচিত্তে বাহির হইলেন। মনে হইতে লাগিল, সকলেই বুঝি তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। এই এক রাত্রিতে তাঁহার অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যখন স্বগৃহের দ্বারদেশে পৌছিলেন, তখন তাঁহার অন্য চিন্তা দূরীভূত হইল; ভাবিতে লাগিলেন, গৃহে তাঁহার স্ত্রী কি করিতেছেন? মৃত পুত্র লইয়া হয় ত বসিয়া রহিয়াছেন,—হয় ত কেন নিশ্চয়ই।

অত্যন্ত বৃদ্ধ, জরাজীর্ণের ন্যায় তিনি গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। দেখিলেন, পত্নী পুত্রকে দুধ সাগু খাওয়াইতেছেন। মুহূর্ত্তকাল তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে কোলে করিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। বলিলেন—"তুমি আসিয়াছ? ওঃ, আমি কত কষ্ট পাইয়াছি! কাল সন্ধার সময় মনে হইল সব শেষ হইবে। তখন তোমার বন্ধু দারোগা মোংটক্ আসিলেন। সঙ্গে কুইনাইন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি চলিয়া গেলেন এবং অবিলম্বে চিকিৎসক সহ ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় আমাদের সমস্ত ক্লেশ দূর করিলেন। কি দয়ালু!" বলিয়া তিনি পুত্রকে আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রীতিবিস্ফারিত বদন দেখিয়া মৌংপে মনে করিলেন যে, তাঁহাকে বহুদিন তিনি এরূপ সুখী বা সুন্দরী দেখেন নাই।

মৌংপে উত্তর করিলেন না—তিনি পুত্রকে আদরও করিলেন না। তিনি দারুণ মনঃপীড়ায় অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, স্ত্রী, পুত্র সহ এই গৃহই তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে পুত্র কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মা আবার তাহাকে পথ্য দিতে দিতে বলিলেন, "জ্বর অনেকক্ষণ ছিল না। এখন বড়ই দুর্ব্বল। দাঁড়াইবারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু আর ভয় নাই।" মৌংপে কোন কথাই কহিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, এরূপ নিরুত্তর থাকা উচিত হইতেছে না। অবশেষে তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে, তিনি বড় ক্লান্ত হইয়াছেন, নিদ্রা যাইবেন। এই বলিয়া তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন। নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, স্ত্রী পুত্রকে ঘুম পাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন। বহুদিন তিনি স্ত্রীকে গান গাহিতে শুনেন নাই।

গভীর রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাঁদিনী রাত্রি; চন্দ্রের কিরণ জানালা দিয়া আসিয়া গৃহ প্লাবিত

করিতেছে। তাঁহার পত্নী পুত্রকে বক্ষে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিতা রহিয়াছেন। পত্নী, পুত্র উভয়েরই মুখ হাস্যবিকশিত। বহুদিন তিনি তাঁহাদের মুখে এরূপ হাসি দেখেন নাই।

মৌংপে শয্যা হইতে উঠিয়া বলিলেন। চন্দ্রের আলো কি মনোহর, কি স্নিগ্ধ। রাত্রি যেন ঠিক দিনের মত বোধ হইতেছে। আজ যেন তিনি দিব্যচক্ষে সব দেখিতেছেন। আশ্চর্য্য! ইতিপূর্ব্বে কি চন্দ্রালোকে তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে দেখেন নাই? তাঁহার নিকট যেন সমস্ত অপরিচিত বোধ হইতে লাগিল। পুত্র মায়ের বক্ষে, মায়ের গলা জড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে—মাতা পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া প্রশান্তমনে নিদ্রিতা। এই দুয়ের মধ্যে তাহার স্থান নাই,—এ দুয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক কি? কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তৃতীয় ব্যক্তির জন্য হয় ত অন্য স্থান আছে। তিনি দ্রুতবেগে শয্যা ত্যাগ করিয়া পত্নী পুত্রের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া, চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস আরম্ভ হইল।

(৩)

মৌংপের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চারিবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। মৌল্‌মিনের মঠে তিনি আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা

দেখাইতেছিলেন। কিন্তু মৌংপে কি আশায় এরূপ করিতেছিলেন? তিনি কিসের জন্য এরূপ ক্লেশ-স্বীকার করিতেছিলেন?

মৌংপে ক্লেশ হইতে মুক্তি চাহিতেছিলেন। তিনি দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ চাহিতেছিলেন। কারণ, অনিত্য সম্বন্ধে যে চিন্তা করেন, তাহার জীবনই দুঃখময় হইয়া উঠে। যাহার নিকট জীবন কেবল দুঃখময়, সে কিছুই চায় না—কেবল চায় এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ। আর সেই কেবল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, যে কেবল স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না—যে আমিত্ব ত্যাগ করে, সেই এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। অবশ্যই তাঁহাকে এই আমিত্ব বর্জ্জন করিতে হইবে, আমিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে।

মৌংপে দিবারাত্র তাহারই জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু জল যেরূপ নিম্নদিকে যাইতে চায়, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে তিনি যাহাদের আপন ভাবিতেন, আপন বলিয়া

জানিতেন, তাহাদের কথা স্মরণ হইত। কিন্তু জীবনের প্রতি মমতা প্রদর্শন, আর দুঃখের সহিত জড়িত থাকা একই কথা।” অনেক সময়ে তিনি নৈরাশ্যসাগরে ভাসিতেন —ভাবিতেন, অকূলের কাণ্ডারীকে বুঝি তিনি আর পাইবেননা। কিন্তু কে যেন তাঁহাকে বলিত, “খোঁড়! খোঁড়! আরও খুঁড়িতে খুঁড়িতে মিষ্ট জলের সন্ধান পাইবেই পাইবে।”

একদিবস ভিক্ষাকালে তিনি মন্দিরপার্শ্বে সহস্র সহস্র যাত্রী দেখিতে পাইলেন। বৈশাখ মাস, মেলার সময়, তাই মৌল্‌মিনের তীর্থক্ষেত্রে বহু যাত্রী সমবেত হইয়াছে। নিঃশব্দে মৌংপে একদল যাত্রীর নিকট হইতে অপর দলের নিকট ভিক্ষাপাত্রসহ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ভিক্ষার অভাব ছিল না। ভিক্ষা পাইলে ধন্যবাদ পর্য্যন্ত না দিয়া, চক্ষু নত করিয়া মৌংপে অন্য দলের নিকট যাইতেছিলেন। ভিক্ষাপাত্র অর্দ্ধেক পূর্ণ হইয়াছে, আর যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই তাঁহার সে দিনকার ভিক্ষা শেষ হয়। তিনি অন্য এক দল যাত্রীর নিকট গেলেন।

“মা! এই ভিক্ষুটীকে আমি কিছু দিই।” কোমল স্বরে কে যেন এই কথাগুলি বলিয়া উঠিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও

তিনি এই সুপরিচিত স্বরে চমকিত হইলেন। চোখ মেলিয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন, পুনরায় চক্ষু নত করিলেন। তাঁহার সম্মুখেই তাঁহারই স্ত্রী, তাঁহারই পুত্র, তাঁহারই বন্ধু দারোগা মোংটক্। তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড়েও একটা শিশু।

পুত্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ভিক্ষাপাত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিবেন, কি সেই স্থান ত্যাগ করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। কেহই কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। কারণ, এই শীর্ণ, মুণ্ডিতমস্তক বৃদ্ধ ভিক্ষু যে বিচারক মোংপে তাহা কাহারও ধারণায়ও আসিতে পারিত না।

পুত্র ভিক্ষাপাত্রে প্রচুর আহার্য্য দিতেছিল। মোংপে শুনিলেন, তাঁহারই স্ত্রী বলিতেছেন, "পুত্র! দানেও পরিমিত হওয়া আবশ্যক।" ঐ স্বরে তিরস্কার ছিল না, মোংপে তাহা বুঝিতে পারিলেন। মোংটক্ বলিলেন, "প্রিয়তমে, উহাকে বাধা দিও না; আমাদের ত অভাব নাই, প্রচুর রহিয়াছে; সন্ন্যাসীকে দিব না ত কাহাকে দিব?" মোংটক্ অগ্রসর হইয়া ক্রোড়স্থ সন্তানকে আদর করিলেন। স্নেহ-বিজড়িত স্বরে সন্তানের মাতাকে পত্নী সম্বোধনে আদর করিলেন। বালক দৌড়িয়া মোংটকের নিকটে আসিয়া বলিল, "আমাকেও আদর

বুদ্ধের অনশন

কব বাবা।" মোংটক্ সেই সুসজ্জিত, সুদর্শন বালককেও আদর কবিতে লাগিলেন।

মোংপেব সে স্থান ত্যাগ করিবার শক্তি ছিল না। তাঁহাকে কিন্তু কেহই লক্ষ্য করিতেছিল না। তাঁহাকে ভিক্ষা দেওযা হইয়াছে, সন্ন্যাসীব প্রতি গৃহীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। ধীরে ধীরে তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া, পর্ব্বতস্থ যে সকল গুহায় ভিক্ষুগণ অবস্থান করেন, তথায় উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যস্থ একটী গুহায় প্রবেশ করিলেন। পবিপূর্ণ ভিক্ষা-পাত্র গুহার বহির্দ্দেশে পড়িয়া রহিল। গুহাভ্যন্তর অন্ধকার। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ **জীবন ভার আর বহন করিব না। এই পরিপূর্ণ ভিক্ষা পাত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি অনশনে দেহত্যাগ করিব।"** বুদ্ধেব অনশনেব কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল।

তৎপরে তিনি জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি মৃতবৎ সেই স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। দিন কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিল। গুহা একেবারে অন্ধকাব হইল। গুহার বহির্দ্দেশে সেই পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র চন্দ্রালোকে দেখা যাইতে লাগিল। পর্ব্বতস্থ বনভূমির নিস্তব্ধতা

ভঙ্গ করিয়া ব্যাঘ্র-রব মৌংপের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। গহ্বরের সম্মুখস্থ বৃক্ষোপরি কি যেন নড়িতে লাগিল, হিংস্র-পক্ষী চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু মৌংপে বিচলিত হইলেন না। হস্তিযূথ বনভূমি দলিত করিয়া অগ্রসর হইল, তথাপি মৌংপে লক্ষ্য করিলেন না। অবশেষে, গুহামধ্যস্থ পত্রোপরি মর মর শব্দ হইতে লাগিল, কে যেন উত্তপ্ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। মৌংপে এইবার সঙ্কুচিত হইলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সর্প আসিয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, চন্দ্রালোকে-উজ্জ্বল গুহামুখে তাঁহার ভিক্ষাপাত্রের সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড সর্প নড়িতেছে। সে ফণা ধরিল। এইবার তিনি সর্পটী কোন্ জাতীয় তাহা বুঝিতে পারিলেন,—ব্রহ্মদেশে এরূপ বিষাক্ত সর্প আর নাই। সর্প পাত্রস্থ আহার্য্য খাইতে লাগিল। যে খাদ্য মৌংপের সুদর্শন, সুসজ্জিত পুত্র দিয়াছিল, এ সেই খাদ্য। অল্পক্ষণ পরেই সর্প আহারে বিরত হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আর তাহাকে দেখা গেল না। একটু পরেই মৌংপে তাঁহার অতি সন্নিকটে পুনরায় শব্দ অনুভব করিলেন। কি যেন একটী শীতল কিছু ধীরে ধীরে তাঁহার অনাবৃত পায়ে উঠিতে লাগিল। মৌংপে লম্ফ প্রদান করিয়া তাহাকে

ফেলিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু সাহস পাইলেন না। এ জাতীয় সর্প অত্যন্ত ভীষণ, দংশন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। ভয়ে তাঁহার চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইল। তথাপি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। সর্পটী তাঁহার কোলে বসিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; পরক্ষণেই সে তাহার মস্তকোত্তোলন করিয়া তাঁহার অনাবৃত বক্ষে যেন ছোবল মারিবে মনে হইল। তথাপি তিনি নিশ্চল রহিলেন—কারণ, নড়িলে মৃত্যু নিশ্চিত। সর্পের ফণা তাঁহারই সম্মুখে হেলিতে দুলিতে লাগিল। অবশেষে, সর্প পুনর্ব্বার তাঁহার ক্রোড়ে চুপ করিয়া রহিল, তাঁহার যুক্ত করের উপর তাহার আঠাল দেহ ভর দিয়া রাখিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইল—মৌংপে ও সর্প উভয়েই নিশ্চল। কিন্তু এক্ষণে আর মৌংপের ভয় ছিল না। শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে আবার রক্ত-চলাচল আরম্ভ হইল। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্ক আবার প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। সর্পটী নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার ক্রোড় অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। মৌংপে বহুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, "মানুষ কি নির্ব্বোধ! আমি যখন সম্মুখে ভিক্ষা-পাত্র রাখিয়া অনশনে স্বেচ্ছায়

দেহত্যাগ করিব স্থির করিলাম, তখন এই জন্তুটী আমার নিকট আসিল। ইহাকে রক্ষাকর্ত্তা, সান্ত্বনা-আনয়নকারী বলিয়া কোথায় অভ্যর্থনা করিব, তাহা না করিয়া আমার আমিত্বের প্রত্যেক স্নায়ু ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। ইহা আমাদের অজ্ঞতার জন্যই ঘটিয়া থাকে। আমরা ভয়কে পরাজয় করিতে চেষ্টা করি; অথচ প্রত্যহ নূতন ভয়, নূতন চিন্তা আইসে। সকল ভয়ের মূল মানুষ না জানিলে সে কি প্রকারে শান্তি পাইবে? সকল আশঙ্কা ত্যাগ না করিলে কি প্রকারে শান্তি পাইবে? এই আমিত্ব অবশ্য নিরা-করণ করিতে হইবে। সকল ভয়ের মূল উচ্ছেদ করিতে হইবে; সকল আশঙ্কার বীজ পদদলিত করিতে হইবে; তবেই শান্তি, নিরুপদ্রবতা, স্বাধীনতা আসিবে।" পুনর্ব্বার তাঁহার মনে অনিত্য চিন্তা উদিত হইল। তিনি অধিকতর পরি-

স্ফুটভাবে সকল দ্রব্যের প্রবাহ দেখিতে পাইলেন, এই পৃথিবীর বাহ্যিক প্রকৃতি নিরীক্ষণে সমর্থ হইলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, এই পৃথিবীই যদি অনিত্য হয়, ভ্রান্তিময় হয়, তবে এই আমিত্বও মোহময়; ইহা ভ্রান্তি ব্যতীত কিছুই নহে। মৌংপে প্রশান্তভাবে হাসিতে লাগিলেন। এক অজ্ঞাত অনাবিলতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। এই অনিত্যের স্বরূপ জানিতে হইলে, দেহ পরিত্যাগ করা অপেক্ষা আর কি সুখকর থাকিতে পারে? "আমার নিকট পৃথিবী কিছুই নহে" এই কথা পুনঃ পুনঃ নিজ আত্মাকে জানাইতে পারা অপেক্ষা আর সুখকর কি আছে? অকস্মাৎ মৌংপে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিলেন—তিনি ক্রোড়স্থিত সর্পসহ নিদ্রাভিভূত হইলেন। যে ব্যক্তি আমিত্ব পরিহার করিয়াছে, সে ক্রোড়ে সর্প লইয়া নিশ্চিন্তে সুনিদ্রা ভোগ করিতে পারে।

মৌংপে স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, তিনি জাগ্রত হইয়াছেন। তাঁহার প্রথম চিন্তা হইল, তিনি কি জাগ্রত না স্বপ্ন দেখিতেছেন? তিনি গুহার চতুর্দ্দিকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। "এই ত শুষ্ক পত্রগুলি রহিয়াছে, গুহার

বহির্ভাগে ঐ ত ভিক্ষাপাত্র রহিয়াছে, আর আমার ক্রোড়ে সর্প নিদ্রা যাইতেছে।" তিনি যে মুহূর্ত্তে সর্পের দিকে চাহিলেন, সর্পও সেই মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল। ধীরে ধীরে সে পুনর্ব্বার মস্তকোত্তলন করিল। বোধ হইল যে সর্পটী ফুলিয়া পড়িয়াছে। সর্প তাঁহার মুখের দিকে জিভ বাহির করিল। মোংপে প্রশান্ত চিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কথা বলিতে যে সময় লাগে সর্পের দন্তগুলি তদপেক্ষা কম সময়ে আমার এই শরীরকে বিনষ্ট করিতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ কি? এই মুক্তি কি দেহান্ত নহে? ইহাতে ভীত হইবার কি আছে? যাহা মরিতে পারে, তাহা ত মরিয়াই গিয়াছে। আমি কি সৌভগ্যবান। আমি জীবন্মুক্ত হইবার আস্বাদ জাগ্রতাবস্থায় ভোগ করিতেছি। ধীরে, প্রশান্ত চিত্তে তিনি সর্পটীর উজ্জ্বল চক্ষুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যাহাকে তিনি সর্প মনে করিয়াছিলেন, সে সর্প নহে তাঁহার পুত্র,—তাঁহারই সুদর্শন, সুসজ্জিত পুত্র। পুত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। মোংপে কিন্তু পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই যে আমার ঔরসজাত পুত্র—এ কোথা হইতে আসিল, জানি

না; কোথায় যাইবে তাহাও জানি না। তাঁহার এই চিন্তা করিবার সময় সে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। সে বিস্তৃতি পাইতে পাইতে অদৃশ্য হইল। গুহা কুয়াসাপূর্ণ আলোকে ভরিল এবং অকস্মাৎ পদ্মা-সনাসীন, উজ্জ্বল স্বর্গীয় বস্ত্র-পরিহিত তথাগত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পদ্মাসন হইতে সমস্ত দেহই কুয়াসাচ্ছন্ন।

মৌংপে নির্ব্বিকার চিত্তে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কৈ আমাব ত আহ্লাদ হইতেছে না! কিন্তু আমি যে আমিত্ব ত্যাগ করিয়াছি। কিসে আশ্চর্য্যান্বিত হইব? কেন আহ্লাদিত হইব? এখানে আশ্চর্য্যান্বিত বা আহ্লাদিত হইবাব পাত্র নাই।

তাঁহাব এই চিন্তার সময় তথাগত বিলীন হইয়া গেলেন এবং মৌংপে দেখিতে পাইলেন যে, গুহামুখ দিযা প্রভাত সূর্য্যের কিবণ তাঁহার শবীরে আসিয়া পড়িতেছে। তিনি তাঁহার ক্রোড়ের দিকে চাহিলেন—ক্রোডশূন্য। মৌংপে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কি জাগ্রত আছেন, তাহা তিনি ঠিক যেন বুঝিতে পারিলেন না। বহির্দ্দেশে সেই ভিক্ষাপাত্র রহিয়াছে। ভাবিলেন,—"এখানে কি জন্য বসিয়া আছি? গাত্রোত্থান করিয়া ভিক্ষার জন্য বাহির হইবার সময হইয়াছে।" কিন্তু

তখনও তিনি নিজেকে নিদ্রাতুর বোধ করিতেছিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ভিক্ষাপাত্র গ্রহণোদ্দেশে পাত্র-সন্নিকটে গমন করিলেন। তখনও ইহা আহার্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। তৎপরে তিনি নত হইয়া ভিক্ষাপাত্রস্থ আহার্য্যের আঘ্রাণ লইলেন—আহার্য্য হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল! তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বাস্তবিকই সর্প আহার্য্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছে। সর্পে যাহা গ্রহণ করে, তাহাতে দুর্গন্ধ হয়। তিনি সযত্নে সমুদায় আহার্য্য নিক্ষেপ করিয়া, ভিক্ষাপাত্র হস্তে নতবদনে ধীরপদে তাঁহার প্রাত্যাহিক আহার্য্য-ভিক্ষার্থ নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

যে আমিত্ব পরিহার করিয়াছে, সে অমৃতেরও আকাঙ্ক্ষা করে না। তাহার জীবনের প্রতিও স্পৃহা নাই। সে ধীরভাবে এবং নির্ব্বিকার চিত্তে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে।

এই প্রকারে মৌংপে প্রকৃত সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন।

বুদ্ধের দন্তমন্দির

নির্ব্বাক্ নন্দ
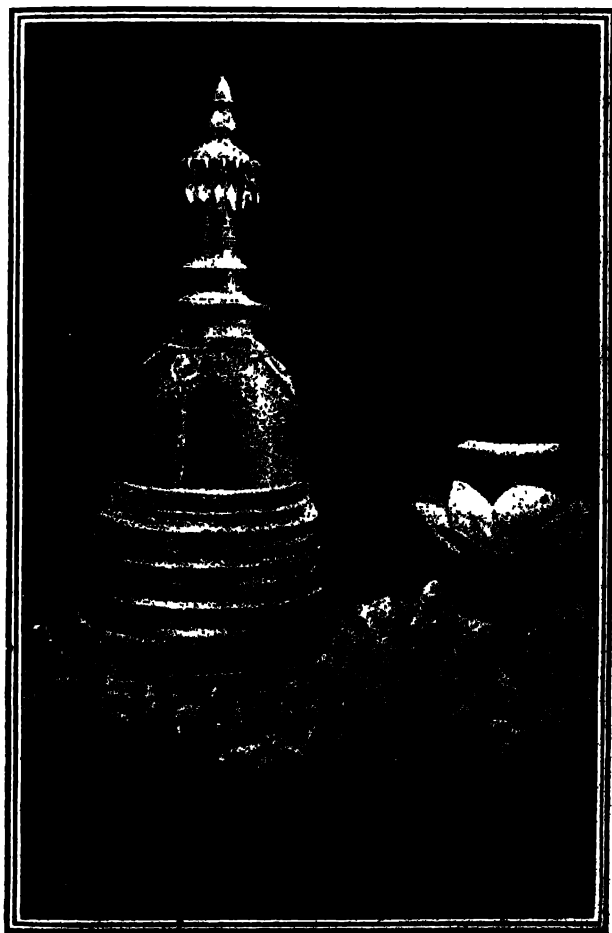
কান্দি নগরে বুদ্ধের দন্তমন্দিরের অনতিদূরে একজন বণিক্ বাস করিতেন। রাজপথে তাঁহার যে দোকান ছিল, তাহারই আয়ে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সাধারণ বণিকের ন্যায় তিনি প্রবঞ্চক ছিলেন না। সাধুতাই তাঁহার পথ-প্রদর্শক ছিল।

মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া তিনি তাঁহার পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "নন্দ! তোমার মাতৃদেবী ও ভগিনীদের দেহান্তর হইয়াছে; তাঁহারা ভিন্ন দেহ গ্রহণ করিয়াছেন। আমার দেহেরও লয় প্রাপ্ত হইবার সময় আসিয়াছে। আমার নির্ব্বাণের দেরী থাকিলেও, দেহান্তর পরিগ্রহণের সময় আসিয়াছে। আমার ধনরাশি দন্ত-মন্দিরে দান করিব, কি তোমার জন্য রাখিয়া যাইব, সে সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছি। কয়েক দিন পূর্ব্বে তোমার মতামত জিজ্ঞাসা করাতে, তুমি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছ। আমি এই সদুত্তরে প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি দানে কৃপণতা করিবে না। অধিকন্তু তুমি চিন্তাশীল। আমার সর্ব্বস্ব আমি তোমার হস্তেই ন্যস্ত করিব, ইহাতে তোমার অভাব থাকিবে না। তুমি ভগবানের ধ্যানে সময়াতিপাত করিতে পারিবে। অর্থাভাব হইলে ভগবানের

চিন্তা আইসে না। কিন্তু, আমার নিকট তোমার দুইটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। প্রথম, "যাহার নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহার নিকট কিছুই ক্লেশকর নহে"—সর্ব্বদা তুমি বুদ্ধের এই উপদেশ স্মরণ রাখিবে এবং দ্বিতীয়তঃ, "কোন স্ত্রীলোককে প্রশ্ন করিবে না।"

পুত্র জীবনব্যাপী এই দুই আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

পিতা বলিতে লাগিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব মন্দিরে দান করিলে, পুনর্জন্মে আমার সুবিধা হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া তোমাকে দান করিলাম বলিয়া, তোমাকে এই দুইটী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইল। তুমি অবগত আছ যে, মৃত্যুতে পিতাপুত্র বিভিন্ন হয় এবং আমাদের সঙ্গে কেবল আমাদের কর্ম্মফলই যাইয়া থাকে। তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, তাহা তুমি প্রতিপালন করিতে পার, অথবা অবহেলাও করিতে পার। আমি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আছি, তাহা তুমি পরিত্যাগ করিও। কর্ম্মফলেই আমি বিবাহ করিয়া সন্তানাদি লাভ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগের প্রতিপালনার্থই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু, কৃষিকার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কৃষিতেই লোকে সাধুতা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।"

পুত্র এই পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুত্র পিতার পারত্রিক কার্য্য যথোচিত সম্পন্ন করিলেন। জীবন অনিত্য জ্ঞানে পুত্র পিতার জন্য অধিক শোক করিলেন না। তৎপরে পিতার কারবার বিক্রয় করিয়া ক্ষুদ্র একটী গৃহ ও তৎসংলগ্ন ভূমি ক্রয় করিয়া একাকী বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একাকী থাকিয়া তিনি মনে করিতে লাগিলেন, "কি সুন্দর জীবন। যাহার নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহার নিকট কিছুই ক্লেশকর নহে।"

একদিন নল স্বীয় উদ্যানে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী দেখিতে পাইলেন। পক্ষীটীর অর্দ্ধেক উজ্জ্বল এবং অর্দ্ধেক কৃষ্ণবর্ণ। মনের আনন্দে সে নাচিতে লাগিল। নল তাহার আনন্দে আনন্দিত হইলেন, তাহার নৃত্যে প্রীতি লাভ করিলেন; তাহাকে বিরক্ত করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে পক্ষীটী উদ্যানের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া-ফিরিয়া আহার সন্ধান করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সে থাকিয়া থাকিয়া নলের দিকে নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল; কখনও বা সে ক্ষুদ্র শাখায় উপবেশন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল; ওষ্ঠ

দ্বারা নিজের শরীরের যতদূর পারে, ততদূব চুলকাইতে লাগিল। কোন সময়ে দক্ষিণ পক্ষ বিস্তৃত করিতে লাগিল, কোন সময় বাম পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাঁহাব দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে একবার তাহাব ডান পা, একবাব বাঁ পা উঁচু কবিয়া নিজেব মস্তক আঁচড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পবে সে উড়িয়া গেল।

পবদিন প্রাতে নল প্রশান্ত মনে নিজগৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিনেব ক্ষুদ্র পক্ষীটা আবাব আসিয়া পূর্ব্বদিনেবই ন্যায় নৃত্য ও আহারান্বেষণ কবিতেছে।

সপ্তাহের পব সপ্তাহ ধরিয়া সেই পক্ষীটী প্রাতঃকালে আসিয়া তাহাব নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। নলও উদ্যানে আসিয়াই প্রথমে পক্ষীটীব অনুসন্ধান করিতেন। পক্ষীটী উদ্যানের যে পার্শ্বে থাকিত, সে পার্শ্ব হইতে তিনি দূরে থাকিতেন; তাহাকে বিবক্ত করিতে তাঁহাব ইচ্ছা হইত না। পক্ষী অনেক সময় তাঁহার নিকটে গেলে, তিনি বলিতেন "দেখ! ইহাব কত সাহস।" অনেক সময়, তাহাকে বিরক্ত না করিবার জন্য তিনি গৃহে বসিয়া থাকিতেন।

এই প্রকারে কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল। একদিন পক্ষীটী আসিল না। নল অনেকক্ষণ তাহার জন্য বৃথা অপেক্ষা করিলেন। পরদিনও পক্ষীটী আসিল না—তৎপর

দিনও না। তখন নল বিমর্ষ হইলেন, আহারে আর তাঁহার রুচি হইল না। তাহার কি হইয়াছে? সে কি অধিকতর সুন্দর উদ্যান পাইয়াছে বলিয়া, এখানকার কথা বিস্মৃত হইয়াছে? কোন বাজ, কি সর্প তাহাকে নিহত করিয়াছে? সে কি জালবদ্ধ হইয়াছে? পাখীর এক বিপদের কথা ভাবিতে অন্য বিপদের কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল—সবই ক্লেশকর। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তিনি তাহাকে ভাল বাসিয়াছেন,—তাই তিনি এই ক্লেশ বোধ করিতেছেন।

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই জন্যই পরম-পূজ্য বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'যাহার নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহার নিকট কিছুই ক্লেশকর নহে।' আমাকে সাবধান হইতে হইবে। তথাপি তিনি সেই পক্ষীটীর জন্য প্রত্যহ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যে পক্ষীই তাঁহার উদ্যানে আসিত, তিনি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন,—যদি তাঁহার সেই পক্ষীটী হয়।

নল একদিন দেখিলেন যে, একটী চটক পক্ষী-মাতা তাহার শাবককে আহার দিতেছে। শাবকটী একটী ক্ষুদ্র শাখায় উপবিষ্ট, মাতা সন্নিকটে থাকিয়া শাবকের আহার-গ্রহণ লক্ষ্য করিতেছে। ধীরে ধীরে তাহার কণ্ঠে আহার্য্য প্রবেশ করিতেছে, আর মাতা

শঙ্কিতচিত্তে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। শাবক পুনঃ পুনঃ মাতৃদত্ত আহার গলাধঃকরণ করিতেছে—আর মাতা গলদেশে আহার্য্য দিতেছে।

নল চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য। মা নিজে আহার গ্রহণে বিরত থাকিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেছে না—সে শাবককে আহার্য্য তুলিয়া দিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে শাবক নির্ব্বিঘ্নে আহার করিতে পারে, তজ্জন্য শঙ্কিতচিত্তে লক্ষ্য করিতেছে। সে শাবককে বলিতেছে না, 'দুষ্ট শাবক। ওরূপ করিস্ না,' কি আশ্চর্য্য। সত্যই আশ্চর্য্য॥" এই দৃশ্যে তিনি চিন্তাকুল হইলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ স্নেহরসে পরিপূর্ণ হইল।

প্রাতঃকালে এই দৃশ্য দর্শন করার সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রিতেও তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন। "বিবাহ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করা অবৈধ। বিবাহ করিলেও আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারি। স্ত্রীকে স্নেহ ও সম্মান করা নিষিদ্ধ নহে; তবে আমি তাহাকে প্রশ্ন করিতে বিরত থাকিব।"

মন স্থির করিয়া তিনি পথিপার্শ্বস্থ নিজ গৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে,

তাঁহার অভিলষিত ভাবীপত্নী সেই পথেই গমন করিবে। সে নির্জ্জন পথে হয় ত কোন বৃদ্ধা বা কোন বৃদ্ধ বা বালক যাতায়াত করিত; তাহারা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে গমন করিত।

তখন তিনি দেখিলেন যে, দ্বারদেশে উপবিষ্ট থাকিয়া পত্নীলাভ করা সুদূর-পরাহত। তাই তিনি নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বভাবতঃই তিনি লাজুক ছিলেন, কোন স্ত্রীলোকের দিকে চাহিতেই তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন,—কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ত দূরের কথা।

নগরের প্রান্তদেশে তিনি নির্জ্জনে একখানি কুটীর দেখিলেন। কুটীরের বহির্দ্দেশে একটী বিবাহযোগ্যা বালিকা উপবিষ্টা ছিল। তাহার সম্মুখে একটু চিনি, খানিকটা মহিষশৃঙ্গ এবং একখণ্ড হস্তিদন্ত রহিয়াছে দেখিলেন।

নল বালিকা ও তাহার সম্মুখস্থ দ্রব্যগুলি দেখিয়া তাহার অর্থ-গ্রহণের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইলেও প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ওরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ কি?"

নল উত্তর করিলেন, "আমি প্রশ্ন করিতে অসমর্থ!"

বালিকা হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমি পিতার নিকট প্রতিশ্রুত।"

বালিকা এবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তাহা

হইলে তুমিই নির্ব্বাক নল?" বালিকা এবার তাহার হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কুন্দ দন্তপাতি দেখাইল।

নল তাহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অতি মাত্র ব্যগ্র হইলেও, জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। বালিকা বলিতে লাগিল, "লোকে বলে যে তুমি স্ত্রীলোককে কোন প্রশ্ন করিতে পার না। কিন্তু তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে বিবাহ করিবে? কোন স্ত্রীলোক তোমাকে গ্রহণ করিবে কি না, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিবে?"

নল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। বাস্তবিকই কি তাই? তিনি ত পূর্ব্বে এ বিষয়ে মোটেই চিন্তা করেন নাই। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বালিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বালিকা বলিতে লাগিল, "অত ভাবনার কারণ নাই। ঠিক মত স্থানে অনুসন্ধান করিলেই মনের মত স্ত্রী পাইবে। যাহা হউক, যখন তুমি কোন স্ত্রীলোককেই প্রশ্ন করিবে না, তখন আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উত্তর দিতেছি। আমার সম্মুখে যে দ্রব্য গুলি দেখিতেছ, তাহাদের অর্থ এই:—আমার যিনি স্বামী হইবেন, তাঁহাকে চিনির ন্যায় মিষ্ট হইতে হইবে, মহিষের শৃঙ্গের ন্যায় কঠিন হইতে হইবে এবং হস্তীর ন্যায় বলবান হইতে হইবে।"

সর্ব্বনাশ ! নল ভাবিলেন, সকল স্ত্রীলোকই যদি উপবিউক্তরূপ স্বামী চাহে, তাহা হইলে ত কোন স্ত্রীলোকেরই ভাগ্যে স্বামী যুটিবে না। না ! দেখিতেছি, নিকটে স্ত্রী পাওয়া যাইবে না। আমি বিবাহার্থিনী সকল বালিকাব নিকটই হাস্যাস্পদ হইব। দূর হোক, দূববর্ত্তী স্থানে যাইয়াই স্ত্রীব অনুসন্ধান কবিব।

অত্যন্ত চিন্তিত মনে নল গৃহ পবিত্যাগ কবিয়া পবিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। স্থিব করিলেন যতদিন পত্নীলাভ না ঘটে, ততদিন তিনি এইরূপে ভ্রমণ কবিবেন।

পর্য্যটন কবিতে কবিতে এক দিবস তিনি রাজপথ হইতে কিঞ্চিৎ দূববর্ত্তী একটী সুন্দর হ্রদ দেখিতে পাইলেন। হ্রদেব চাবিদিকে ফলবান বৃক্ষ সমূহ বহিয়াছে। তিনি হ্রদেব নিকটে যাইয়া কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন কবিবেন এমন সময় একটা আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন যে, একটী বয়স্কা কুমাবী বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। নল তৎক্ষণাৎ তাহাব সাহায্যার্থ যাইয়া দেখিলেন যে, তাহাব পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে উচ্চৈঃস্ববে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু, তথাপি পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে নল তাহাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। বেদনাকাতব বালিকার নিকট উহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। তাই সে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিল

না ; বলিল, "তুমি কথা কহিতেছ না কেন? কি করিয়া আমি গাছে চড়িয়াছি জান কি ?"

"না।"

"জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন ?"

"আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,—তাই কোন প্রশ্ন করিতে পারি না।"

"আশ্চর্য্য! যদি তুমি কোনখানে পথ-হারাইয়া যাও, তবে কি কর ?"

"আমি কোন স্ত্রীলোককে প্রশ্ন করিতে পারি না।"

"ওঃ, তাই বল! আচ্ছা, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিবে না, তখন আমিই বলিতেছি। আচ্ছা, তোমার নাম কি!"

"লোকে আমাকে নল বলিয়া জানে।"

"আর আমার নাম কথা। কথাই আমার ঠিক নাম নহে, উহা আমার ডাক-নাম। প্রবাদ এই যে, দিবাভাগে কোন কুমারী কোন বৃক্ষারোহণ করিয়া যদি সেই বৃক্ষের সমস্ত ফল খাইতে পারে, অথচ তাহাকে কোন পুরুষই দেখিতে পাইবে না—দেখিতেছ পুকুরে কত লোক স্নান করিতেছে—তাহা হইলে ফল ভোজনের পরেই যে পুরুষের সহিত তাহার দেখা হইবে, তাহার সহিতই তাহার বিবাহ হইবে। যদি কোন লোক তাহাকে দেখিতে পায়, তবে আর তাহাতে কোন ফল হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি শেষ ফলটী তুলিয়াছি, পেটে আর স্থান নাই—ঠিক সেই সময়েই

তোমাকে দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই ভীত হইয়া আমি গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম।"

"ভাবী দুঃখের বিষয়! কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! আমি ত তোমাকে বৃক্ষেব উপব থাকা অবস্থায় দেখি নাই—তুমি পড়িয়া গেলে আমি তোমাকে দেখিয়াছি।"

"ঠিক। তোমাব ভুল হয় নাই ত?"

"না ভুল হয় নাই। আমি ঠিক বলিতেছি।"

"আচ্ছা নল! পড়িবার সময় আমাব মাথা কি নীচেব দিকে ছিল?"

"খুব সম্ভব তাই হয়েছিল।"

"আচ্ছা, আমি কি নির্ব্বোধেব মত পড়িয়াছিলাম। মনে কবিয়া দেখ।"

"আমাব মনে নাই। তুমি হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছিলে।"

"আচ্ছা, ইতিপূর্ব্বে তুমি কোন বালিকাকে কি গাছ হইতে পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলে?"

"না, জীবনে কোন দিনও দেখি নাই।"

"আচ্ছা, যখন তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে, তাহাব পূর্ব্বেই যদি আমি গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া থাকি, তবে এখনও সব ঠিক হইতে পাবে। কিন্তু, আমি কি বোকা! যদি তুমি আমাকে গাছেব উপব নাই দেখিয়া থাক, তবে—!" কথায় সেই কিম্বদন্তীর কথা মনে পড়িল।

নল বলিলেন, "ঠিক, তাই ত!"

"আমি বাড়ী যাইব" বলিয়া কথা যেমন উঠিতে যাইবে, অমনি তাহার পায়ে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইল। "সর্ব্বনাশ! আমি কি করিয়া বাড়ী যাইব!"

নল উত্তর করিলেন, "আমি তোমাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইব?"

কথা হাসিয়া বলিল, "আমাদের বাড়ী অনেক দূরে। আচ্ছা, এক কাজ কর! রাস্তা পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া যাও, সেখানে যাইয়া আমি কোন গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিব।"

নল তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন—কথা ঝুলিয়া পড়িল।

"আমার গলা জড়াইয়া ধর—নতুবা আমি তোমাকে বহিতে পারিব না—"নলের এই কথা শুনিয়া কথা সেইরূপই করিল—এবং কি ভাবিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি।" নলও বলিয়া ফেলিলেন, "তাহা হইলে, কথা! তুমি আমাকে বিবাহ কর।"

কিন্তু কথা নিজ কথা ঘুরাইয়া বলিল, "আমাকে কত লোকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহা কি তুমি জান?"

নল বিমর্ষচিত্তে উত্তর করিলেন, "আমি সেই কিম্বদন্তীর কথাই ভাবিতেছিলাম।"

সেও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "উহা বালিকার খেলা
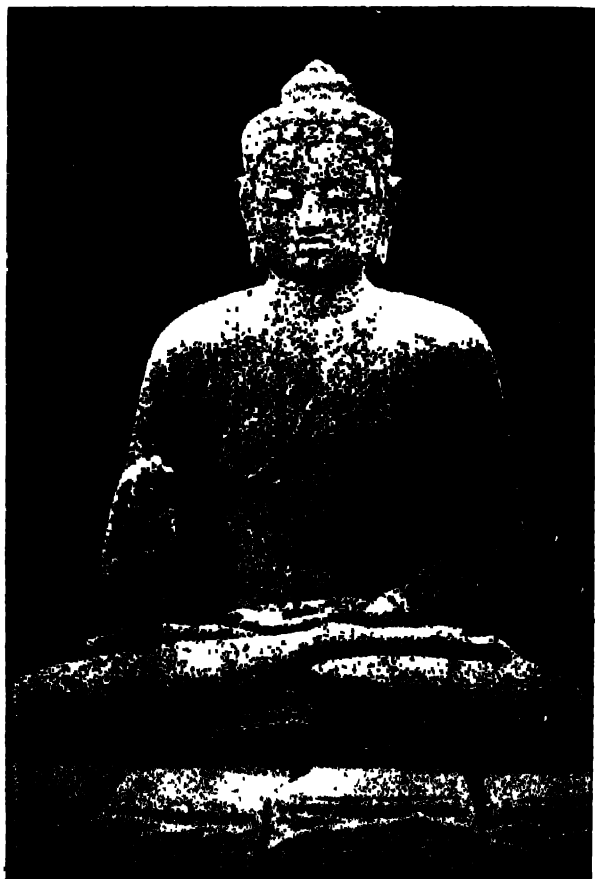
বুদ্ধ

মাত্র। গ্রামের সকল বালিকাই ঐরূপ করে। আমাকে গাছ হইতে পড়িতে দেখিয়াছ বলিয়া মনে করিও না যে, সব ঠিক হইয়া গিয়াছে।”

“যাহাই হউক, আমিই তোমাব স্বামী হইব।”

“হাঁ! যদি আমি গ্রহণ করি।”

“কিন্তু, তুমিত বলিলে যে তুমি আমাকে ভালবাস।”

“বেশ! আমাকে জিজ্ঞাসা না করিলে, আমি কেমন করিয়া তোমাকে বিবাহ কবিব ?”

“কিন্তু, কথা! আমি ত কোন স্ত্রীলোককেই কোন প্রশ্ন করিব না, কবিতেও পাবি না।”

“আচ্ছা, তোমাব বিবাহ হইলে, তোমাব স্ত্রী তোমাকে ভালবাসে কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে না ?”

“না কথা, তাহাও জিজ্ঞাসা কবিতে পাবিব না।”

কথা নলকে আর একটু দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধবিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, “এতক্ষণে বোধ হয় তুমি ক্লান্ত হইয়াছ ?”

নল উল্লাসেব সহিত প্রত্যুত্তব করিলেন, “একটুও না, কথা!”

এবাব কথাও সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, “আচ্ছা, তুমি যখন আমাকে কোন প্রশ্ন কবিবে না, তখন তোমাব দ্বারা আমি অন্য কায কবাইয়া লইব। এই স্থান হইতে যদি তুমি আমাকে আমার গ্রাম পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে কোন প্রশ্ন না করিলেও

আমি তোমাকে বিবাহ করিব এবং সেখানে পৌঁছিলে, আমি প্রীতিভবে তোমাকে চুম্বন করিব। কিন্তু, পথি-মধ্যে যদি তুমি আমাকে একবারও নামাও, তাহা হইলে আর তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে না। যদি তোমার নিকট আমি ভারী বোধ হই, আর-তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি না জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে সব গোল মিটিয়া যাইবে।”

এতক্ষণে পুকুরপার হইতে তাহারা রাজপথে পৌঁছিয়াছে। নল বলবান যুবক। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “অনায়াসেই আমি কথাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব। যদি এই সামান্য কার্য্যটুকুও না করিতে পারি, তবে জীবনব্যাপী পর্য্যটনেও আমি পত্নীলাভ করিতে পারিব না।” তাই তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, “বেশ কথা, তোমাকে গ্রাম পর্য্যন্ত আমি লইয়া যাইব।”

“না, না। ঐ বুদ্ধ-মূর্ত্তি পর্য্যন্ত লইয়া গেলেই হইবে। আমি তোমাকে দেখাইয়া দিব। গ্রামে মাত্র একটী বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে।”

“বেশ! কিন্তু আমারও কয়েকটী শর্ত্ত আছে।”

“কি কি?”

“প্রথমতঃ, তোমাকে একবার এখানে নামাইয়া রাখি।”

“বেশ।”

নল ধীরে ধীরে কথাকে সেইখানে নামাইয়া দিলেন।

"দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে অধিক ভার বোধ না হয়, তজ্জন্য তুমি আমাকে বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিবে।"

"আচ্ছা, নল। আমি ইহাতেও স্বীকৃত হইলাম।"

"তৃতীয়তঃ, রাস্তায় তুমি আমার সহিত একটী কথাও কহিতে পারিবে না। তুমি যদি 'টু' শব্দও কর, তৎক্ষণাৎ আমি তোমাকে নামাইয়া দিব।"

"বেশ। আমি এ প্রতিজ্ঞাও করিতেছি।"

নল মনে করিলেন, সব শর্ত্তগুলিই তিনি ঠিকমত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একটী ভুল করিয়াছিলেন— রাস্তা হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি কতদূর, তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

নল সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করিয়া কথাকে কোলে লইলেন। এবার কথা তাঁহাকে উত্তমরূপে জড়াইয়া ধরিল। নলের বক্ষের সহিত তাহার বক্ষ সম্মিলিত হইল। কথা জিজ্ঞাসা করিল, "এবার ঠিক হইয়াছে ত? অবশ্য এখনও তুমি হাঁটিতে আরম্ভ কর নাই, তাই আমি প্রশ্ন করিলাম।"

"বেশ কথা। এক্ষণে আমি রওনা হই।"

নল এই বলিয়া কথাকে কোলে লইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, জীবন ভরিয়া তিনি যেন এইরূপ ভারই বহন করিতে পারেন। তাঁহার বক্ষের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কথার বক্ষেরও স্পন্দন হইতে লাগিল।

কথার প্রশ্বাস তাঁহার গণ্ডদেশে অনুভূত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যে, জীবনে তিনি আর কখনও এমন সুখী হন নাই। নির্ব্বাক হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাব মনে হইতে লাগিল যে, বুদ্ধের শাসনেব 'যাহাব নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহাব নিকট কিছুই ক্লেশকব নহে' এই উপদেশেব কোন মূল্য নাই। বৃথাই ভগবান এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। এরূপ ভাব বহনে কি সুখ! ইহা হইতে কি ক্লেশ জন্মিতে পাবে? কিন্তু নলের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে বুঝি আর বিলম্ব হয় না।

দ্বিপ্রহব উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—বৌদ্রেব তাপ বড প্রখর। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই নলেব অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ হইতে লাগিল। তিনি ক্লান্ত হইলেন, তথাপি তিনি দৃঢ় পদে অগ্রসব হইতে লাগিলেন। কথা নির্ব্বাক হইয়া তাঁহাব বক্ষ-সংলগ্ন বহিল। নলেব গতি ক্রমে ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ কবিয়া কথাকে সেই কথাটী জিজ্ঞাসা কবেন।

নল মনে কবিতে লাগিলেন, "কথা কি কোন কথা কহিবে না? সে কি অদূবের পক্ষীটীব প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না? পথিমধ্যস্থ প্রস্তবে লাগিয়া যাহাতে পদস্খলন না হয়, তজ্জন্য কি কথা আমাকে সতর্ক করিবে না? আমার ক্লেশে ব্যথিত হইয়া সে কি আমাকে ছায়া-শীতল স্থানে যাইতে অনুরোধ করিবে

না ?" কিন্তু কথা কিছুই কবিল না,—সে কোন কথাই বলিল না। সে প্রস্তরেব ন্যায় নির্ব্বাক বহিল। এ দিকে নল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তাঁহাব কপোলদেশ হইতে, পবে সর্ব্বাঙ্গ হইতে অনর্গল ঘর্ম্ম বহিতে লাগিল। তাঁহাব ক্রোড়স্থ ভাব—এতক্ষণ যে ভাববহনকে তিনি স্বর্গসুখ মনে কবিতেছিলেন,—তাহা আব তাঁহাব নিকট প্রীতিদায়ক বহিল না। থাকিয়া থাকিয়া, তিনি কথাকে বক্ষ হইতে একটু একটু কবিয়া দূবে বাখিবাব বৃথা প্রয়াস পাইতেছিলেন। নল মনে-মনে বলিতে লাগিলেন, "কি একগুঁয়ে স্ত্রীলোক।"

কিন্তু কথাব খুব ভালই বোধ হইতেছিল। সেও মনে মনে ভাবিতেছিল, এ লোকটা কি একগুঁয়ে। ক্লান্তিতে এ মবমব হইয়াছে, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবিবে না। সময়ে আমি ইহাব একগুঁয়েমি ভাঙ্গিয়া দিবই দিব! কিন্তু, আজ যদি আমি পরাজয় স্বীকাব কবি, তবে, আমাকে বিবাহিত জীবনে প্রত্যহই পবাজয় স্বীকার কবিতে হইবে। যদি বুদ্ধমূর্ত্তি পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পাবে—ভালই—আমাব ত আর লোকসান নাই। নির্ব্বিবাদে সে নলেব বক্ষসংলগ্ন হইয়া বহিল,—নলেব ক্লান্তি সে উপভোগ কবিতেই লাগিল ;—নলেব শ্রান্তিজনিত নিঃশ্বাসে সে কোন রূপ অশান্তি বোধ করিল না।

কিন্তু, এ দিকে নল আর পারিয়া উঠিতেছিলেন না ;

গতি এবার বড় মন্থর হইয়া পড়িল ; নিঃশ্বাস দীর্ঘনিঃশ্বাসে পরিণত হইল। কথা নলের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তিনি বিবর্ণ হইয়াছেন ; চক্ষু দুটী যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে।

নলও, কথা যে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন। যাহা হউক, এতক্ষণে কথা নিশ্চয়ই তাঁহাকে থামিতে বলিবে। প্রকৃত পক্ষে কথা নলের মুখের দিকে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে চাহিতেছিল ; কিন্তু, তথাপি সে মনে করিল, নল যদি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নাই করেন, তবে সেই বা কেন ভঙ্গ করিবে ?

নল মনে করিলেন, "একি নৃশংস ব্যবহার।" তিনি আর পারিয়া উঠিতেছিলেন না। বুদ্ধমূর্ত্তির পদতলে যখন তিনি কথাকে নামাইয়া দিলেন, তখন তাঁহার পা কাঁপিতেছিল। তাঁহার মনে হইল; তিনি আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

কথা সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দিল ; সঙ্গে সঙ্গে চুম্বনের প্রত্যাশীও ছিল। সে দেশের এই রীতি। নল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর কথা।"

হাত দিয়া তিনি ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিলেন ; কিন্তু সে ঘর্ম্ম-প্রবাহ হাতে কুলাইল না ; তাই তিনি তাঁহার

উত্তরীয় ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। এ ঘাম মুছিতে নল বড় বিলম্ব করিতে লাগিলেন—ধীরে ধীরে এ ব্যাপার চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, বুদ্ধমূর্ত্তি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। কথা তাঁহার কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু কোন কথা বলিতেছিল না।

নলের ঘাম মুছা শেষ হইলে, ধীরে ধীরে তিনি কথাকে বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর। আমার মনে হইতেছে যে, যখন আমি তোমাকে দেখি, তখন তোমার পা বৃক্ষে সংলগ্ন ছিল। সুতরাং পুনর্ব্বার তোমার বৃক্ষে চড়িয়া ফল ভোজন করিতে হইবে।" এই বলিয়াই তিনি দ্রুতবেগে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গৃহে পৌছিয়া তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহ সন্নিকটস্থ সুবৃহৎ উপত্যকার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। উপত্যকার দূরস্থিত পর্ব্বতগুলি তাঁহার নিকট সমুদ্র-মধ্যস্থ জাহাজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রত্যহ তিনি সূর্য্যের উদয় ও অস্তাচলগমন দেখিতে লাগিলেন। একাকী নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাকে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে সাধু আখ্যা প্রদান করিল। আর কেহ যদি দুঃখ পাইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, হে ঠাকুর, আপনি কিরূপে এই নির্ব্বিকার চিত্ত লাভ করিয়াছেন?—

তাহা হইলে তিনি কেবল এই উত্তর দিতেন, "যাহার নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহার নিকট কিছুই ক্লেশকর নহে।" আর তাঁহার প্রশ্নকর্ত্তা পুরুষ হইলে তিনি বলিতেন, "কদাপি স্ত্রীলোককে কোন প্রশ্ন করিও না।"

এবম্প্রকারে, বিজ্ঞতা ও সাধুতার জন্য নলের খ্যাতি দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; আর, কাহারও যদি শোক তাপের জন্য জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তবে তিনি যেন নলের উপদেশ গ্রহণ করেন, কারণ নলের এই দুইটী উপদেশ অমূল্য।

আত্মোৎসর্গ

কলম্বো শহরের সন্নিকটে একটী গ্রামে ধীবরগণের বসতি ছিল। অধিকাংশই কুটীর বলিয়া ঐ গ্রামস্থ রেবতের বাটীখানি প্রাসাদতুল্য না হইলেও সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর বারান্দা ছিল এবং উন্মুক্ত দ্বারপথে গৃহসজ্জার শোভা ধীবর ও ধীবর-পত্নীগণের বিস্ময় উৎপাদন করিত।

রেবতের স্ত্রী বহুদিন পূর্ব্বে মৃতা হইয়াছিলেন—নিদর্শন-স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন একটী বালক ও বালিকা ;- তিনি আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার মৃতা স্ত্রী সুন্দরী না হইলেও স্বামীর মনোরঞ্জনে সমর্থা হইয়াছিলেন, সুতরাং স্ত্রীর অসময়ে মৃত্যুর বেদনা তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রেবতের মাতা বলিতেন, "সংসারে শান্তিই দৈনিক আহার, বাহ্যিক সৌন্দর্য্য সাময়িক মসলা মাত্র। বিবাহ জীবনব্যাপী ব্যাপার। নানা তরকারী না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু ভাত না হইলে চলে না। সংসারে শান্তি থাকিলে সকলে সুখে

থাকে—যেখানে সুখ সেখানেই সৌন্দর্য্য।”

কথাগুলি অমূল্য বলিয়া রেবতের মনে হইত। বিবাহিত জীবন তিনি কি সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন! তাঁহার স্ত্রী বাক্যে সংযতা ছিলেন, কার্য্যে লজ্জাশীলা ছিলেন—অথচ স্বামীর সুখোৎপাদনে বা ক্লেশ অপনয়নে কদাপি কৃপণতা করেন নাই। স্ত্রীর অকাল-মৃত্যু তাঁহার গভীর শোকের কারণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনিও স্ত্রীর প্রতি দয়ালু ছিলেন, সর্ব্বদা তাঁহার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকিতেন; তাই ধীরে ধীরে সে ক্ষত শুষ্ক হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেহ যদি মৃতের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা প্রদর্শন না করিয়া থাকে, তবেই আকস্মিক মৃত্যুর পর তজ্জন্য মনোকষ্ট হইয়া থাকে।

রেবত পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেন যে তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিতেন। ওরূপ বয়সে বিপত্নীক হইলে বিবাহ করাই স্বাভাবিক, এরূপ প্রবোধ তাঁহারা দিতেন, কিন্তু রেবত মনে করিতেন, কেন বন্ধুগণ এত তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন? এ বয়সে বিপত্নীক হইলে বিবাহ করাই সঙ্গত কেন? বয়সটা যেন একটা পরদা—তাহা দিয়া যেন সব ঢাকা যায়! স্বাভা-

বিক বলিয়া কি আমরা সকল কাজই পাবি ? হস্তী যেমন পথিমধ্যস্থ বংশকে নির্ম্মূল কবিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, মানুষের পক্ষেও ত সেরূপ অন্যকে নিধন করিয়া নিজের পথ প্রশস্ত করা সঙ্গত হইতে পাবে। আমাদেব কর্ত্তব্য কি—যাহা স্বাভাবিক তাহাই সকল ক্ষেত্রে সমীচান নহে। যাহা উত্তম তাহাই সকল ক্ষেত্রে সমীচীন নহে, বুদ্ধ যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই উত্তম। ভাবুকের পক্ষে মাত্র একটা উত্তম জিনিষ আছে—ত্যাগ।

কি জন্য আমবা বিবাহ কবিতে আসক্ত হই—ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা। পবে এই ইন্দ্রিয়-পবতন্ত্রতা দূব হয় এবং পবিবাব বৃদ্ধি পাইয়া সম্মান বৃদ্ধি হয়; ইহা কি নিজ নিজ গৌববেব বিষয় ? পবিবাববৃদ্ধি ও সঙ্গে-সঙ্গে সম্মানবৃদ্ধির জন্য কি কেহ বিবাহ কবে ? **ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা দমন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।**

তাই বৎসবেব পব বৎসর অতিবাহিত হইলেও তিনি আব বিবাহ করিলেন না। তিনি পুত্র কন্যাব প্রতি সাতিশয় অনুবক্ত ছিলেন, যাহাতে তাহাদেব মঙ্গল হয় তজ্জন্য অবিরত সচেষ্ট থাকিতেন। পুত্রেব নাম বাখিয়াছিলেন শীলানন্দ—বালিকার নাম ছিল অম্বা। অম্বা নাম নিম্নোক্ত কাবণে বাখা হইয়াছিল।

বেশ্বন্তেব স্ত্রী অত্যন্ত আম্র-ভক্ত ছিলেন। আম্রের সময়ে দ্বিপ্রহরে যখন তিনি নিদ্রিতা ছিলেন, তখন উদ্যান-

মধ্যস্থ বৃক্ষ হইতে একটী সুন্দর সুপক আম্র পতিত হয়। দাসী আম্রটী লইয়া অকস্মাৎ তাঁহার নিকটে উপনীত হইলে তিনি জাগরিতা হইয়া আম্রটী গ্রহণ করেন। সে সময়ে তিনি অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন এবং পরক্ষণেই বালিকার জন্ম হয়। তাই তাহার নাম রাখা হয় অম্বা। অম্বার জন্মের দুই বৎসর পরে শীলানন্দের জন্ম হয়।

বালক বাল্যকাল হইতে পিতার ন্যায় চিন্তাশীল; বালিকা মাতার ন্যায় ধীরা, শান্ত প্রকৃতির। বেবত বালককে কলম্বোর প্রধান বৌদ্ধ-বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি ইংরাজী স্কুলের পক্ষপাতী ছিলেন না। ইংরাজী স্কুলে বাস্তাগঠন, রেলওয়ে শিক্ষা এবং অন্যান্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাতে লোকের অভাব বৃদ্ধিই পায়—হ্রাস পায় না। তাঁহার এই মত হইলেও, পুত্র এই মতের বিরোধী ছিল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শীলানন্দ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী হইল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে যে ধ্যানশিক্ষা দেয়—তাহা তাহার ভাল লাগিত না। বিজ্ঞানের প্রতিই সে আকৃষ্ট হইল—বৈজ্ঞানিক তাহার শ্রদ্ধার পাত্র ছিল।

কলম্বোর বৌদ্ধ-স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বালক কলিকাতায় ইংরাজী স্কুলে পড়িতে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিল। পিতার নিকট এই প্রস্তাব অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইল। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা

ছিল যাহাতে বালক বৌদ্ধ-ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু পুত্রের প্রস্তাবে তিনি অসম্মত হইতে পারিলেন না। প্রস্তাব অসঙ্গত নহে—তিনি সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং, পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া তাঁহার পক্ষে কষ্টকর নহে। বিশেষতঃ, মৃতা স্ত্রীর কথা মনে করিয়া তিনি পুত্রকে সুসজ্জিত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন।

কলিকাতায় শীলানন্দ চারি বৎসর অতিবাহিত করিলেন। চারি বৎসর পরে শীলানন্দ পিতাকে জানাইলেন যে তাঁহার পাঠাভ্যাস একরূপ শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তিনি এ সম্বন্ধে পিতার অভিমত চাহিয়াছেন।

পিতা উত্তর দিলেন, "প্রিয়তম পুত্র! কেহ-বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা অন্য কিছু বলিয়া পরিচয় দিলে কিছুই যায়-আসে না। কিন্তু, মানুষ যাহাতে তৃপ্ত থাকে এবং শান্তি ভোগ করিতে পারে, তাহাই দেখা আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই নাই। তুমি যদি মনে কর যে, খৃষ্টানদের দেবতা তথাগত অপেক্ষা অধিক শান্তি দিতে পারেন, উত্তম। আমি খৃষ্টানদের দেবতাকে জানি না—তাঁহাকে জানিবার কোন আবশ্যকতাও দেখি না—কারণ আমার বুদ্ধের ধর্ম্মে

আমি যাহা চাই তাহা পাই। সকল ধর্ম্মেই যে ভাল হও শিক্ষা দেয়, ইহা জানি এবং এ বিষয়ে সকল ধর্ম্মেরই এক মত। তবে আমার বলা আবশ্যক যে, আমার ধর্ম্মে ভাল হইবার যেরূপ প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করে, অন্য কোন ধর্ম্মে তাহা করে না। তজ্জন্য আমি তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত এবং তোমার জন্য চিন্তাকুল হইয়াছি; কিন্তু, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং থাকিবে।”

পুত্র এই পত্র পাঠ করিলেন; হর্ষ ও বিষাদ যুগপৎ তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। যখন কেহ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি নবধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে এবং আবশ্যক হইলে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু পিতার ঔদাস্যে শীলানন্দের কিছুই করিতে হইল না। পিতা তাঁহার পথ অত্যন্ত সরল করিয়া দিয়াছেন।

পাঠাভ্যাস শেষ হইলে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কলিকাতায় তাঁহার খৃষ্টীয় শিক্ষকগণ তাঁহার স্বদেশস্থ খৃষ্টীয় প্রচারকগণের নিকট সুপারিশ পত্র দিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার নূতন-ধর্ম্মাবলম্বী বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহার প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের জনসাধারণকে উন্নত করিবার অত্যন্ত

আবশ্যকতা হইয়াছে এবং খৃষ্ট-ধর্ম্মের দ্বারা ইহা অতি সহজে সাধিত হইতে পারে। শীলানন্দের চিত্ত সহজেই এই সকল কথায় আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শীলানন্দ পিতৃগৃহে এক বৎসর বাস করিলেন,—এ সময়ে তাঁহার স্বদেশবাসীগণকে উন্নত করা এবং তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইয়াছিল। তাঁহার চিত্ত এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়াতে মধ্যে মধ্যে পিতাপুত্রে বাদানুবাদ হইত। ফলে একটু একটু করিয়া মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। রেবত পুত্রের কার্য্যাবলী অনুমোদন করিতেন না। ধর্ম্ম তাঁহার নিকট অবশ্য সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইত; কিন্তু প্রকাশ্যে ধর্ম্মকে "প্রদর্শনী" রূপে পরিগণিত করিতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মকে সম্মান করে ও অপরের ধর্ম্মকে আঘাত না করে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার মনে হইত। এজন্য খৃষ্টীয় মিশনারীদের ধর্ম্ম তাঁহার নিকট একটি অসংস্কৃত সম্মার্জ্জনী বলিয়া মনে হইত; এই জন্যই তিনি এই ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন এবং এই ধর্ম্মের স্বপক্ষে পুত্রের কার্য্যাবলী হেয় বলিয়া গণ্য করিতেন। কিন্তু, তিনি মনে করিতেন যে, পুত্রের কার্য্যাবলীর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই; ইহার জন্য সেই একমাত্র দায়ী, অন্য কেহ নহে।

একদিন সন্ধ্যাকালে পিতাপুত্র গৃহের সম্মুখে সুখাসনে আসীন ছিলেন। তদ্দেশীয় প্রথানুসারে পিতা মাত্র একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন—পায়ে চটীজুতা ছিল, এতদ্ব্যতীত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত ছিল। পুত্র বিলাতী কায়দায় পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সুশোভিত ছিলেন। পিতা চিন্তাকুল চিত্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। পুত্র লণ্ডন হইতে প্রেরিত এবং তত্রস্থ মিশনারী রেভারেণ্ড ষ্টীভেন্‌সন্ দত্ত একখানি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিলেন।

শীলানন্দ সংবাদপত্রখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন। বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, শিল্পসংক্রান্ত বিষয়গুলি পাঠ করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিলেন না; একে একে বিজ্ঞাপনসমূহও তিনি পাঠ করিলেন। তন্মধ্যস্থ বিষয়গুলি কত অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সমূহের সংবাদ দিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনোমধ্যে কত চিন্তা উদ্ভূত হইতেছিল। কেন, না জানি বিলাত কি রকম? শিক্ষায় কত সমুন্নত? তাঁহার স্বজাতীয় সিংহলীগণ কি কোন দিন ইংরাজগণের সমকক্ষ হইতে পারিবে? তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তিনি যেন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কার্য্য করেন—কিছু না কিছু করিতেই হইবে। তাঁহার দৃষ্টি তাম্বুল-চর্ব্বণে রত পিতার প্রতি পতিত হইল। সূর্য্য অস্তাচলে যাইতেছেন; সন্ধ্যাকাশে কত রং-বেরং খেলা করিতেছে; সন্ধ্যা সমীরণ শরীর শীতল

করিয়া দিতেছে; চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুগন্ধ; রাজ-পথে সুন্দর সুন্দর বালকবালিকাগণ ক্রীড়া করিতেছে; স্ত্রীলোকেরা হাসিতে হাসিতে জল আনিতে কূপসান্নিধ্যে যাইতেছে কিন্তু শীলানন্দের মনে হইল যে, পিতার চক্ষে সৌন্দর্য্য বলিয়া কিছু নাই।

কতকক্ষণ শীলানন্দ দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন; অবশেষে তাঁহার চক্ষুতে ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল—তিনি পুনর্ব্বার সংবাদপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এবার নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—"মাদাম—চুল ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।" শীলানন্দের মনে হইতে লাগিল—শ্বেতদেশবাসিনী স্ত্রীলোকগুলির কি শক্তি!

তিনি আবার পড়িতে লাগিলেন,—"উচ্চান্তঃকরণ-বিশিষ্টা, সুশিক্ষিতা যুবতী তদ্রূপ উচ্চান্তঃকরণের সুশিক্ষিত যুবকের সহিত বিবাহিতা হইবার জন্য পত্র-বিনিময়ে ইচ্ছুক।" এই বিজ্ঞাপনটী তিনি দুইবার তিনবার পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন! "কি পৃথিবী! এরূপ স্ত্রীলোকের স্বামী হইয়া, তাহার সহযোগিতা করিয়া কার্য্য করা, পরের দুঃখ দূর করা, কি সুন্দর!" তিনি পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কলিকাতা হইতে বাটী প্রত্যাগমন কালে তাঞ্জোর রেলষ্টেসনে একটী কৃষক ও কৃষকপত্নীকে

দেখিলাম। কৃষকটীর হস্তে কেবল একখানি যষ্টি, কৃষক-পত্নীর ক্রোড়ে সন্তান এবং মস্তকে এক প্রকাণ্ড বোঝা; উহাই উভয়েব যথাসর্ব্বস্ব। স্ত্রীলোকটী বোঝাব ভাবে এরূপ ক্লিষ্টা হইতেছিল যে, সে আর চলিতে পারিতেছিল না, কিন্তু তথাপি সে ক্রোড়স্থ শিশুকে আদর কবিতে বিরতা হইতেছিল না। অতি কষ্টে সে ষ্টেসনে পৌঁছিল। পুরুষটী এ দিকে দৃষ্টিপাতও কবিতেছিল না—তাহাব সহিত যেন উহাব কোন সম্পর্কই ছিল না। এ দৃশ্য দেখিয়া আমি আব স্থিব থাকিতে পারিলাম না। আমি লোকটার নিকটে যাইয়া ধীবভাবে বলিলাম "স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে।" সে কোন উত্তবই দিল না। আমি বলিতে লাগিলাম, "তোমার স্ত্রীব মস্তকে এরূপ বোঝা চাপান তোমার উচিত হয় নাই।" সে তাচ্ছিল্য সহকাবে উত্তব কবিল, ইহা উহারই কর্ম্ম। আমি এ উত্তর আর সহ্য করিতে পারিলাম না। চীৎকাব কবিয়া বলিলাম, "তুমি মানুষ না পশু? নিজের স্ত্রীর সহিত কি এরূপ ব্যবহার কবিতে হয়?"

বৃদ্ধ ধীরভাবে এতক্ষণ শীলানন্দেব কথা শুনিতে-ছিলেন। তিনি সংবাদপত্র পাঠ ভাল বাসিতেন না সুতরাং শীলানন্দ যখন সংবাদপত্র পাঠে ব্যাপৃত ছিলেন, তখনই তিনি বিরক্তি বোধ কবিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি নিশ্চিতই

জান যে, স্ত্রীলোকটী কৃষকের পত্নী?" "আশ্চর্য্য! সে কি অন্য কিছু হইতে পারে? বিশেষতঃ, স্ত্রীই হউক কি অপব কেহই হউক, তাহাতে কি যায় আসে?" "ঠিক—কিন্তু, তোমার কথায় কি কোন ফল হইয়াছিল?" "ফল? আপনাব কথা বুঝিতেছি না। আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন কবিয়াছিলাম মাত্র।" "প্রকৃতই কি তুমি মনে করিয়াছিলে যে, একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে পশু বলা তোমাব কর্ত্তব্যোচিত হইয়াছিল?"

পুত্র আসন ত্যাগ কবিয়া বলিলেন, "আপনাব সহিত এ সকল বিষয়ে তর্ক কবাই বৃথা। আপনি কি বুঝিতে—?" "ভাল! ভাল! তথাপি আমার জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তোমাব এরূপ ব্যবহারেব ফল কি হইয়াছিল?" "সে লোকটা আমাব কথা শুনিয়া তাহাব স্ত্রীকে, এরূপ ধাক্কা দিল যে, স্ত্রীলোকটী কক্ষের অপব প্রান্তে পড়িয়া গেল। অত্যন্ত বিসদৃশ। কর্ত্তৃপক্ষেব এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য বাখা একান্ত আবশ্যক।"

"কর্ত্তৃপক্ষ বাজ্যশাসনই করিবেন,—নৈতিক উন্নতির দিকে দেখিবাব তাঁহাদেব কোন আবশ্যকতা নাই।"

"মনুষ্য ত দূরের কথা—পশুব প্রতিও ইহাপেক্ষা ভাল ভাবে ব্যবহাব করা হয়।"

"বৎস! মানুষকে মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা দেয়। বড় হইলে

ইহা আরও ভাল ভাবে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু আর একবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তুমি কি কাহারও কোন উপকার করিয়াছিলে ?"

শীলানন্দ ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "তুমি লোকটীকে শিক্ষা দিবে ইচ্ছা করিয়াছিলে; কিন্তু ফল হইয়াছিল বিপরীত। অধিকন্তু, তুমি স্ত্রীলোকটীর সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলে—এ ক্ষেত্রেও ফল বিপরীত হইয়াছিল। তুমি তৃতীয় ব্যক্তি—তোমার অন্তঃকরণে বিরক্তি ও ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল অর্থাৎ তুমি ব্যথিত হইয়া একজনকে পশু বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলে কিন্তু তাহার ত কোন মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না—অবশ্য তাহার শিক্ষার অভাব হেতুই এই হইয়াছিল। তোমার কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা দূষণীয় হইল যে, সে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ হইতে ইচ্ছাকৃত অপরাধে অপরাধী হইল। অর্থাৎ তুমি তোমারই একজন ভাইয়ের অসন্তোষ জন্মাইয়াছিলে।"

শীলানন্দ ঘৃণাভরে হাস্য করিলেন; "আপনি কি বলিতে চাহেন যে, সেই বর্ব্বর কৃষক তাহার স্ত্রীকে আঘাত করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিল!" "আমি তোমাকে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, অপরের সহিত তোমার কি সম্পর্ক? নিজের দিকে দৃষ্টিপাত কর। নিজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টা দেখ। তোমার একটী

ভুল হইয়াছে। তোমা অপেক্ষা একজন বেশী ভুল করিয়াছে ইহা তাহাকে জানিতে দিয়া তোমার কি লাভ হয়? যখন তোমাব ক্ষুধাব উদ্রেক হয়, তখন অপর কেহ তোমা অপেক্ষা অধিক ক্ষুধার্ত্ত, এ চিন্তায় কি কোন লাভ হয়? মানুষ যদি অপরের ক্লেশেব কথা ভুলিয়া নিজের ক্লেশেব বিষয়ই চিন্তা কবিত, তবে পৃথিবী অধিক সুখকব হইত!"

"আপনি যাহাই বলুন, আমি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে শিক্ষা দেয় যে, অপবের উপকাব কবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অপরেব জন্য ত্যাগ স্বীকাবই কর্ত্তব্য, অপবেব হিত চিন্তায় নিজেব কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়াই চবম কর্ত্তব্য। ভালবাসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আব নাই।"

"পৃথিবীতে ভালবাসাপেক্ষা দ্বিধাব-বিশিষ্ট শব্দ আব নাই। ভালবাসাব উপব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হউক। ইহা বালিব উপব প্রতিষ্ঠিত—ইহা বামধনুব উপর নির্ম্মিত। ভালবাসাকে কদলীবৃক্ষেব ডালের ন্যায় মনে হয়, উহা দিয়া কি শক্ত যষ্টি নির্ম্মাণ করা যাইতে পাবে? কিন্তু, যদি তুমি উহা নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্রতী হও, তখন উহা যে এ কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তাহা তুমি বুঝিতে পাবিবে। এ আয়াসেব জন্য তোমাব কিছুই লাভ হয় না।"

"আচ্ছা, আপনি এমন কি কোন বৃক্ষের নাম করিতে পারেন যাহাদ্বাবা অপেক্ষাকৃত ভাল যষ্টি প্রস্তুত হইতে পারে?"

"আছে বৈকি বৎস! জ্ঞান-বৃক্ষ! পৃথিবীর লোকে জ্ঞান শব্দে যে অর্থ বোঝে, সে জ্ঞান নহে; আমাদের বুদ্ধদেব জ্ঞানদ্বারা যে শিক্ষা দিয়াছেন সেই বৃক্ষ। সকল জিনিষই অনিত্য, সকল জিনিষই ক্লেশকর এবং সকল জিনিষই আত্মাহীন। এই জ্ঞান আমাদের অন্তর হইতে অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে—ইহা আমাদের বল দেয়—আমাদের রক্ষা করে।"

"আমি এ সকল সূত্র বেশ অবগত আছি—কিন্তু এগুলি পৃথিবীতে কোন উপকার প্রদর্শন করে না।"

"ইহার কারণ আর কিছুই নহে; তুমি সূত্রসমূহ কেবল কণ্ঠস্থই করিয়াছ; সেগুলি প্রয়োগ করিতে শিক্ষা কর নাই।"

"সকলেই যদি আপনার ন্যায় নিজের জন্যই চিন্তা করে, তাহা হইলে পৃথিবীর কি হইবে? পৃথিবীর উন্নতি কি করিয়া হইবে? সকলের উন্নতির চেষ্টাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য—বিবর্ত্তনের এই-ই উদ্দেশ্য।"

বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া মুখ হইতে পান ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "তুমি কি প্রকৃত তাহাই মনে কর? আমি মনে করি যে, প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইতেছে যাহাতে নিজের ধর্ম্ম ও নৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যদি পৃথিবীর যত্ন লইলে ইহা বৃদ্ধি পায়, ভাল। তিনি সেই ভাবেই চেষ্টা করুন। আমার

মনে হয় যে, যখন কেহ অনির্দ্দিষ্ট ফললাভের জন্য চেষ্টিত হয়, সে যেন নিজের পথ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়। সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্য মানুষকে আমিত্বের দিকেই লইয়া যায়। প্রত্যেকে সেই স্থান হইতে কার্য্য করিতে থাকুন—পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হইবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মঙ্গল সাধন করুন—তাহা হইলে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হইবে।”

পুত্র এ কথাগুলি ঘৃণার সহিত শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। পিতা বলিতে লাগিলেন, “আমি বুঝিতে পারিতেছি তুমি কোন্ জালে আবদ্ধ হইয়াছ। এক্ষেত্রে, একজন যত অগ্রবর্ত্তী হয়, ততই অধিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এখানে, কেবল পরাজয়ে জয় লাভ করা যায়। তুমি কি প্রকৃতই বিশ্বাস কর যে, পৃথিবীর একটা ধারাবাহিক উন্নতি আছে? তোমরা কিছুতেই মনে করিতে পার না যে, উন্নতি বাহ্যিক নহে, উন্নতি আন্তরিক। বুদ্ধ-চিন্তায়ই প্রকৃত উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হওয়া যায়। যে জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা নৈতিক উন্নতি হয় এবং যে চিন্তায় আমিত্ব পরিবর্জ্জন করা যায়, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।”

“যদি সকলেই মনে রাখে যে চিন্তা দ্বারা আমিত্বের

পরিবর্জ্জনই শ্রেষ্ঠ, তবে পৃথিবীব পক্ষে উহা বড় দূষণীয় হইবে।"

"তোমার অজ্ঞতা, এই কথায় প্রকটিত হইতেছে। প্রাচীনেরা যে স্বর্ণযুগেব কথা বলিতেন, ববং সেই যুগেব পুনবাগমনই ভাল। যাহাহউক, তুমি দুঃখিত হইও না; চিন্তাস্রোতকে গভীরতম আত্মোন্নতির দিকে প্রবাহিত করিতে এবং নিজেকে চিনিতে খুব কম লোকই পাবে। ফলে, তুমি যে পৃথিবীব উন্নতির জন্য সচেষ্ট, তাহা ভাল ভাবেই চলিবে।"

"তাহা হইলে আপনি মনে করেন যে, আত্মোন্নতি অপেক্ষা অন্য কোনরূপ সেবা দ্বারা কেহ পৃথিবীর অধিকতব উপকার করিতে পারে না?"

"আত্মোন্নতি চুপচাপ কবিয়া সংঘটিত হইতে পাবে না। দিবাবাত্র ইহাব জন্য পরিশ্রম কবিতে হইবে এবং যখন কেহ নিজেকে প্রকৃতই জিজ্ঞাসা করিতে পারে, 'আমার কতদূর হইল?' এবং বুঝিতে পাবে যে, 'কিছুই হয় নাই', তখন উন্নতির জন্য এরূপ ভাবে পরিশ্রম কবিতে হইবে যে, শরীরেব প্রত্যেক লোমকূপ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইবে। এবং এরূপ ব্যক্তি যেরূপ দক্ষিণে বা বামে কোনদিকেই চাহিবে না—কেবল আত্মোন্নতিব দিকেই চাহিবে—তদ্রূপ যখন তুমি তোমার নিজের অবস্থা বুঝিবে তখন

তুমিও কোন দিকে চাহিবে না এবং পৃথিবীর কি হইবে, এরূপ প্রশ্ন তুমি কখনও করিবে না।”

“কখনই নয়। জনসেবাই আমার নিকট চিরকাল প্রধান কর্ত্তব্য এবং প্রধান পুরস্কার বলিয়া পরিগণিত হইবে। হয়ত ঘটনাবলী আপনাকে প্রমাণ দিবে যে, আমার পন্থা আপনার পন্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”

“বৎস! তুমি এখনও যুবকমাত্র।”

এই সময়ে রেবতের কন্যা শীলানন্দের ভগিনী, তথায় উপস্থিত হইয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “পিতা! খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের জন্য একজন চাঁদা চাহিতে আসিয়াছেন।”

পিতা উত্তর করিলেন “তুমি ত জান! যাহা হয় কিছু দিয়া দাও।”

বালিকা প্রস্থান করিলেন। শীলানন্দ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। দানে যে পুণ্য হয়, পিতার এই অগাধ বিশ্বাসের জন্য পিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু, পরক্ষণেই, বিরক্তির স্বরে তিনি পিতাকে বলিলেন, “আপনি খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণকে ঘৃণা করেন, তথাপি আপনি কেন দান করেন? মনে মনে প্রচারকগণ এবং তাহাদের কার্য্যাবলীকে ঘৃণা করিলেও আপনি উহাদিগকে দান করেন। বুদ্ধের আদেশ যাহাতে অমান্য না করা

হয় তজ্জন্যই আপনি দান করেন। আপনি এরূপ কার্য্যকে ভালবাসেন না, তথাপি দান করেন। কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দান না করিলে কোন দানেই ফল হয় না।”

“তোমার পিতাব প্রতি তুমি বড়ই অবিচার করিতেছ। আমি দান করিতে আজন্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার কথা অবশ্য ঠিক—আমি শ্রদ্ধাব সহিত দান করি নাই; নিজের প্রকৃষ্ট পন্থাব দিকে দৃষ্টি করিয়াই দান কবিয়াছি। পুণ্যার্জ্জনের এরূপ্ উপায় আর নাই। আমার অবস্থানুযায়ী যখন দান করি, তখন কাহাকে দান করি বা কাহার জন্য করি, তাহা আমি চিন্তা করি না। তুমি যদি প্রকৃতই মনে কব যে, দানেব সহিত প্রবৃত্তিব ঘোরতর সম্পর্ক, তাহা হইলে তোমার মতে যে কার্য্য ভাল, তুমি সেই কার্য্যের জন্যই কেবল দান করিবে। কিন্তু কোন্ কার্য্য উত্তম এবং কোন্ কার্য্য মন্দ, তাহার পরীক্ষা কি প্রকারে হইতে পারে? তুমি কি করিয়া বুঝিতে পার যে, কোন কার্য্য প্রকৃতই ভাল—অথবা উত্তমের আবরণে যাহা রহিয়াছে তাহা মন্দ বই কিছুই নহে? আজ একজনকে দিতে যাইয়া তুমি যদি অধিকতর উপযুক্ত প্রার্থীকে নিরাশ কর, তবে? আমিত্ব পরিত্যাগ করিলেই, দিঙ্‌নির্ণয়-পরিত্যক্ত জাহাজের ন্যায় হইতে হইবে।”

বৃদ্ধ ক্ষণকাল চুপ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,

"এ কথা সত্য যে, আমি খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারকগণের কার্য্যাবলীর প্রতি অনুরক্ত নই; কিন্তু, ইহার কারণ এই যে, তথাগত যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি এখনও ততদূর উচ্চে উঠিতে পারি নাই। আমি যদি তেমন উচ্চে উঠিতে পারিতাম, তবে আমার পক্ষে পৃথিবীর কিছুরই প্রতি ঘৃণা থাকিত না।"

শীলানন্দ কিছুক্ষণ পরে সেস্থান ত্যাগ করিলেন—তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, যে পিতা চিরদিন তাহাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়াছেন—তাঁহার মনে তিনি অনর্থক কষ্ট দিয়াছেন।

শীলানন্দ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রচারকগণের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রচারক ষ্টীভেন্‌সন্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে মিশনকর্ত্তৃক কতকগুলি গুরুতর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল। অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই কেলানী নামক স্থানে খৃষ্টধর্ম্মে-দীক্ষিত তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছিল,—উদ্দেশ্য যাহাতে তাহারা তাহাদের পূর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীগণ হইতে দূরে থাকে। ইতিপূর্ব্বে, ইহারা স্ব স্ব কুটীরেই বাস করিত—কেবল কলম্বো হইতে খৃষ্টীয় প্রচারকগণ মধ্যে মধ্যে ইহাদের নিকটে আসিতেন। কিন্তু, সম্প্রতি কুক্ নামক একজন বণিক্ এই সকল

নব-দীক্ষিত লোকগণের বাসের জন্য গৃহ, ভূমি ইত্যাদি দান করিয়াছেন এবং ষ্টীভেন্‌সন্‌ প্রচারকগণের কর্ত্তাস্বরূপ স্থির করিয়াছেন যে, শীলানন্দই অধ্যক্ষরূপে ইহাদের সহিত বাস করিবেন।

শীলানন্দ মিশন-গৃহে উপস্থিত হইলে যে কক্ষে প্রচারকবৃন্দ সমবেত হইয়াছিলেন, তথায় নীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ষ্টীভেন্‌সন্‌ বলিলেন, "বন্ধো! আমরা সকলে একবাক্যে স্থির করিয়াছি যে, নূতন উপনিবেশ তোমারই কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষিত হইবে। তুমি কি এ ব্রত গ্রহণে প্রস্তুত আছ?"

"আপনি ত জানেন যে, এরূপ কার্য্যের জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

ষ্টীভেন্‌সন্‌ বলিয়া উঠিলেন, "আমি তাহা জানি—বিশেষরূপেই জানি। অবশ্য তোমাকে ইহাও বলা উচিত যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে—অন্ততঃ এক্ষণে, তোমাকে কোন বেতন দিবার সাধ্য আমাদের নাই।"

"বলিতে কি—বেতন দিলে আমি এ কার্য্য গ্রহণ করিতাম না।"

"উত্তম! অবশ্য তুমি শুনিয়া থাকিবে যে, কুক্‌ সাহেব এজন্য কিছু টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত। একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইবে এবং অশিক্ষিতগণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ

যে, ঈশ্বরেচ্ছায় এবং তাঁহাব শুভাশীর্ব্বাদে তোমার সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র প্রসাবিত কবা হইল এবং তুমি যে ইহাব ফল লাভে সিদ্ধকাম হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

শীলানন্দ বাক্যে কিছু বলিতে পারিলেন না—কিন্তু ষ্টীভেন্‌সনেব বাক্যেব উত্তব শীলানন্দের দীপ্তিমান চক্ষু হইতে বেশ বোঝা যাইতে লাগিল।

ষ্টীভেন্‌সন্ বলিতে লাগিলেন, "প্রত্যহ তুমি ঐ স্থানে যাইয়া সকল কার্য্যেব তত্ত্বাবধান কবিয়া, সকলকে শিক্ষা দিবে, উৎসাহিত কবিবে। গৃহনির্ম্মাণ শেষ হইলে তুমি ঐ গৃহেই বাস কবিতে থাকিবে এবং যাহাতে তোমাব শিষ্য-গণের সহিত তোমাব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য স্থায়ী ভাবেই বাস কবিবে। আমি তোমাকে সাদবে আহ্বান কবিতেছি।" কথা সমাপ্তিব সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীভেন্‌সন্ সাহেব হস্ত প্রসারিত কবিলে আবেগভবে শীলানন্দ সেই প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিলেন।

সেক্রেটাবী রস্ সাহেব এতক্ষণ চুপ কবিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি কথা বলিতে লাগিলেন। "দেখুন, মিষ্টার শীলানন্দ! আপনি মনে করিবেন না যে, আপনার সম্বন্ধে আমবা প্রকৃতই একমত। অন্যান্য কয়েকটী ব্যক্তির নামও বিবেচিত হইয়াছিল। গির্জ্জার কেরাণী মিঃ ক্লার্কেব কথাও আমরা মনে করিয়াছিলাম। ক্লার্কের একটী বিশেষ

গুণের কথা এই যে, ক্লার্ক শ্বেতদ্বীপবাসী।" রস্ সাহেব কথা বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র ষ্টীভেন্‌সন্ ইতঃস্ততঃ করিতেছিলেন। শীলানন্দ রসের কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন। রস্ বলিতে লাগিলেন, "অবশ্য, আমি ঠিক এ কথা বলিতেছি না যে, শ্বেতদ্বীপবাসী হইলেই কৃষ্ণদেশবাসী অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যক্ষম হইবে; পক্ষান্তরে, এতদ্দেশীয় ভাষা এবং আচার-ব্যবহার আপনি সুপরিজ্ঞাত থাকায় আপনার বিশেষ সুবিধা হইবে।"

ষ্টীভেন্‌সন্ গম্ভীর ভাবে এবং বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "মিঃ রস্! আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ক্লার্ক অত্যন্ত মদ্যপায়ী এবং অধিকন্তু সে একেবারেই অশিক্ষিত।" "অবশ্য! অবশ্য! তাহার এ বিষয়ে দোষ আছে, এবং সেই জন্যই তাহাকে আমরা মনোনীত করি নাই। তবে কি না—কি জানেন, মিঃ শীলানন্দ—আমরা আপনার পিতার কথা মনে করিতেছিলাম।" শীলানন্দ সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, "আমার পিতা বিশিষ্ট ভদ্রলোক।" রস্ বলিলেন, "হাঁ, সে ত নিশ্চয়ই। সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু আপনি নিজে বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, তিনি আমাদের প্রচার-কার্য্য আদৌ পছন্দ করেন না।"

শীলানন্দ প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমার নিজের মতামত আমি বেশ বুঝিতে পারি।"

রস্ বলিলেন, "হাঁ! আমরা তাহাই মনে করিয়া আপনাকে নির্ব্বাচন করিয়াছি। এই জন্যই এত গুরুতর দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যের ভার আপনার উপর ন্যস্ত করিতেছি। যাহা হউক, এক্ষণে কাযের কথা বলা যাউক। আপনার বয়স কত ?"

"পঁচিশ।"

রস্ ইহা লিখিয়া লইলেন।

"কোথায় জন্ম হইয়াছিল ?"

"মাতোয়ারায়।"

"পিতা মাতা উভয়ই সিংহলী ?"

কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শীলানন্দ উত্তর করিলেন, "হাঁ, মহাশয়।"

"আপনি কোথায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ?"

"কেন ? আপনি ত এ সকল বিষয়ই অবগত আছেন।"

ষ্টীভেন্‌সন্ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "এগুলি রস্ সাহেব নিয়মানুযায়ী বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়া লইতেছেন; কারণ, এ সংবাদগুলি আমাদের প্রধান আপিসে পাঠাইতে হইবে।" রস্ সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ?"

"প্রথমে কলম্বোতে; পরে কলিকাতায়।" "ধন্যবাদ!

যত সত্বর হয় আপনি আপনার নিয়োগ-পত্র পাইবেন। অবশ্য, আপনি বিনা বেতনে কর্ম্ম করিতে ব্রতী আছেন।"

"সে কথাত আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।" "বেশ! বেশ!" বস্ সাহেব যে পুস্তকে এই প্রশ্নোত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিলেন।

মিঃ ষ্টীভেন্‌সন্ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এক্ষণে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যাক্, অদ্যকার মত আমরা এক্ষণে কর্ম্মান্তরে যাইতে পারি।" তৎপরে শীলানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনাকে অদ্য চা. পানে আমন্ত্রণ করিতেছি।" শীলানন্দ ধন্যবাদ দিলে অন্যান্য সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলের প্রস্থানের পরে ষ্টীভেন্‌সন্ শীলানন্দকে বলিলেন, "আমাকে এক মিনিটের জন্য ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে গেলেন। বস্ সাহেব যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য ষ্টীভেন্‌সন্ আজ শীলানন্দকে আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি বিপত্নীক—একমাত্র কন্যা ব্যতীত সংসারে তাঁহার অন্য কেহই ছিল না। কন্যাটি পাঁচ বৎসর বিলাতে অতিবাহিত করিয়া মাত্র পূর্ব্বদিন কলম্বোতে পৌঁছিয়াছিলেন; ষ্টীভেন্‌সন্ এতদ্দেশীয়দের প্রতি কন্যার কিরূপ ভাব তাহা অবগত ছিলেন না। শীলানন্দকে নিমন্ত্রণ করিবার পরে তাঁহার সে কথা মনে হইল। তাই কন্যাকে পূর্ব্ব হইতেই ২।১টী কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন—

পাছে বস্ সাহেব ঘটিত ক্ষত, তাঁহার কন্যা আরও বৃদ্ধি না করিয়া দেন।

শীলানন্দ বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিলেন। ষ্টীভেন্সন্ তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার আত্মজা হেন্‌রিয়েটার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। স্মিতবদনে হেন্‌রিয়েটা হস্ত প্রসারিত করিয়া শীলানন্দের হস্তগ্রহণ করিলেন; পরে তিনজনে চায়ের টেবিলে আসন গ্রহণ করিলেন।

হেন্‌রিয়েটা বলিতে লাগিলেন, "আপনিই মিঃ শীলানন্দ। বাবা আপনার সম্বন্ধে সকল কথা আমাকে বলিয়াছেন— আপনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেছেন। আপনার সহিত পরিচয় হওয়াতে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। কি জানেন, আমিও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিব মনে করিয়া এখানে আসিয়াছি। আশা করি, আমরা উভয়েই একত্র কার্য্য করিতে পারিব।"

শীলানন্দ কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। হেন্‌রিয়েটা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"আপনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার কি দৃঢ়তা! বিশেষতঃ, অর্থের সহিত আপনার এই সাধু প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নাই। অর্থের জন্য নূতন ধর্ম্মগ্রহণ করা আমার মনে হয়, ঠিক নহে। কিন্তু আপনার ত্যাগ স্বর্গীয়।"

শীলানন্দ তবুও চুপ করিয়া রহিলেন। হেন্‌রিয়েটা বলিতে লাগিলেন, "দেখুন! আমিও নানা ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য নিজ ধর্ম্মে সন্ধিহান হইয়া এরূপ করি নাই। অন্তরের ক্ষুধার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিয়াছি। তবে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় জন্মভূমিকে যেরূপ অধিকতর সুন্দর দেখায়, সেইরূপ অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নিজের ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

ষ্টিভেন্‌সন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেন্‌রিয়েটা, এগুলি কি বিপজ্জনক পরীক্ষা নহে?" ষ্টীভেন্‌সন্ নিজে অপর ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতে আদৌ ভালবাসিতেন না।

"না, বাবা! আমার ধর্ম্ম অন্তর্নিহিত, ইহা কোন প্রকারেই বিচলিত হইতে পারে না। ইহা এত গভীর যে, অন্য ধর্ম্মের গুণরাশি গ্রহণে কলঙ্কিত হয় না। এই ধরুন, বৌদ্ধধর্ম্ম। আধ্যাত্মিকতা হিসাবে সকল ধর্ম্মের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।"

ষ্টীভেন্‌সন্ বলিয়া উঠিলেন, "সে কিরূপ?"

কন্যা প্রত্যুত্তর করিলেন, "কেন? পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং তজ্জন্যই এই ধর্ম্ম কেবল জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়।"

"কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম্মে ত দেবতার অপ্রতুল নাই।"

"তা সত্য বটে; কিন্তু তাঁহারা রঙ্গমঞ্চের সহায়ক মাত্র। প্রকৃত নায়ক হইতেছেন কর্ম্ম।"

"তুমি কোন্ কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিতেছ?"

"আমি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কর্ম্মের কথাই বলিতেছি। প্রত্যেক কার্য্যেরই ফল আছে; দেহের সহিত ছায়ার যেরূপ সম্পর্ক, কার্য্যের সহিত ফলের সেইরূপ সম্পর্ক, এবং যেরূপ কর্ম্ম করা যায়, সেইরূপ ফললাভ হয়। এই জন্যই দক্ষিণেও চাহিতে নাই, বামেও চাহিতে নাই, কেবল নিজের প্রতি ও নিজ কার্য্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইহাই মূল মন্ত্র। অবশ্য, এরূপ লৌহ-দণ্ডের নিম্নে সর্ব্বক্ষণ থাকা ভয়াবহ বটে।"

শীলানন্দ বলিলেন, "কিন্তু, তথাপি জীবন যাহাদের নিকট দুঃখময়, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম তাহাদেরই জন্য।"

"ঠিক কথা বটে, যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তথায় জীবন গতিশূন্য হয়; এই জন্যই জীবন দুঃখময় হয়।"

শীলানন্দ উত্তর করিলেন, "দেখিতেছি, আপনি এ সকল বিষয় বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এদিক হইতে দেখিলে আপনি কি মনে করেন যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যথেষ্ট স্বাভাবিক স্থান রহিয়াছে? অর্থাৎ, আপনি কি মনে করেন যে পৃথিবীতে অবিশ্বাসীর দলই বেশী।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, প্রকৃত পক্ষে অবিশ্বাসীর

দল বেশী নহে। তাহা হইলে আমরা ধর্ম্ম প্রচারার্থ এখানে আসিব কেন? আমার বিশ্বাস যে, প্রত্যেক সুস্থদেহা ব্যক্তিই ধর্ম্মানুরক্ত এবং এই দিকে লোকের মন প্রকৃত ভাবে চালিত করিতে পারিলেই কাজ হইতে পারে। যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, কোন ধর্ম্মই তাহাকে বিশ্বাসী করিতে পারে না। বিশ্বাস পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরই হইতেছে ধর্ম্ম পারবর্ত্তন।"

শীলানন্দ বিশেষ মনোযোগের সহিত হেন্‌রিয়েটার কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার প্রদীপ্ত চক্ষু দেখিয়া মিশনারী-কন্যা উৎসাহিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এক খণ্ড সোলাকে যতই জলে 'ডুবাইয়া' দেওয়া হউক না কেন, জলে সে যেরূপ ভাসিবেই ভাসিবে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীকে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেও সে পুনর্ব্বার বৌদ্ধধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবে। **বিশ্বাস পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরই হইতেছে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন।"**

শীলানন্দ ভাবিতে লাগিলেন, সোলা যেমন যতই ডুবাইয়া দেওয়া যাউক, ভাসিয়া উঠিবেই, তদ্রূপ বৌদ্ধ যে ধর্ম্মই গ্রহণ করুন না কেন, পুনর্ব্বার বৌদ্ধ হইবেনই। কি আশ্চর্য্য! তাঁহার পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি এরূপ ভাবে কোন দিনই ভাবেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কি ইহাই কারণ? এই বিশ্বাসই কি তাঁহাকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত করিয়া খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ

করাইয়াছে? বাস্তবিক কি তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে? তিনি নিজে ত কোনদিন একপভাবে চিন্তা করেন নাই।"

হেন্‌বিয়েটা বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমার সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না, বুঝিতেছি। হয় ত, আমি ভুল বুঝিয়াছি। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমি পুনর্ব্বার আপনার সহিত আলোচনা করিব, কারণ আমি সকল বিষয় বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।"

"আমার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যাহা আইসে, তাহা আপনাকে বুঝাইতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। কিন্তু, আমার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনি এত বেশী জানেন যে, আমি কোন নূতন কথাই আপনাকে বলিতে পারিব না।"

"আপনি আমার জ্ঞান সম্বন্ধে অতিরিক্ত ধারণা করিয়াছেন।"

ষ্টীভেন্‌সন্ আবার বলিয়া উঠিলেন, "আমার মনে হয়, হেন্‌বিয়েটা, তুমি ইতিমধ্যে যাহা পড়িয়াছ তাহাই অত্যধিক হইয়াছে। তুমি কি পড় নাই যে, শেষ বিচারের দিনে যে জ্ঞান আমাদের কোন কাযে আসিবে না, সে বিষয় অধ্যয়ন করিয়া আমাদের কোন ফল হইবে না?" এই বলিয়া তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "কুক্ সাহেব শীকার করিতে যাইতেছেন। এ বয়সে এবং এ সময়ে তাঁহার এ সব না কবাই শ্রেয়ঃ।"

হেন্‌রিয়েটা বলিলেন, "কেন? এই শীতকালই ত শীকারের প্রশস্ত সময়।"

"হাঁ শীত আরম্ভ হইয়াছে বটে; কিন্তু, সমুদ্রে বাতাস বহিতেছে—ইহাতে জ্বব ও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়।"

হেন্‌রিয়েটা বলিলেন, "কুক্‌সাহেব কে? যিনি কেলানীর উপনিবেশেব গৃহের জন্য অর্থদান করিতেছেন, তিনিই কি?"

"হাঁ। অথচ ইনি বিশেষ ধনীও নহেন।"

"কি মহৎ ব্যক্তি! আমি মনে করি এই একমাত্র কাবণে যে কোন যুবতী উঁহাকে ভাল বাসিতে পাবেন।"

ষ্টীভেন্‌সন্ হাসিয়া বলিলেন, "যাহাবা তোমাপেক্ষা ধর্ম্মপুস্তক অধিক পড়িয়াছে কেবল তাহাবাই পাবে। প্রকৃতপক্ষে বদান্যতাপেক্ষা সুন্দর ব্যক্তিই বিবাহেচ্ছু যুবতীদেব অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

হেন্‌রিয়েটা গম্ভীর ভাবে প্রত্যুত্তব করিলেন, "আমাব সন্দেহ হয় আপনি মানবচরিত্রে আদৌ অভিজ্ঞ নহেন।"

"আমাকে ভুল বুঝিও না। আমি মনে কবি অবিবাহিতা যুবতীর আত্মা যেরূপ আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, এরূপ আর কিছুই পারে না।"

হেন্‌রিয়েটা পিতার উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। “আমি আত্মোৎসর্গের কথা বলিতেছি না।” পরে, শীলানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনার ভবিষ্যৎ খুব গুরুতর। আপনার সহিত একত্র কায করিতে পারিব, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। উপনিবেশে গৃহটী প্রস্তুত হইলে কি সুন্দর দেখাইবে! বাস্তবিক, ইচ্ছা থাকিলে কি না হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন জর্ম্মাণীতে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম—”

শীলানন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। হেন্‌রিয়েটা বলিলেন, “আপনি মনে করিবেন না, যে আমি প্রচুর ধনের ভাবী উত্তরাধিকারিণী।” ষ্টীভেন্‌সন্ হাস্য সহকারে কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “ভগবান জানেন।” হেন্‌রিয়েটা কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, “আমি মিতব্যয়ী, আমার অভাব কম এবং তজ্জন্য ধনী ব্যক্তি যাহা করিতে পারে তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারি। যাহাহউক, বার্লিনে অবস্থানকালে আমি কুরূপা একজন যুবতীর সহিত পরিচিতা হই। কুরূপা হইলেও ভগবানে তাঁহার অত্যধিক অনুরক্তি ও অগাধ বিশ্বাস ছিল। এই যুবতী মাতাপিতা-পরিত্যক্তা কয়েকটী বালক-বালিকার ভারগ্রহণ করেন। ইনি নগরের এককোণে কয়েকটী ক্ষুদ্র কক্ষ ভাড়া লইয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থে ঐ শিশুগুলির ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার

কার্য্যক্ষেত্র প্রসর হইতে লাগিল। বালক-বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। হস্তে সঞ্চিত ধন না থাকিলেও পূর্ব্বে তিনি যে গৃহের কক্ষ ভাড়া লইয়াছিলেন, এক্ষণে সম্পূর্ণ গৃহটী ভাড়া লইলেন। সঞ্চিত ধন না থাকিলেও ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। এক্ষণে, সেই ভগবানের কৃপায়, সেই কদর্য্য গৃহটীর পরিবর্ত্তে বৃহৎ এক সৌধ ভগবানেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। মনুষ্যের মধ্যে কতখানি শক্তি অন্তর্নিহিত আছে তাহা মনে করিতেও মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়!”

শীলানন্দ বলিলেন, “আমার মনে হয় যে, মানুষের মধ্যে ভগবান ও অসুর দুই-ই রহিয়াছেন।”

হেনরিয়েটার একথা যেন কাণে গেল না। তিনি পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিবার সময় ধীরে ধীরে অত্যন্ত উত্তেজিতা এবং বিচলিতা হইয়াছিলেন। ষ্টীভেনসন্ ইতিমধ্যে তাঁহার পত্রিকাখানি লইয়া বসিয়াছিলেন। এক্ষণে, হেনরিয়েটাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দেখ! জাফনার কয়েকটী তামিল স্ত্রীলোকের কি সুন্দর ছবি রহিয়াছে!” হেনরিয়েটা কাগজখানি লইয়া বলিলেন, “বাস্তবিকই কি সুন্দর! আচ্ছা, জাফনা দক্ষিণ ভারতবর্ষে নয় কি?” মিঃ ষ্টীভেনসন্ হাস্য সহকারে বলিয়া উঠিলেন, “দেখিতেছি, ভৌগোলিক জ্ঞান তোমার খুব বেশী। জাফনা এ স্থানের উত্তর।” “তা যাই হোক, আমার পক্ষে

যাহা প্রয়োজনীয় তাহা আমি শীঘ্র শিখিয়া লইব।" শীলানন্দ সংযতভাবে বলিলেন, "সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।"

মিস্ ষ্টীভেন্‌সন্ কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রতি চাহিলেই মনে হয় যে, তাঁহারা ধীরা ও শান্ত প্রকৃতির। আমি তাঁহাদিগকে খুব ভালবাসি। ইউরোপের ধনী স্ত্রীলোকেরা যেন অহঙ্কারী; বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহারা সকল সময়েই অত্যন্ত চঞ্চলা।"

শীলানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষমা করিবেন, আপনি নিজেকে কোন্ দলভুক্ত বিবেচনা করেন, ইউরোপীয় না ভারতীয়।"

"আমি ভারতীয়াদেরই ভালবাসি," কিন্তু তাঁহার চক্ষের ভাবে সেরূপ বোধ হইল না।

ষ্টীভেন্‌সন্ উত্তর করিলেন, "বৎসে! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমাতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় প্রকার মিশ্রণ হয়।" তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে এক্ষণে প্রসঙ্গান্তরে গেলে ভাল হয়। কিন্তু, তাঁহার কন্যা এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি শীলানন্দের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, "আপনাকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের অভাব অত্যন্ত বেশী। পুরুষেরা যেন বহুশতাব্দী ধরিয়া

তাঁহাকে বলিয়া আসিতেছে, 'আমরা তোমাদের ক্রীতদাস মাত্র।' ফল হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকেরা এক্ষণে পুরুষের নিকট একই প্রকার অধিকার দাবী করিতেছেন; এদিকে পুরুষেরা বাধা দিতেছে এবং স্ত্রীলোকেরা আশ্চর্য্যান্বিতা হইতেছেন। ইহা অত্যন্ত নির্ব্বোধের কাজ। তাঁহারা বোঝেন না যে, যতদিন দাবী না করা যায়, ততদিনই তাঁহাদের প্রাধান্য মানুষে স্বীকার করে।"

শীলানন্দ উত্তর করিলেন, "আমার মনে হয়, তাঁহারা পুরুষের উপর ক্ষমতা চাহেন—প্রাধান্য চাহেন না।"

হেন্‌রিয়েটা উত্তর করিলেন, "আচ্ছা! বিবেচনা করিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকদের পূর্ব্ব পদ বজায় থাকিলে এবং তদুপরি সাধারণ কার্য্যে সমান ক্ষমতা হইলে, মূলতঃ তাঁহাদের প্রাধান্যই হইল। একদিকে জয়লাভ করিতে গেলে, অন্য দিকে একটু ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। আমার মতে স্ত্রীলোকদিগের প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া, শক্তি ও মনোহারিত্ব লইয়া থাকাই কর্ত্তব্য।"

শীলানন্দ প্রত্যুত্তর করিলেন, "অবশ্য, মনে করিতে হইবে যে, প্রত্যেক পুরুষ তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ। তবে অনেকে এরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহেন না।"

হেন্‌রিয়েটা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "অবশ্য! অবশ্য!

এই প্রাধান্য সংক্রান্ত বিষয়ে এত কথা আইসে যে, সকলের বিচার করা সম্ভবপর নহে।"

শীলানন্দও একটু সংযত হইয়া বলিলেন, "আমি মনে করি যে, স্ত্রীলোক আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু।"

হেন্‌রিয়েটা এ কথায় কিছু আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। বিংশ শতাব্দীর কোন লোক কি সদুদ্দেশ্যে এরূপ কথা বলিতে পারে? কিন্তু, শীলানন্দের দিকে চাহিয়া তিনি বুঝিলেন যে, কোনরূপ অভিসন্ধিতে তিনি এমন কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষ সেই পুরাতন ভারতবর্ষই। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনার কথার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। তবে আমি ইহা বলিতে পারি যে, বিবাহই যদি রমণী জীবনে একমাত্র কাম্য হয়, তবে এরূপ জীবনে ধিক্।"

ষ্টীভেন্‌সন্ নিজ সংবাদপত্র লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। শীলানন্দ ঠিক উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তিনি চিন্তা করেন নাই। সৌভাগ্য বশতঃ এই সময়ে ভৃত্য আলো লইয়া আসিল। সন্ধ্যা হইয়াছে—আর সেখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে মনে করিয়া শীলানন্দ গৃহে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মিস্ ষ্টীভেন্‌সন্ শীলানন্দকে হস্ত প্রসারিত করিয়া অভিনন্দনকালে বলিলেন, "আমাদের চিরবন্ধুতা যেন অক্ষুণ্ন থাকে।" শীলানন্দ

তাঁহার হস্তে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "আমাদের সৌহৃদ্য অক্ষয় হোক !"

গৃহ প্রত্যাগমনের সুদীর্ঘ পথ শীলানন্দ যে কি ভাবে অতিক্রম করিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাব মনে হইতে লাগিল যে, তিনি যেন ব্যাত্যা-তাড়িত মহাসমুদ্রেব বেলা-ভূমিতে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহার জীবন সেই দিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন, "সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে যেন আমি সাধারণেব উর্দ্ধে থাকিয়া কায করিতে পাবি।"

স্বগৃহে নিজ কক্ষে পৌঁছিয়া, তিনি দেখিলেন যে, ভৃত্য আলো দেয় নাই। অন্যদিন হইলে তিনি ভৃত্যকে তিরস্কার করিতেন ; আজ তিনি উহা লক্ষ্য কবিলেন না। অন্ধ-কাবেই তিনি পবিধেয় ত্যাগ করিলেন। আজ তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে উৎফুল্ল।

পরদিন প্রভাতেই, তিনি রস্‌সাহেবেব নিকট হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎ-কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আদেশ পত্র পাই-লেন। তাঁহাকে প্রার্থনা কবিতে হইবে ; বালক বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি দেখিতে হইবে যে, সকল নিয়ম যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু, তিনি দেখিলেন যে, নিয়ম প্রতিপালনে উহাদিগকে বাধ্য করা সুদূব-পরাহত। তাহারা নূতন ভাবে থাকিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না

আহারে, বিহারে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তনই তাহাদের মনঃপূত ছিল না। কয়েক দিবস কোন প্রকারে অতিবাহিত হইল।

একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি ষ্টীভেন্‌সনের নিকট হইতে শীঘ্র দেখা করিবার জন্য পত্র পাইলেন। তথায় উপনীত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পিতাপুত্রী অত্যন্ত বিমর্ষ। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, কুক্ সাহেব অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন; ফলে, তাঁহার প্রদত্ত অর্থ তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই এবং উপনিবেশ সংক্রান্ত সকল বাসনা ধূলিসাৎ হইয়াছে। শীলানন্দ, কত টাকা হইলে কার্য্য চলিতে পারে। জিজ্ঞাসা করিলে, ষ্টীভেন্‌সন্ উত্তর করিলেন "অন্ততঃ তিন সহস্র মুদ্রার আবশ্যক। এত টাকা সংগ্রহ করার কোন উপায় নাই, অথচ কার্য্যটী অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহা কার্য্যে পরিণত না করিতে পারিলে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।"

শীলানন্দ আবেগ ভরে বলিলেন, "টাকাটা আমি হয় ত যোগাড় করিয়া দিতে পারিব।"

ষ্টীভেন্‌সন্ বলিলেন, "কিন্তু, ধার-করা টাকা দ্বারা যে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।"

শীলানন্দ বলিলেন, "আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।"

ষ্টীভেন্‌সন্‌ বলিলেন, "তোমার পিতা যে ধনী, তাহা আমরা জানি। কিন্তু—"

শীলানন্দ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "পিতা আপনাদিগকে টাকা কিছুতেই দিবেন না। তবে আমাদের মাতা আমাদের জন্য কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। ঠিক কত, তাহা আমি জানি না।"

ষ্টীভেন্‌সন্‌ বলিতে লাগিলেন, "শীলানন্দ, ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ। তুমি এক প্রকার আমাদের কর্ম্মচারীরূপে কার্য্যে যোগদান করিয়াছ, অবশ্য বর্ত্তমানে অবৈতনিক ভাবে হইলেও, পরে বৃত্তিভুক হইবে, এই ভাবেই আমরা তোমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি। কিন্তু, এক্ষণে যদি তোমার নিকট হইতে টাকা লই, তবে তোমার সহিত আর সেরূপ কোন সম্পর্ক থাকিবে না।"

শীলানন্দের মনে হইতে লাগিল যে, পাদরী সাহেব তাঁহাকে বেত মারিতেছেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার কৃষ্ণচর্ম্মের কথা উল্লেখ করাই কেবল বাকী রহিল। তিনি ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আপনি কি আমার কথায় প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন না?"

ষ্টীভেনসন্‌ বলিলেন, "তুমি কথাটা ঘুরাইয়া লইয়াছ। আমার মনে ওরূপ কোন কথাই উঠে নাই। তুমি জান যে, আমরা এই উপনিবেশ ব্যাপারে কতদূর

অগ্রসব হইয়াছি। সুতরাং তোমার টাকা পাইলে আমাদেব কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ কবিতে পাবিব না।"

"বর্ত্তমানে আমি কোনরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারিব না; তবে আমাব দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রয়োজনীয় টাকা আমি দিতে পারিব। আমি আগামী কল্য এ বিষয়ে নিশ্চিত মত জানাইব।"

শীলানন্দ বিদায় লইলেন। পথে বস্ সাহেবের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিয়া রস্ সাহেব বলিলেন, "আপনি কি শুনিয়াছেন, কুক্ সাহেব মারা গিয়াছেন এবং তাঁহাব মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব সকল আশা নষ্ট হইয়াছে?"

"আমি এইমাত্র ষ্টীভেন্‌সন্ সাহেবের নিকট হইতে আসিতেছি।"

"আপনি ষ্টীভেন্‌সন্ সাহেবের নিকট প্রায়ই যান্?"

"তিনি আমাকে আহ্বান কবিয়াছিলেন।"

"বটে! বটে! তাঁহার কন্যা একেবারে হতাশ হইয়াছেন।"

শীলানন্দ মনে কবিয়াছিলেন যে, তিনি যে টাকা দিবেন সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই প্রকাশ করিবেন না; তথাপি তিনি না বলিয়া পারিলেন না যে, টাকাটা কি করিয়া উঠান যায় সে সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতেছিলেন। রস উপহাস স্বরে বলিলেন,

"বটে! বটে! আপনারা বোধ হয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন!"

"আমি আশা করি যে টাকাটা পাওয়া যাইবে।"

"আপনি আশা করেন? তাহা হইলে আমি এক্ষণেই ষ্টীভেন্‌সন্ সাহেবের নিকট যাইব।"

এই বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

শীলানন্দ গৃহে পৌছিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা ও ভগিনী বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন। চিরন্তন অভ্যাসানুসারে তাঁহার পিতা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। ভগিনী চেয়ারের উপর গুটীসুটী হইয়া বসিয়াছিলেন। শীলানন্দ এরূপ ভাবে উপবেশন পছন্দ করিতেন না; তাই ভ্রাতাকে দেখিয়াই তিনি পা দুটী নামাইয়া জুতা জোড়া পরিয়া লইলেন। শীলানন্দ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখনও জাগিয়া রহিয়াছেন?" পিতা শান্তস্বরে বলিলেন, "রাত্রিতে জাগরিতাবস্থায় বিছানায় থাকা অপেক্ষা এভাবে বসিয়া থাকা ভাল।" শীলানন্দও একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিলেন। অম্বা দাদাকে বলিলেন, "বস না ভাই?" শীলানন্দ পিতা ও ভগিনীকে বলিলেন, "কুক্ সাহেব মারা গিয়াছেন। তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, তিনিই এই উপনিবেশ সংক্রান্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সব গোলমাল

হইয়া গিয়াছে। তাই আমিই সেই টাকা দিতে চাহিয়াছি।"

বৃদ্ধ তথাপি কিছু বলিলেন না। অম্বা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা?" "দুই তিন হাজার।" তৎপরে পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে আমার বোধ হয়, মা যে দুই হাজার টাকা আমার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারি।"

"অবশ্যই পার।"

"আমাকে আর এক হাজার টাকা দিতে হইবে। অবশ্য আমি আপনাকে এই এক হাজার টাকা পরিশোধ করিব।"

"কেমন করিয়া পরিশোধ করিবে, তাহা জানিতে পারি কি?"

"কেমন করিয়া? আমার মনে হয় যে, যদি সততা সহকারে কার্য্য করা যায় ও তৎপর হওয়া যায়, তবে এক হাজার টাকা শীঘ্র শোধ দেওয়া কিছু কষ্টকর নহে।"

"কেবল সততা ও তৎপরতা দেখাইলে টাকা পাওয়া যায় না। টাকার জন্য কাহারও নিকট গেলে, দেখা যায় যে, সে টাকা না দিয়া সরিয়া পড়ে।"

"কিন্তু, এ সকল কথার সহিত টাকা দেওয়ার ত কোন সম্পর্কই নাই।"

"ঠিক কথা! বাজে কথা বলা অন্যায়। আমি টাকা দিব না।"

"আমি ইহা পূর্ব্বেই জানিতাম। আচ্ছা, অম্বা তুমি কি তোমার টাকা দিতে পার?"

অম্বা না ভাবিয়া না চিন্তিয়া উত্তর করিল, "অবশ্যই দিব।"

বৃদ্ধ "টাকাটা এরূপ ভাবে উঠাইয়া লইলে যাহার নিকট টাকা আছে তাহার বড় কষ্ট হইবে", এই কথা বলিয়াই স্থানত্যাগ করিলেন।

অম্বার দিকে চাহিয়া শীলানন্দ কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ দিলেন। অম্বা বলিলেন, "বাবা ঠিক বলিয়াছেন। টাকাটা হঠাৎ উঠাইয়া লইলে দোকানদার সিংহের বড় কষ্ট হইবে। আমি কিন্তু সে কথাটা ভাবি নাই।"

"আমার মনে হয় না যে, তাঁহার কোন কষ্ট হইবে। তাঁহার বৃহৎ কারবার—এক হাজারে কিছুই যাইবে আসিবে না।"

"এ ত এক হাজার নয়—তোমার ও আমার টাকা লইয়া তিন হাজার।"

"তাহাতেই বা কি—তিন হাজার টাকা উঠাইয়া লইলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না।"

"তুমি কি ঠিক তাহাই মনে করিয়াছ? একজনের

উপকাব করিতে অপরের অপকার না হয়! সিংহ সকল সময়েই সুদ ঠিক মত দিয়াছেন।"

"যাক্, আমি তাহা ঠিক করিয়া লইব। আচ্ছা, অম্বা, তুমিও কি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দশেব উপকারের জন্য চেষ্টা করিতে পার না?"

"অপরের জন্য অনবরত কাজ করিলে নিজের কথা ভুলিতে হয়।"

"অপরেব উদ্ধারেই নিজেব উদ্ধাব।"

"কেবল অপবের জন্য ত্যাগস্বীকারে নিজ জীবনের প্রতি অধিক আসক্তি হয়। জীবন ত দুঃখময়।"

"তুমি দুঃখেব কি জান অম্বা? তুমি ত সুখ-স্বচ্ছন্দের মধ্যেই বাস কব।"

"সকল জিনিষই যে অনিত্য সে বিষয় চিন্তা করা কি দুঃখকর নহে?"

"দেখিতেছি, তুমি অল্প বয়সেই বাবার কাছে সব শিখিয়াছ।"

"আমি বাবার কাছে শিখি নাই! বুদ্ধই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন।"

"অম্বা, একটী কথা আমি এতদিন ভাবি নাই। তোমার জন্য আমার পাত্র খোঁজা আবশ্যক ছিল।"

অম্বা নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর করিলেন, "আমার কর্ম্মে যদি স্বামী থাকেন, তবে আমি অবশ্যই স্বামী পাইব। নতুবা অবিবাহিতাই থাকিব।" এই বলিয়া অম্বা শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। শীলানন্দও নিজ শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষেই শীলানন্দ সিংহের নিকট গমন করিলেন। অত ভোরে দোকানে শীলানন্দকে দেখিয়া সিংহ বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। শীলানন্দ আসন গ্রহণ করিয়া অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "সিংহ! আমার ও অম্বার যে টাকা আপনার নিকটে আছে তাহা ফেরৎ দিতে হইবে।"

"সর্ব্বনাশ। আপনি কি আমার সর্ব্বনাশ করিতে চান? আমি ত আপনার কোন অপকার করি নাই। আমি ত শর্ত্তানুসারে ঠিক-মত সুদ দিয়া আসিতেছি।"

"হাঁ! তজ্জন্য আমি ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু, এক্ষণে শুধু ধন্যবাদে হইবে না—আমি টাকা চাই।"

"কিন্তু, আপনি যখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখনও ত ইহা আপনার দরকারে আইসে নাই। এক্ষণে আপনার এত কি দরকার?"

"আমি কেলানীর উপনিবেশের সাহায্যকল্পে এই টাকা দিব।"

"ও বুঝিতেছি! কতকগুলি অলস, ধর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির জন্য আপনি এই টাকা চান।"

শীলানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, তাহারা আমার ন্যায় খৃষ্টীয়ান।"

"না, না, ভুলি নাই। তবে কথাটা এই যে, তাহারা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। পাদরীদের অর্থের লোভেই তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। যাহা হউক, ধনী খৃষ্টানগণই এ ভার বহন করুন না কেন? এ সময়ে আমি তিন হাজার টাকা কোথায় পাইব? আর টাকা না থাকিলে আমার কি দশা হইবে তাহা আপনি বুঝিয়া দেখুন।"

"আমি টাকা চাই-ই চাই।"

"এক বৎসর কি আপনি অপেক্ষা করিতে পারেন না?"

"অসম্ভব।"

"আচ্ছা, ছয় মাস? এইটুকু অনুগ্রহ করুন।"

"আচ্ছা, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি," বলিয়া শীলানন্দ গির্জ্জার দিকে অগ্রসর হইলেন। কি করিবেন? ষ্টীভেন্‌সন্‌কে কি বলিবেন? সিংহেরই বা কি হইবে? এই ভাবিতে ভাবিতে শীলানন্দ অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ কে যেন তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। চাহিয়া দেখিলেন যে, মিস্ ষ্টীভেন্‌সন্।

মিস্ ষ্টিভেন্‌সন্ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, টাকার

জোগাড় হইয়াছে কি না? শীলানন্দ বলিলেন যে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই তিনি তাঁহাব পিতাব নিকট যাইতেছেন। ষ্টীভেন্‌সনেব নিকট পৌঁছিলে শীলানন্দ তাঁহাকে বলিলেন যে, সিংহ টাকা দিতে পারিবেন না বলিয়াছেন, এবং ছয় মাসের সময় চাহিয়াছেন।

ষ্টীভেন্‌সন হাসিয়া বলিলেন "আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ইচ্ছা কবিয়া কি কেহ টাকা দেয়? আমি সিংহকে বেশ চিনি। সে যে টাকা দিবে না তাহা আমি বেশ বুঝি।"

"সিংহ বলিলেন যে, এ সময়ে টাকাটা উঠাইয়া লইলে তাঁহার দোকান উঠাইয়া দিতে হইবে।"

"অত বড় দোকান যে তিন হাজাব টাকাব জন্য উঠিয়া যাইবে ইহা সম্ভব নহে। অধর্ম্মই এই দোকানদারদেব অসাধুতার কারণ। ইহাবা পিতৃপুরুষদেব ধর্ম্ম হারাইয়াছে, আমাদের ধর্ম্মও গ্রহণ কবিবে না।"

হেন্‌রিয়েটা জিজ্ঞাসা না করিয়া পাবিলেন না, "আপনি কি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, টাকাটা দেওয়া সিংহেব পক্ষে কষ্টসাধ্য নহে?" ষ্টীভেন্‌সন্ কন্যাকে বলিলেন, "আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমাদের যদি অপেক্ষা কবিতে হয় তবে আর আমরা কোন দিনও টাকা পাইব না।"

শীলানন্দ বঝিলেন, "আমিও বুঝিতেছি যে, ছয়মাস পরে টাকা চাহিলেও সে একই উত্তর দিবে।"

ষ্টীভেন্‌সন্‌ বলিতে লাগিলেন, "একদিকে সহস্র সহস্র ব্যক্তি—অন্যদিকে একজন দোকানদার। একদিকে সাহায্যপ্রার্থী শত শত লোক—অন্যদিকে একজন ধূর্ত্ত দোকানদার। কাহার অভাব বেশী?"

শীলানন্দ বলিলেন, "আমি বেশ বুঝিতেছি। এ সম্বন্ধে আমার আর কোন দ্বিধা নাই।"

তথাপি হেন্‌রিয়েটা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কি ছয় মাস অপেক্ষা করিতে পারি না?"

শীলানন্দ পুনরপি বলিলেন, "না, ছয়মাস পরে সে ঠিক এই কথাই বলিবে।"

ষ্টীভেন্‌সন্‌ বলিলেন, "আরও কথা আছে। এখন জানুয়ারী মাস; এ সময়ে কার্য্যারম্ভ না করিলে, ছয়মাস পরে, বর্ষায় কোন কাজই করা যাইবে না। ছয়মাস অপেক্ষা করা অর্থাৎ এক বৎসর নষ্ট করা। অধিকন্তু, কার্য্যে এখনই প্রবৃত্ত না হইলে লোকেরও উদ্যম থাকিবে না।"

"মিঃ ষ্টীভেন্‌সন্‌ ঠিকই বলিয়াছেন। আমরা আর দেরী করিতে পারি না। এখনই সিংহকে উকিলের চিঠি দেওয়া হোক।"

শীলানন্দ সেখান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় হইয়াছিল। রেবতের গৃহে আহার গ্রহণের সময় কোনরূপ কথোপকথন নিষিদ্ধ

ছিল। রেবত বলিতেন, "ভোগের জন্য আহার গ্রহণ নহে, দেহ ধারণের জন্যই আহার গ্রহণ।" আহারান্তে রেবত বলিলেন, "আগামী কল্য' কান্দীতে বুদ্ধের দন্ত-মন্দিরের উৎসব হইবে। আমরা আগামী কল্য সেই উৎসবে যোগদান করিতে যাইব।" এই বলিয়া তিনি অম্বাকে তথায় যাইবার উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। অম্বা স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শীলানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিংহের সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছ?" শীলানন্দ প্রত্যুত্তর করিলেন, "সবই ঠিক হইয়াছে।" পরদিবস প্রত্যূষে পিতা ও কন্যা দন্ত-মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পুত্রের নিকট বিদায় গ্রহণে পিতার অধিকক্ষণ লাগিল না। ক্রন্দন ও দুঃখ অজ্ঞতার জন্যই করা হয়।

কবে তাঁহারা প্রত্যাগমন করিবেন, তাহা রেবত বলিয়া যান নাই। "আজ, কি কাল, কি অমুক সময় প্রত্যাগমন করিব একথা কেমন করিয়া বলা যায়? যখন পরমুহূর্ত্তে কি হইবে জানিনা, তখন এক দিন, কি দুই দিনের কথা কেমন করিয়া বলিব? জীবন বৃক্ষোপরিস্থ পরিপক্ক ফলের ন্যায় —প্রতি মুহূর্ত্তেই যেরূপ ফলটীর

ভূমিসাৎ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তদ্রূপ মৃত্যুরও কোন নিশ্চয়তা নাই।"

তাঁহাদের চলিয়া যাইবার পরদিবস শীলানন্দ স্বগৃহস্থ বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন। পেরীরা নামক এক ব্যক্তির একখানি পুস্তিকা তিনি অধ্যয়ন করিতেছিলেন। লেখক তদ্দেশবাসী, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, বিলাতে যাইয়া অধ্যয়নে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় মিশনারীগণের মত খণ্ডন করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। পুস্তকায় তিনি বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভেদ বিচার করিয়াছিলেন। উভয় ধর্ম্মের বিভিন্নতা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এসিয়ায় মিশনারীগণ কি জন্য আইসেন? বৌদ্ধধর্ম্মের তুলনায় খৃষ্টধর্ম্ম নবীন। তথাপি অর্থবলে বলীয়ান বলিয়াই খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকগণ ধর্ম্মপ্রচারার্থ এসিয়ায় আসিয়া থাকেন।" শীলানন্দ ধীর ভাবে পুস্তিকা পাঠ করিতেছিলেন। তিনি ইহার প্রত্যুত্তর লিখিতে স্থির-সংকল্প হইলেন। তিনি পুস্তিকাখানি মিঃ ও মিস্ ষ্টীভেন্‌সন্‌কে দেখাইয়া পরামর্শ করিয়া প্রত্যুত্তর লিখিবেন, স্থির করিলেন।

শীলানন্দ পুস্তক-পাঠ কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিয়া সম্মুখে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, দূরে একটী লোক তাঁহারই গৃহের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসি-

তেছে। সে সেই দোকানদার সিংহ। শীলানন্দ বুঝিলেন, টাকার তাগিদের পত্র পাইয়া সিংহ তাঁহার নিকটে আসিতেছেন। তাঁহার মনে হইল, সিংহের সহিত সে সময় দেখা করা সঙ্গত নহে। তাই তিনি গৃহের পশ্চাদ্দিকস্থ দ্বার দিয়া সিংহের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, এবং ষ্টেসনে যাইয়া উপনিবেশ-গামী গাড়ীতে চড়িয়া উপনিবেশে পৌঁছিলেন। সে সময়ে যে তিনি উপনিবেশে যাইবেন তাহা কেহই মনে করে নাই। উপনিবেশবাসী, ধর্ম্মত্যাগী, তাঁহার স্বদেশীয়গণ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে কথোপকথন করিতেছিল। শীলানন্দের অসাক্ষাতে তাহারা তাহাদের পূর্ব্বতন অসভ্যোচিত যদৃচ্ছা আচরণ করিতেছিল। ফলে, এ দৃশ্য তাঁহার চক্ষে বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—অলক্ষ্যে নিদ্রা-দেবী তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। তিনি যে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তথায়ই নিদ্রিত হইলেন। তন্দ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ড যাইতেছেন। কিন্তু জাহাজ রক্ত-সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছে। জাহাজে মাত্র দুইটী প্রাণী,—একটী তিনি, অন্যটী সেই পুস্তিকা-লেখক পেরীরা।

শীলানন্দ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি গভীর রক্ত-বর্ণ। পেরীরা সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, রক্ত! সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র যেন কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

শীলানন্দের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জাগ্রত হইয়া পেরীরার হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে যেন আর কাহারও হাস্য তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হস্তদ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যে সকল বালক-বালিকা তাঁহার নিকট শিক্ষালাভার্থ আসিয়াছিল, তাহারাই হাসিতেছিল। তাহারা কি করিতেছে এবং কি জন্য হাসিতেছে জানিবার জন্য তিনি উৎসুক হইলেন। দেখিলেন, তাহাদেরই একজন শ্লেটে সাহেবী পোষাক পরিহিত একজনের ছবি আঁকিয়াছে—ইহা তাঁহারই ছবি; তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে।

ঘটনাটী সামান্য; প্রত্যেক স্কুলেরই প্রত্যেক ক্লাসেই ইহা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় তিনি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তিনি কাঁদিতে পারিলে যেন শান্তি পান। তিনি অতি কষ্টে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। উপস্থিত বালক বালিকাগণ নিজ নিজ পুস্তকে মনোনিবেশ করিল। একখানি শ্লেটের লেখা যত্নপূর্ব্বক মোছা হইল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন। তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কতক্ষণ আসিয়াছ?" একজন উত্তর করিল, "৫।৭ মিনিট।" অন্য একজন বলিল, "৫।৭ ঘণ্টা।" শীলানন্দ বিরক্ত হইলেন; হতভাগাদের

সময়ের জ্ঞান বিন্দুমাত্র নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। উপনিবেশে সন্ধ্যাব সময়েই সকলে আহাব কবিত। তিনি পাঠার্থীগণকে বিদায় দিলেন।

ছাত্রদিগকে বিদায় দিয়া তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাব গাড়ীতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কবিতেন। আজ রাত্রি তিনি উপনিবেশে অতিবাহিত কবিবেন স্থিব কবিলেন। ঔপ-নিবেশিকগণের জন্য প্রস্তুত খাদ্য আহাব করিয়া তিনি তাঁহাব জন্য শয্যা আনিতে একজনকে আদেশ করিলেন। তিনি সেই স্থানে বাত্রি যাপন কবিবেন শুনিয়া,আদিষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যাহা হউক সে আদেশ প্রতিপালন কবিতে শয্যাকক্ষে, গমন কবিল—শীলানন্দ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন কবিয়া দেখিলেন যে, কক্ষে কোনরূপ আলোক বক্ষিত হয় নাই। তিনি পরিহিত বস্ত্র পবি-ত্যাগ না কবিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাব নিদ্রা আসিল না। তিনি শয্যাত্যাগ কবিয়া ঔপনিবেশিকগণ যথায় ছিল, তথায় গমন কবিলেন—অলক্ষিতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। একজন তাহাব শীকাব-কাহিনী বর্ণনা কবিতেছে। তাহাকে হস্তীতে আক্রমণ করিয়াছিল—যীশু খৃষ্টেব নামে হস্তী পলায়ন কবে নাই, কিন্তু খৃষ্টান হইবাব পূর্ব্বে তাহাবা যে সকল দেবদেবীব আরাধনা করিত, তাহাদেবই একজনেব

নাম গ্রহণ করাতে হস্তী পলাইয়া গেল। শ্রোতৃগণ সাহ্লাদে গল্প শুনিতেছিল।

শীলানন্দ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা ধর্ম্মপুস্তক পাঠে বিরত থাকিয়া এ সকল গল্প শ্রবণ করে কেন? একজন উত্তর করিল, "ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠকালে তাহাদের নিদ্রা আইসে।" তিনি বলিলেন, "তোমাদের বিশ্বাসের অভাব হেতুই এই প্রকার হয়।" অন্য একজন উত্তর করিল, "আমরা ত ইচ্ছা করিয়া এখানে আসি নাই।"

ইতিমধ্যে শীলানন্দ দেখিলেন যে, অন্ধকারে অনাবৃত স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় উহাদেরই একজন নিদ্রা যাইতেছে। শীলানন্দের নিকট ইহা বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইল,—ইহা ত অসভ্যোচিত ব্যবহার। তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নিদ্রিতকে লাথি মারিলেন। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। "তোমাদের বিছানা দেওয়া হইয়াছে কেন?" সে উত্তর করিল, "আমি আপনার ভৃত্য নই। আমাকে আঘাত করিবার আপনার কোন অধিকার নাই।" "অধিকার নাই! আমাকে ব্যবহার শিখাইতে চাও?"—আত্মবিস্মৃত শীলানন্দ পুনরায় তাহাকে আঘাত করিলেন। সে এবার কিছু বলিল না,—স্থান ত্যাগ করিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও সে স্থান ত্যাগ করিল। শীলানন্দ কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে

চাহিয়া থাকিয়া পরে কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ শয্যায় আশ্রয় লইলেন।

পরদিবস, বেলা হইলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিলেন যে উপনিবেশ জনশূন্য। তাঁহার ব্যবহারে সকলে উপনিবেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ সংবাদ তিনি ষ্টীভেন্‌সন্ সাহেবকে কি করিয়া দিবেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কি করিয়া ষ্টীভেন্‌সন্ সাহেবকে মুখ দেখাইবেন, তাহাও স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু এ বিপদ হইতে ভগবানই তাঁহাকে বাচাইলেন।

সিংহকে শীলানন্দ যে উকীলের পত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্রের ফলে সিংহ টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। টাকা পৌছিবার পরে তিন দিন পর্য্যন্ত শীলানন্দের কোন খবর তাঁহারা পান নাই। তাঁহারা স্বভাবতঃই মনে করিয়াছিলেন যে, শীলানন্দ উপনিবেশেই আছেন। তাই মিস্ ষ্টীভেন্‌সন্ স্বয়ং উপনিবেশে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মিশনারী-দুহিতা বলিয়া উঠিলেন, "আপনাকে কেমন কেমন দেখাইতেছে! আপনার শরীর কি ভাল নাই?"

শীলানন্দ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বিশেষ দুঃখের বিষয় যে উপনিবেশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত আমার স্বদেশীয়েরা সকলেই উপনিবেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমারই

অবিমৃশ্যকারিতায় এই ফল হইয়াছে। সব দোষই আমার।”

“সর্ব্বনাশ। ইহাও কি সম্ভব?”

“আমি একজনকে আত্মবিস্মৃত হইয়া আঘাত করিয়াছিলাম;—ফলে সকলেই উপনিবেশ ত্যাগ করিয়াছে। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমি এরূপ কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অপরকে এই কার্য্যভার দিবার জন্য আমি অদ্যই মিষ্টার ষ্টীভেনসন্‌কে অনুরোধ করিব।”

“আমার বোধ হয় অতদূর যাইতে হইবে না। সবই ঠিক হইয়া যাইবে। মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক।”

“ভুল হওয়া স্বাভাবিক সত্য, কিন্তু আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছি যে, জীবনে আর এরূপ ভুল করিব না।”

মিস্ ষ্টীভেন্‌সন্ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শীলানন্দ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাকে তাহা হইতে বিচলিত করা সুসাধ্য নহে। কিন্তু শীলানন্দ যদি মত পরিবর্ত্তন নাই করেন? তাহা হইলে টাকার কি হইবে? বিশেষতঃ, শীলানন্দ ব্যতীত অন্য কেহই এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত নহেন।

যাহা হউক, আপাততঃ, উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া কলম্বো যাওয়াই বর্ত্তমানে উভয়ে সুসঙ্গত মনে করিলেন। উভয়ে একই গাড়ীতে উঠিলেন। শীলানন্দের চিন্তাস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে মিশনারী-দুহিতা

তাঁহাকে বলিলেন, "চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন কি? আপনার জীবনের ঘটনাবলী আমাকে বলুন।"

"বিলক্ষণ! আমার জীবনে বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। আপনি বরং আপনার জীবনের কোন একটী ঘটনা বলুন।"

হেন্‌রিয়েটা একটু ইতঃস্তত: করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, আমি লঙ্কা হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছিলাম। একজন জার্ম্মাণ আমার সহযাত্রী ছিলেন। আমি ভাল জার্ম্মাণ ভাষা জানিতাম না,—তিনিও ভাল ইংরাজী জানিতেন না,—তথাপি একদিনের আলাপেই আমরা বন্ধু হইয়া পড়িলাম। তিনিও ধর্ম্মালোচনা করিতে ভাল বাসিতেন, আমিও বাসিতাম। উভয়ের মধ্যে সকল বিষয়ে মতের ঐক্য হইলেও এক বিষয়ে বড় প্রভেদ ছিল। তিনি আমিত্বের উপর বড় নির্ভর করিতেন,—নিজের উন্নতিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন; আমি দশের উপকারের কথাই ভাবিতাম—জনসেবাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান করিতাম।

"জীবনে এরূপ সুখকর সময় আর বোধ হয় আমার হয় নাই। আমরা উভয়ে একত্র বসিয়া সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিতাম,—অলক্ষিতে একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম—অথচ ভাষায় কেহই এ কথা প্রকাশ করি নাই।

"দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। অবশেষে জিব্রাণ্টাবে যাইয়া বাঁধ একেবাবে ভাঙ্গিয়া গেল—আমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। শীঘ্রই সিংহলে প্রত্যাগমন করিলে বিবাহ হইবে স্থিব হইল। আমার অর্থ ছিল না, তিনি ধনী ছিলেন। সুতরাং, পিতার সম্মতি না লইলেও তাঁহার যে আপত্তি হইবে না তাহা জানিতাম।

"তিনি জার্ম্মাণীতে স্বগৃহে পৌছিলেন—আমিও ইংলণ্ডে পৌছিলাম। পত্র-ব্যবহার চলিতে লাগিল। কিন্তু, একদিন একখানি সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম—আমার প্রিয়তম লিখিয়াছেন যে, বিবাহিতাবস্থায় জীবন যাপনাপেক্ষা একাকী থাকিয়া ধর্ম্মালোচনাই তিনি শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। তাঁহাব নিকট হইতে আব আমি কোন সংবাদ পাই নাই।

"এই আমাব কথা। অবশ্য আপনি যেরূপ মনে কবিয়াছিলেন, ইহা সেরূপ চিত্তাকর্ষক হইল না। তবে বিশেষত্ব এই যে, এরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হইলেও মানুষের প্রতি আমার ভালবাসা কমে নাই—জনসেবা করিতে আমি এখনও সদাসর্ব্বদাই প্রস্তুত। প্রকৃত পক্ষে মানুষের প্রতি আমার ভালবাসা বৃদ্ধিই পাইয়াছে।"

শীলানন্দ ধীরে ধীবে মিস্ ষ্টীভেন্‌সনের হাত গ্রহণ করি-

লেন। তিনি যে তখন কি করিতেছিলেন, বা কি বলিতে-ছিলেন, তাহা যেন তাঁহার ঠিক ছিল না। ধীরে ধীরে গদ্‌গদ স্বরে তিনি বলিলেন, "মিস্ ষ্টীভেন্‌সন্! এই দুইটী দিন যে আমি কি ভাবে কাটাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার মনে হইতেছিল যে ভগবান ও মানুষ—আমি উভয় কর্ত্তৃকই পরিত্যক্ত। আমি প্রার্থনা দ্বারা হৃদয়কে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু ফল পাইতাম না। হঠাৎ তুমি আসিলে—স্বয়ং ভগবানই তোমাকে পাঠাইয়াছেন—আমার প্রার্থনার বলেই তুমি আসিয়াছ। তুমি কি আমাকে বিবাহ করিবে?"

মিস্ ষ্টীভেন্‌সন্ শুনিতে শুনিতে বিবর্ণা হইয়া গিয়াছিলেন—"মিঃ শীলানন্দ! আপনি কি বলিতেছেন? এই দুই দিনের চিত্ত-চাঞ্চল্যে আপনার কি মতিভ্রম হইয়াছে?"

"আপনি তাহা মনে করিবেন না। যে দিন আপনাকে প্রথম দেখিয়াছি, সেই দিন, সেই সময় হইতেই, আপনাকে ভাল বাসিয়াছি। কিন্তু, আমি যদি ঠিক না বুঝিতাম যে, এ সময়ে স্বয়ং ভগবানই আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা হইলে আমরণ একথা আপনাকে বলিতাম না। আমার মনে হইতেছে যে ভগবানই প্রত্যাদেশ করিতেছেন, ইঁহাকে গ্রহণ কর। ইনি তোমারই।"

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। অবশেষে শীলানন্দ বলিলেন, "মিস্ ষ্টীভেন্‌সন্, আমি অনেক চিন্তা

করিয়াছি, কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি নাই।” একটু নীরব থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “আমি যে কি করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। আমার কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই যেন এই কয়দিন ক্রমাগত শাস্তি ভোগ করিতেছি। জীবনে একটা কাজ করিয়াছি, তজ্জন্য পুরস্কৃত হইব, কি শাস্তি পাইব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না—খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ। এ কয়দিনের অসহনীয় ক্লেশ ইহার জন্যই হইতেছে কি না জানি না। বুঝিতে পারি না যে নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিশুখৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই যিশুখৃষ্ট আমাকে এই শাস্তি দিতেছেন কি না?”

“মিঃ শালানন্দ। আপনি কি বলিতেছেন?”

“আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতেছে যে, যদি আমি কিছুক্ষণের জন্য খৃষ্টধর্ম্ম বর্জ্জন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয় ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতাম।”

“এ আবার আপনি কি বলিতেছেন? খৃষ্টধর্ম্ম কি অঙ্গাবরণ যে ইচ্ছামাত্র পরিতে ও খুলিতে পারেন? আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, আপনি না বুঝিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার মনে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে আপনার মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মও আছে।”

“তাহা হইলে বলিতে হয় যে, এই বিশ্বাসই আমার অন্তরায় হইতেছে।”

"তর্কদ্বারা যাহাকে পরাজিত করা যায় না তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস; যতক্ষণ পরাজিত না হয়, ততক্ষণ বিশ্বাস। বিশ্বাসীর ইহাই লক্ষণ।"

"বিলক্ষণ! আপনি কি বলিতে চান যে, না বুঝিয়াও কোন কাজ করা কর্ত্তব্য? তবে ইহা মনে হয়, শতাব্দীতেও যাহা শিক্ষা না হয়, এক রাত্রিতেই তাহা শিক্ষা করা যায়। আমি যদি স্থপতি হইতাম তবে বিশ্বাসীকে নিম্নোক্তরূপে প্রস্তুত করিতাম—মনুষ্য-মূর্ত্তি, মুখের ভাব এরূপ যে কথা কহিবে; হস্তদ্বয় বিস্তৃত, চক্ষু দিয়া যেন দূর, বহু দূর দিগ্‌দিগন্তের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। অবিশ্বাসীকে যুগ্মাসনাসীন, চক্ষু ভূমির দিকে ন্যস্ত, হস্ত দেহের সহিত বিজড়িত করিয়া প্রস্তুত করিতাম। অবিশ্বাসী মনে মনে চিন্তা করিবে, মনে মনে কথোপকথন করিবে, মনে মনে কার্য্য করিবে।"

"অর্থাৎ, আপনি বুদ্ধের কথা উল্লেখ করিতেছেন।"

শীলানন্দ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি ভুলিয়া বিষয়ান্তরে যাইতেছি। আমার জীবনে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে কোন দিন কোন সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু, সেইদিন হইতেই সংসারে আমার স্থান নাই। আমার পিতার মনে কষ্ট দিয়াছি; তাঁহার সহিত কলহ করিয়াছি। এ সকলই আমার ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহণের ফল। ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি বলিয়া তিনি

কি আমাকে দোষী মনে করিবেন? উপরোক্ত দোষের জন্য তিনি কি প্রকারে আমাকে শাস্তি দিতে পারেন? ভগবানের নিকট ত অবিচার নাই। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে অপর দেবতা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহাও ত' মনে করিতে পারি না—কারণ **ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়।** যদি আপনার ও আমার এই এক দেবতাব্যতীত অন্য দেবতা থাকেন—তবে বলিতে হইবে উভয় দেবতাই মিথ্যা।"

হেন্‌রিয়েটা মনে মনে বলিলেন, "হয় এখনও সেই পৌত্তলিক অথবা উন্মাদ।"

শীলানন্দ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এ কয়দিবস আমি কি যাতনা ভোগ করিয়াছি! আমার মনে হয় ইহার একমাত্র কারণ—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ। অধিকন্তু, এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ অন্য কিছুই নহে,—অন্য কোন কারণের ফল। এই কারণ—আমার চঞ্চলতা,—সর্ব্বদাই নূতনত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, যাহা আছে তাহাতে অতৃপ্তি। ইহাও কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের জন্য হইয়াছে। ইহা আমার কর্ম্মফল মাত্র।"

"আপনি কর্ম্মফলের বড় দুঃখকর চিত্র চিত্রিত করিতেছেন।"

শীলানন্দ যেন আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ইহাতে কি যায় আসে? যাহা সত্য, তাহা বিবেচনা

করিতে দোষ কি ? নিয়তিচক্রে পিষ্ট হইব সেও ভাল—তথাপি দেবতার কষাঘাত সহ্য করিতে পারিব না।”

“আপনি এই মাত্র বলিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্যই আপনার এই শাস্তি হইয়াছে। আপনি সদুত্তর চান কি ? আপনি মনে করুন না কেন যে, আপনার আন্তরিক ভক্তির অভাব, অবিশ্বাসই এই সকল যন্ত্রণার কারণ ? আপনি মনে করেন যে আপনি প্রকৃত বিশ্বাসী ; কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে আপনার মনে বিশ্বাস অবিশ্বাসের উভয়েরই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। আপনি কেন মনে করেন যে, আপনার তথাকথিত বিশ্বাসের জন্যই আপনার ক্লেশ ও শাস্তি হইতেছে ? প্রকৃত পক্ষে আপনার কি ক্লেশ বা শাস্তি হইয়াছে ? আর যদিচ হইয়া থাকে, তবে কি উহা আপনার অবিশ্বাসের জন্য হয় নাই ? আপনি একজন বণিক্‌কে কিছু টাকা দিয়াছিলেন—এক্ষণে আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছেন না যে, উহা তাহার ব্যবহারেই রাখিবেন অথবা ঈশ্বর-সেবায় নিয়োজিত করিবেন। আপনি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই কার্য্য করিয়াছেন এবং অপরের সহানুভূতি হারাইয়াছেন। আপনি চিত্ত-চাঞ্চল্য লইয়া উপনিবেশে আসিয়াছিলেন। দুই রাত্রি সুনিদ্রা হয় নাই—আহারাদিও সময়মত হয় নাই,—আর অন্য কি কারণ হইতে পারে ? জীবনে প্রকৃত দুঃখ ঘটুক—সেই সময়ে আপনার অন্তঃকরণ হইতে কি উত্তর হয়, তাহাই লক্ষ্য করিবেন।”

শীলানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার কি হইয়াছে? কিছুই হয় নাই,—কেবল তাঁহার উৎসাহ-হীনতার জন্যই এইরূপ হইয়াছে। আমার কি হইয়াছে যে চিন্তা করিতে পারে, তাহার, কার্য্যের ত অর্দ্ধেক হইয়া যায়। নিজের আত্মানুসন্ধান আরম্ভ করিলেই নিজের স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শীলানন্দ হেন্‌রিয়েটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি না বলিলেন সিংহ টাকা জমা দিয়াছেন?" হেন্‌রিয়েটা সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন। শীলানন্দ তাঁহার পকেট-বই হইতে একখানি কাগজ ছিঁড়িয়া তাহাতে কি লিখিয়া হেন্‌রিয়েটাকে দিলেন। হেন্‌রিয়েটা পড়িলেন, "পত্র-বাহককে সিংহ প্রদত্ত টাকা দেওয়া হোক।" তিনি উহা শীলানন্দকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "আপনি এ চিঠি বাবাকে অথবা রস্ সাহেবকে দিবেন।" শীলানন্দ ইহাতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হওয়াতে হেন্‌রিয়েটা বলিলেন, "আচ্ছা দিন, আমিই বাবাকে দিব।"

কথা কহিতে-কহিতে তাঁহারা ষ্টীভেন্‌সনের গৃহে পৌঁছি-লেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ষ্টীভেন্‌সন্ ও রস্ সাহেব তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রস্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপনিবেশের কার্য্যাবলী কিরূপ ভাবে চলিতেছে?"

"বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, উপনিবেশ জন-শূন্য হইয়াছে—নবদীক্ষিত সকলেই চলিয়া গিয়াছে।"

"সে কি? আপনি কি বলিতেছেন?"

"আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ, আমি ক্রোধান্ধ হইয়া একজনকে আঘাত করি। এই জন্য সকলে চলিয়া গিয়াছে।"

ঘরে কিছুক্ষণের জন্য 'টু'শব্দও শ্রুত হইল না। অবশেষে ষ্টিভেন্‌সন্ বলিলেন, "অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই।"

রস্ বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাদিগকে টাকা দিতে স্বীকার করিয়া যদি দুঃখিতই হইয়াছিলেন, তবে আমাদের পরিষ্কার বলিলেই ত হইত! এরূপ উপায় অবলম্বনের কি আবশ্যকতা ছিল?"

শীলানন্দের বাক্‌রোধ হইল। হেন্‌রিয়েটার মুখ রক্তবর্ণ হইল—তিনি সসম্ভ্রমে শীলানন্দ-প্রদত্ত কাগজখানি রস্ সাহেবকে দিলেন। রস্ সাহেব অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "ও, দেখিতেছি আমার ভুল হইয়াছে। যাহা হউক আমি এখনই ব্যাঙ্কে চলিলাম; টাকাটা হাতে আনাই শ্রেয়ঃ।"

রস্ সাহেব চলিয়া গেলে মিঃ ষ্টীভেন্‌সন্ শীলানন্দকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শীলানন্দ উত্তর করিলেন, "আপনার কন্যা সকল বিষয়ই জানেন। তিনিই বলিবেন। আমি এক্ষণে বাড়ী চলিলাম।" শীলানন্দ অতঃপর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শীলানন্দ গৃহে পৌঁছিয়া পিতা ও ভগিনী প্রত্যাগমন করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন

যে, তাঁহারা তখনও ফিরেন নাই। দেখিলেন যে তাঁহার জন্য সিংহলী ভাষায় লিখিত একখানি পত্র রহিয়াছে। পত্রখানি সিংহ লিখিয়াছেন :—

"শীলানন্দ, দয়া কর। নতজানু হইয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমার প্রতি মায়া না হয়, আমার স্ত্রী ও চারিটী সন্তানের দিকে চাও। কোন ধর্ম্মই, এমন কি তোমার নূতন ধর্ম্মও শিক্ষা দিবে না যে, অপরের অপকার কর।"

পত্র পড়িয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন—পত্রখানি তাঁহার হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। সিংহের জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ কাঁদিয়া উঠিল। সিংহের কি হইয়াছে জানিবার জন্য তিনি তখনই বাজারে গেলেন; শুনিলেন সেই তিন হাজার টাকার জন্য সিংহের দোকান উঠিয়া গিয়াছে—সিংহ স্ত্রী-পুত্রাদিসহ পথে দাঁড়াইয়াছেন। উপায় কি? তিনি ষ্টিভেন্‌সন্ সাহেবের বাড়ী চলিলেন। বস্ সাহেবকেও তথায় দেখিয়া তিনি তাঁহার টাকা ফেরত চাহিলেন। বস্ সাহেব এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় বলিলেন, "আজ আপনি টাকা দিলেন, আজই আপনি আবার উহা ফেরৎ চাহিতেছেন। টাকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অবশ্য ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে সিংহের লোকসান হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, একজনের লোকসান হইলেও কতজনের

উপকার হইবে। সিংহ দেউলিয়া হইলেও এই তিন হাজার টাকাব জন্যই যে সে দেউলিয়া হইয়াছে, ইহা কে বলিতে পারে? সুতবাং সকল দিক বিবেচনা কবিয়া দেখিতে হইবে; আমাদেব কর্ত্তব্য ভুলিলে চলিবে না। আমবা টাকা ফেবৎ দিতে পাবি না।"

শীলানন্দ ব্যর্থমনোবথ হইয়া গৃহে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, পিতা প্রত্যাবর্ত্তন কবিয়াছেন। এ সংবাদে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার আশা হইল, সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে পিতাই তাঁহাব প্রার্থনা পূর্ণ কবিবেন। কিন্তু পিতা কোথায়, এই কথা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তব পাইলেন যে, তিনি পীড়িত। উপায়ান্তর বিহীন হইয়া পীড়িত পিতাব শয্যার নিকট গমন করিয়া তিনি সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রেবত প্রথমে কোন উত্তব করিলেন না। পবে শীলানন্দের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় বলিলেন, "আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, টাকা দিতে পারিব না— দিব না।"

"কেন?"

"এরূপ প্রশ্ন করিবার তোমার কোন অধিকারই নাই", বলিয়া বৃদ্ধ শয্যা ত্যাগ করিলেন। শীলানন্দ মনে করিলেন পিতার পায়ে ধবিয়া প্রার্থনা করিবেন। ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যেমন তিনি পা ধরিলেন, বৃদ্ধও হঠাৎ

পড়িয়া গেলেন। খট্টাঙ্গে লাগিয়া বৃদ্ধের মাথা ফাটিয়া গেল। রক্ত দেখিয়া শীলানন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "অম্বাকে ডাক।" ইহাই তাঁহার শেষ কথা। সেই রাত্রেই তিনি তথাগতের নিকটে পৌঁছিলেন। পুত্র-কন্যার সহিত আর তাঁহার বাক্যালাপ হইল না।

শীলানন্দ ভগিনীর দিকে চাহিলেন। "আমি পিতৃহন্তা, আমার জীবনে আর শান্তি নাই।"

ভাগিনীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। "ভাই! ভাই! তুমি যদি কলিকাতায় না যাইতে!"

শীলানন্দ বলিলেন, "ভগিনী! আমার পাপের শান্তি নাই; আত্মনিগ্রহে মুক্তি নাই; ভালবাসায় রক্ষা নাই। একমাত্র উপায় তথাগতের চরণে আশ্রয়। আমি আমিত্ব বিসর্জ্জন দিব—তাহা হইলেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

অম্বা কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। শীলানন্দ বলিতে লাগিলেন, "বণিক্ সিংহকে তিন হাজারের স্থলে ছয় হাজার দিতে হইবে। তৎপরে জগৎ শীলানন্দবিহীন হইবে। নূতন শীলানন্দ অপরের সহিত সংশ্রব রাখিবে না, তাহার নিজেরই যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। আগামীকল্য আমি

মঠে প্রবেশ করিব—সংসার ত্যাগ করিব। আর ভগিনী তুমি কি করিবে?

"ভাই! আমিও তোমারই পথানুসরণ করিব।"

জীবন্মুক্ত
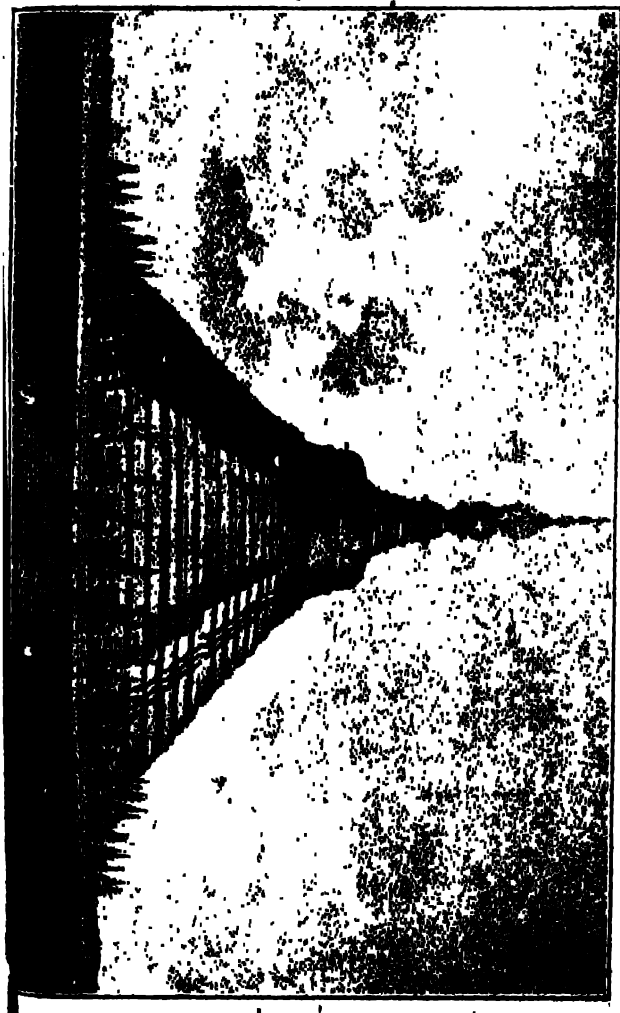
পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীর অনতিদূরে গৌতম নামে এক প্রৌঢ় গৃহস্থ বাস করিতেন। সংসারে তাঁহার বিশেষ কোন অভাব ছিল না,—সংসারে তাঁহার স্পৃহাও ছিল না। তাই কিয়দ্দিনসান্তে তিনি সংসার-মায়া ছেদনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, স্বগ্রামবাসী দুই তিন জনের সহিত এক-মতাবলম্বী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গে রহিল কেবল এক দণ্ড, পরিধানে থাকিল এক বস্ত্র, আর এক উত্তরীয়।

চৌ-মাথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীরা সোজা পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গৌতম মনে করিলেন, "সকলে সোজা পথে যায়; আমি তাহা করিব না, আমি বাম দিকের পথে অগ্রসর হইব।" তাঁহার সঙ্গীরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "ভাই, ও-পথে কেহ যায় না; আমাদের সঙ্গে আইস। দেখিতেছ না, সকলেই আমাদের পথে যাইতেছে।" গৌতম তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। "আমি এই পথেই যাইব," বলিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। তাহারা বলিল, "ও পাগল। উহাকে যথা-ইচ্ছা যাইতে দাও।"

গৌতম একাকী চলিতে লাগিলেন—এ পথ নূতন, এ পথে অন্য পথিক নাই।

কিয়দ্দূর যাইয়া তিনি এক নূতন স্থানে উপনীত হইলেন। স্থানটী নিতান্ত অপরিচিত, তথাপি তিনি চলিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা আসিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে কেবলই মরুভূমি, আর সেই মরুভূমির মধ্যে তিনি— আর সম্মুখে তাঁহারই ছায়া। গৌতম সেই মরুভূমি দেখিলেন, সেই ছায়া দেখিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন, "যদি মৃত্যুকে পরাজিত করিতে না পারি, তবে বৃথাই জীবন ধারণ করিয়াছি। আমি অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। রমণী-তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিয়াছি। সম্মান-বিষ আর আমায় জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি মৃত্যুকে পরাভব না করিতে পারি, তবে অর্থে বিতৃষ্ণা, রমণীত্যাগ, সম্মানে নিস্পৃহতায় কি যায় আসে?" চিন্তাকুল চিত্তে, অবনত মস্তকে তিনি অগ্রসর হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে তিনি এক নূতন দৃশ্য দেখিলেন,— ক্ষুদ্র একটী মনোরম উপবন। সেই উপবনমধ্যে উপবিষ্ট এক প্রশান্ত-বদন বৃদ্ধ। গৌতম তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। মনে করিলেন, "আমি এই অশীতিপর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিব, ইনি হয় ত মৃত্যুকে পরাজয়ের উপায় নির্ণয় করিয়া দিবেন।"

তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মৃত্যুকে কি প্রকারে পরাজিত করিতে পারা যায়, মহাশয় কি তাহা জ্ঞাত আছেন?"

বৃদ্ধ হাসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কাঞ্চনের মায়া কাটাইতে পারিয়াছ?"

"হাঁ মহাশয়, পারিয়াছি।"

"সম্মান-মোহ?"

"তাহাও পারিয়াছি।"

"রূপ-তৃষ্ণা?"

"তাহাও কাটাইয়াছি।"

"কি প্রকারে তুমি ধনতৃষ্ণা জয় করিয়াছ?"

"সন্দেহ দ্বারা।"

"সম্মান-স্পৃহা?"

"সন্দেহ দ্বারা।"

"রূপ-মোহ?"

"সন্দেহ দ্বারা।"

"আমার নিকট সমস্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর।"

তখন গৌতম বলিতে লাগিলেন, "বহু দিবস আমি বারাণসীর অনতিদূরে বাস করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়াছি। এক দিন, অসম্ভব উপায়ে আমি প্রভূত ধন লাভ করিলাম। এই রাশীকৃত ধন দেখিয়া আমার মনে লোভ হইল। আমি ক্রমে ক্রমে আমার ধনরাশি বৃদ্ধি করিতে লাগিলাম। এই ধন এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, দস্যু-ভয়ে

আমি ইহা অপরের নিকট গচ্ছিত রাখিলাম। কিন্তু ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার দুর্দ্দশাও বৃদ্ধি পাইল। কি করিয়া আরও ধনবৃদ্ধি করিব, আমি সর্ব্বদাই সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এত কষ্টে যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, পাছে কোন দিন তাহা হারাই, সেই চিন্তা আসিল। কিন্তু অর্থের দুর্দ্দশার কথা আমার মনে আসিল না। যাহার নিকট আমার ধন গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, সে একদিন দেউলিয়া হইল। আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া আমার দ্বারে ভিক্ষা চাহিলেন। আমি ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলাম, 'আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি—তথাপি তুমি আমার নিকটই ভিক্ষা চাও?' তাহাতে তিনি তাঁহার ভিক্ষাপাত্রস্থিত অর্দ্ধেক অন্ন আমাকে প্রদান করিলেন। আমি বলিলাম, 'ইহা কি হইবে?' তিনি উত্তর করিলেন, 'ক্ষুধা দূর হইবে—আর কি চাও?' আমি উত্তর করিলাম, 'আহারের সম্বল আমার আছে। তোমার অন্ন আমি চাহি না; আমার সর্ব্বস্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।' সন্ন্যাসী চলিয়া যাইবার সময় বলিলেন, 'নির্ব্বোধ। দারিদ্র্য কি মহৎ দান তাহা যদি বুঝিতে।'

"তাঁহার প্রস্থানের পরে আমি তাঁহার পরিত্যক্ত অন্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তাকুল হইলাম। এই ভিক্ষুক দিন

আনে, দিন খায়; অথচ অনায়াসে ভিক্ষালব্ধ অন্নের অর্দ্ধাংশ আমাকে দিতে পারিল। আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, এতদিন যে ভাবে আমি কালাতিপাত করিয়াছি, তাহাই কি ঠিক? চিন্তা করিতে করিতে আমি নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গে আমার দুর্দ্দশা অন্য ভাবে আমার সম্মুখে দেখা দিল। অপরের নিকট ধন গচ্ছিত আছে কি না তাহা চিন্তা করিয়া ফল কি? ঐ ধন অপরের হইলে আমি ত উহা স্পর্শও করিতাম না। তৎপূর্ব্বে অনশনে দেহত্যাগ করিতাম। আমি কি এখন অধিকতর নিশ্চিন্ত চিত্তে কাল কাটাইতে পারিব না?—এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি ধনের কথা বিস্মৃত হইলাম।

"কিন্তু, এক্ষণে আমার হৃদয়ে অন্য চিন্তা উপনীত হইল। আমার গচ্ছিত ধন নষ্ট হইয়াছে। এখন আমি কি উপায়ে দেহ ধারণ করিব? এরূপ চিন্তায় আমার মন অশান্ত হইল। অবশেষে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

"আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিশেষ যত্নের সহিত বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্লেশকর ধ্যানে ব্রতী হইলাম। একজন সন্ন্যাসীর নিকটে শুনিলাম যে, আমি অন্যান্য সন্ন্যাসীর ও গৃহীর দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছি। শুনিয়া হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আমি অধিকতর

দৃঢ়তার সহিত ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাছে বিদ্যায় আমার উদর ফাটিয়া যায়, তাই আমি কটিদেশে লৌহবন্ধনী পরিধান করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলাম—সম্প্রদায়ে অপর কোনও সন্ন্যাসীর এ অধিকার ছিল না।

"একদিন ভিন্নদেশীয় এক সন্ন্যাসী তথায় বিচারার্থ আগমন করিলেন। তিনি বিলক্ষণ খ্যাতাপন্ন। আমাকে তিনি বিচারার্থ আহ্বান করিলেন। আমি পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিলাম। অবশেষে আমি মিথ্যার আশ্রয় লইব স্থির করিলাম। কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কি প্রকারে তাহা জানিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'উন্মুক্ত তরবারি হস্তে এক দৈত্য তোমার ঊর্দ্ধে রহিয়াছে—মিথ্যা বলিবামাত্র সে তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিবে।' আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। আমার খ্যাতি আর রহিল না; অধিকন্তু আমি মিথ্যার আশ্রয় লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ইহা সকলেই জানিতে পারিল।

"আমি আমার কুটীর-দ্বারে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'খ্যাতি লাভেচ্ছা আমাকে এত নীচ করিয়াছে।' আমার ললাটে তখনও তর্কযুদ্ধজনিত ঘর্ম্ম ছিল। নিকটে ক্ষুদ্র একখানি তালবৃন্ত দেখিয়া আমি শ্রান্তি অপনোদনের জন্য ধীরে ধীরে উহা দ্বারা নিজেকে ব্যজন করিতে লাগিলাম। আমার গাত্রে বায়ু লাগাতে আমি

মনে করিতে লাগিলাম, 'ইহা কি? এই ব্যজনী বায়ু আনয়ন করে? পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে প্রভঞ্জন বহে, তাহাও কি এই ভাবে আইসে না? আমরা বলি ইহা ইন্দ্র করিতেছেন, ইহা বরুণ আনয়ন করিলেন, কিন্তু প্রভঞ্জনও কি ব্যজনী-সঞ্চালিত বায়ুর ন্যায় ঘটনার অধীন নহে? বারাণসীতে যিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার কথাই কি সত্য?'

"আমি সন্ন্যাসে বীতরাগ হইলাম। মনে করিলাম, 'আমি ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়ে এক অনিত্য বিষয়ের জন্য বাদানুবাদ করিয়াছি। একজন কি অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? কি জন্য আমরা নিজ নিজ শান্তি নষ্ট করিতেছি?' তখন বলপূর্ব্বক লৌহবেষ্ঠনী দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস ত্যাগ করিলাম। নির্জ্জন কোন কুটীরে সামান্য পরিশ্রমজনিত উপায়ে যাহাতে জীবনপাত হয় এবং শান্তি লাভ করিতে পারি, সেই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম।

"নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে আমি শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলাম। এক দিবস দূরবর্ত্তী গ্রামে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। সন্ধ্যাকাল উপনীত হইলে, কলসী কক্ষে এক যুবতী আমার নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইল। যুবতীকে দেখিবামাত্র আমি জ্ঞান-

শূন্য হইয়া, তাহার পিতামাতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার পাণিপ্রার্থী হইলাম। কিন্তু, আমি দরিদ্র—তাঁহারা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। পুনর্ব্বার আমি শান্তি হারাইলাম। সামান্য গ্রাম্য-শিক্ষকের উপার্জ্জিত অর্থে যুবতীর পিতা-মাতা সন্তুষ্ট হইবেন না—তাই আমি পুনর্ব্বার ব্যবসায়ে ব্রতী হইলাম। কিছু সঞ্চয় করিয়াই আমি একটী সুবর্ণবলয় ক্রয় করিয়া আমার মনোহারিণীকে দিলাম। যুবতী তাহা গ্রহণ করিল।

"এই সময়ে গঙ্গায় বন্যা দেখা দিল। আমি রজনীতে বন্যা দেখিবার জন্য গঙ্গাতীরে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, বেলাভূমিতে প্লাবন-তাড়িত কাহার দেহ পতিত রহিয়াছে। সে কাতরোক্তি করিতেছে। মায়ামুগ্ধ হইয়া নিকটবর্ত্তী হইলাম। আর্ত্তের মুখ দেখা যাইতেছিল না, শরীরের অর্দ্ধাংশ জলের মধ্যে, হস্তে একটী ক্ষুদ্র আধার। লোভ আমাকে পরাভূত করিল; মনে করিলাম, আধারে নিশ্চয়ই মূল্যবান দ্রব্য আছে, এ দ্রব্য লাভ করিলে আর আমাকে বিবাহ-পণ সংগ্রহের জন্য কালক্ষয় করিতে হইবে না। আধার গ্রহণ করিয়া দেহটা গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিলাম। সহসা মেঘাবৃত চন্দ্র-প্রকাশে দেখিলাম, সে আমার প্রিয়তমারই মূর্ত্তি, আধারে আমারই প্রদত্ত সুবর্ণ-বলয়। তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলাম। অতি কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিলাম।

"তাহার পর মনে হইতে লাগিল, এ কি ভালবাসা? এ কি প্রেম! যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া একটী জীবকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি নাই, তাহাও হৃদয়ের একটা কলুষিত বৃত্তি মাত্র। আমার মনে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। প্রাতঃকালে গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিল যে, নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া আমি যুবতীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছি। যুবতীর পিতা-মাতা আমাকে তখনই জামাতৃ পদে বরণ করিতে সমুৎসুক হইলেন; আমি কোন কথা বলিলাম না। নীরবে, সকলের অলক্ষিতে, সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

"তাহার পর হইতে আমি কেবল মৃত্যুর বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলাম। ধন-লোভ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে? সম্মান-মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছি, তাহাতে কি লাভ হইয়াছে? রূপ-তৃষ্ণা বর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু তাহাতেই বা কি হইয়াছে? আমি ত মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হই নাই। তাই আমি মৃত্যুকেও জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। তাই মহাশয়কে

জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কি প্রকারে মৃত্যুকে পরাভব করা যায়।”

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, “এই স্থানে অবস্থান কর; আমার গৃহমার্জ্জনা কর; আমার জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ কর; মৌন হইয়া থাক। এই প্রকারে তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিও।”

গৌতম উত্তর করিলেন, “মহাশয়, ইহাতে আমার কি উপকার হইবে? কি প্রকারে আমি তিন বৎসর অতিবাহিত করিব? কল্য যে মৃত্যু আসিবে না তাহা কে বলিতে পারে? আমি চিরস্থায়ী শান্তির প্রয়াসী, তাই মৃত্যুকে এখনই পরাজিত করিতে চাই।”

বৃদ্ধ পুনর্ব্বার হাসিয়া বলিলেন, “তাহা হইলে পর্ব্বতের বৃদ্ধের নিকট যাও।”

“কোন্ পর্ব্বত মহাশয়?”

“মেরু পর্ব্বত।”

“কি প্রকারে তথায় পৌছিব?”

“গঙ্গার এই উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হও। যে স্থানে ইহা পর্ব্বতভেদ করিয়াছে, তথায় উপনীত হইলে তুমি মেরু পর্ব্বত দেখিতে পাইবে।”

“কিন্তু মহাশয়! আমি কি প্রকারে সে স্থান চিনিতে পারিব?”

"তুমি পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে পর্ব্বতই তোমাকে চিনিতে পারিবে।"

"কিন্তু মহাশয়। আমি তথাকার বৃদ্ধকে কি প্রকারে চিনিব ?"

"তিনি তোমাকে দেখিতে পাইলেই তুমি তাঁহাকে চিনিবে।"

ইহা শ্রবণ করিয়া গৌতম সেই মুহূর্ত্তেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ বলিয়া দিলেন, "কেবল একটী কথা স্মরণ রাখিও। মনুষ্যের বাসভূমি পরিত্যাগ করিবার পর তুমি সুবিস্তৃত মরুভূমি ও তুষারাবৃত মাঠ দেখিতে পাইবে। সে স্থানে স্কন্ধে আর উত্তরীয় রাখিও না; উচ্চৈঃ-স্বরে কথা কহিও না; অন্যথা ঝটিকাবৃষ্টিপাতে তোমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। দণ্ডটী সঙ্গে রাখিতে পার।"

গৌতম এই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন বৃদ্ধ পুনর্ব্বার বলিলেন, "বৎস! আর একটী কথা। মেরু পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইলে নয়ন আবৃত করিয়া অগ্রসর হইবে। যতই চক্ষু উন্মীলন করিবে, ততই ইহা তোমা হইতে দূরে যাইবে।"

গৌতম একথাও মনে রাখিয়া, সাহসের সহিত অগ্রসর হইলেন।

বহুদিবস পর্য্যটন করিয়া তিনি মথুরা নগরীতে উপনীত

হইলেন। তথায় মহাকাল-মূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন। সহস্র সহস্র উপাসক তথায় হত্যা দিতেছিল। গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে ?"

তাহারা উত্তর করিল, "তুমি সন্ন্যাসী অথচ লয়কর্ত্তা মহাকালকে চেন না ?"

গৌতম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাকাল কি মৃত্যু ?"

তাহারা উত্তর করিল, "আমরা জানি না।"

গৌতম পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ইনি জীবন ?"

তাহারা পুনর্ব্বার বলিল, "আমরা জানি না।"

"তবে তোমরা ইহার পূজা কর কেন ?"

"তাহা ত জানি না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা করিতেন।"

"ইহারা বুদ্ধিভ্রষ্ট" বলিয়া গৌতম সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

পথিমধ্যে আরও বহুদিন অতিবাহিত করিয়া ক্রমে গৌতম হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধীশ্বর ও লক্ষ লক্ষ যোদ্ধার অধিনায়ক এক নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। গৌতম নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নগরবাসী উৎসবানন্দে উন্মত্ত; গৃহগুলি সুসজ্জিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগরে কিসের উৎসব ?"

নাগরিকেরা উত্তর করিল, "বিদেশী, আমাদের এস্থানে প্রতিদিনই উৎসব।"

ইতিমধ্যে সুসজ্জিত একদল যুবক ও যুবতী তথায় উপনীত হইল। তাহারা সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিল। গৌতম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার কার্য্য যে অসমাপ্ত রহিয়াছে! যুবক যুবতীর দল হাসিয়া বলিল, "সন্ন্যাসীরও কার্য্য?" গৌতম উত্তর করিলেন, "আমি মৃত্যুকে পরাজিত করিতে মেরুপর্ব্বতে যাইতেছি।"

তাহারা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। একে অপরকে বলিতে লাগিল, "সন্ন্যাসী মেরুপর্ব্বতে যাইতেছেন; মৃত্যুকে পরাজয় করিতে।", তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন আপনি ইহার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন? মৃত্যুকে পরাজয় করিবার কি প্রয়োজন?"

গৌতম বলিলেন, "প্রয়োজন আছে। তোমরা কি আমার সঙ্গে যাইবে?"

তাহারা উত্তর করিল, "সন্ন্যাসী, আমাদের সময় কই?"

"তোমরা এক্ষণে কি করিবে?"

"আমরা এক্ষণে মনোরম নৃত্য করিব।"

"তার পর?"

"নৃত্যান্তে আমরা অবগাহন ও অঙ্গে গন্ধদ্রব্য লেপন করিব।"

"তার পর ?"

"আমরা পানভোজন করিব।"

"তার পব ?"

"যখন বাত্রি আসিবে, আমবা আমোদে ব্যাপৃত থাকিব।"

"পবে ?"

"আমবা পুনর্ব্বাব অবগাহন, অঙ্গে গন্ধদ্রব্য লেপন ও বন্ধুবান্ধবেব সহিত আমোদে নিযুক্ত হইব।"

"তাব পব ?"

"তার পব আবার কি ? আজ যেরূপ আনন্দে রত থাকিব, কল্যও সেইরূপ।"

গৌতম ভাবিলেন, "ইহাবাও নির্ব্বোধ।" এই মনে কবিয়া তিনি পুনর্ব্বাব চলিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পবে তিনি হবিদ্বাবে উপনীত হইয়া, অনেক যোগীকে কষ্টসাধ্য যোগ-সাধনায় ব্রতী দেখিলেন। একজন কেবল বৃক্ষেব শিকড় আহার করিয়া তপ কবিতেছিলেন ; দ্বিতীয় যোগী দিনান্তে একটী তণ্ডুলকণা গ্রহণে দিনপাত কবিতেছিলেন ; তৃতীয় যোগী দিবারাত্র নাভিমূল জলে নিমজ্জিত বাখিয়া যোগসাধন করিতেছিলেন ; চতুর্থ সূর্য্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়াছিলেন ; একজন চতুষ্পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত কবিয়া তন্মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। সকল সন্ন্যাসীই এবম্প্রকারে নিরতিশয় কঠোর তপে নিযুক্ত

ছিলেন। গৌতম নিকটে উপনীত হইলে তাঁহারা সাগ্রহে তাঁহাকেও দলভুক্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। গৌতম বলিলেন, তিনি মেরুপর্ব্বতে মৃত্যুকে পরাভব করিতে যাইতেছেন।

সন্ন্যাসীবৃন্দ বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের উদ্দেশ্যও তাহাই।"

গৌতম তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা কি প্রকারে মৃত্যুকে পরাভব করিবেন?"

তাঁহারা বলিলেন, "ক্লেশকর তপশ্চারণ করিলে আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মত্ব লাভ করিব এবং মৃত্যুকে পরাভব করিব।"

গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মত্ব কি চক্ষে দেখিবেন, না অন্তরে অনুভব করিবেন? আর, আপনারা কি প্রকারে অবগত হইবেন যে, এরূপে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়?"

"ঋষিরাই ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।"

"তাহা হইলে ঋষিরা অবশ্যই ইহা দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহারাই ইহা বিশেষভাবে অবগত হইয়াছেন।"

"আমাদের তাহাই বিশ্বাস।"

"তবে আপনারা সেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক?"

"নিশ্চয়ই! গৃহশূন্য ব্যক্তি যেরূপ নিজগৃহ অন্বেষণ করে, আমরাও সেইরূপ তাহারই অনুসন্ধান করিতেছি।"

গৌতম মনে মনে বলিলেন, "এই সকল

সাধুব্যক্তি জানেন না যে, বন্ধন মাত্রেই ক্লেশ আনয়ন করে। অনিশ্চিত দ্রব্যের জন্য বন্ধনে অধিকতর ক্লেশ আনয়ন করে। এই সকল সন্ন্যাসী মৃত্যুকে পরাভব করিতে ইচ্ছুক নহেন। ইহারা মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইতে ইচ্ছুক। ইহারাও অজ্ঞ।" এই বলিয়া তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

পর্য্যটনান্তে তিনি এক তুষারাবৃত জনপদে উপনীত হইলেন। সেস্থান লোকশূন্য ছিল, তিনি উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল দণ্ডহস্তে অগ্রসর হইলেন। অতঃপর যেস্থানে গঙ্গা পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে, তথায় তিনি উপনীত হইলেন।

এই স্থানে তিনি মেরু পর্ব্বতের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকের পর্ব্বত তিনি একে একে দেখিতে লাগিলেন; সবগুলিই তাঁহার নিকট এক প্রকার বোধ হইতে লাগিল। লক্ষ্য করিতে করিতে তাঁহার বোধ হইল যেন তন্মধ্যে একটী পর্ব্বত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উহাই মেরু পর্ব্বত। পর্ব্বতে পৌঁছিবার জন্য তিনি বেগে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যে, তিনি যতই অগ্রসর হইতেছেন, পর্ব্বত ততই পশ্চাৎগামী হইতেছে। অবশেষে বৃদ্ধের কথা তাঁহার স্মরণ হইল, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পর ভাবিলেন, পর্ব্বতের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি কিনা চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার দেখিয়া লই। চক্ষু উন্মীলন করিলেন,—দেখিলেন পর্ব্বত সেই ভাবেই আছে। পুনঃ পুনঃ তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন—মনে ভাবিলেন পর্ব্বত এবার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অমনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, পর্ব্বত সেই ভাবেই আছে, দূরে,—দূরে,—বহু দূরে। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ কি তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়াছিলেন? চক্ষু যদি তিনি উন্মীলন নাই করেন, তবে কি প্রকারে বুঝিবেন যে, তিনি মেরুপর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন?

গৌতম ক্রোধান্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভীষণ বজ্র-নিনাদ। গৌতম প্রমাদ গণিলেন। আশ্রয়ের স্থানও ছিল না; সঙ্গে-সঙ্গে তুষার ও শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। গৌতম মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়া ভূমিতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "মৃত্যু। তাহাই হউক।"

অকস্মাৎ প্রকৃতি অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। মেরুপর্ব্বত তাঁহার অতি নিকটে। এবার আর তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। নির্ব্বিকার চিত্তে অগ্রসর হইতেই তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন। এক মুহূর্ত্তেই নিদ্রা। কিন্তু সে কি নিদ্রা! জাগিয়া তাঁহার

মনে হইতে লাগিল যেন তিনি যুগযুগান্তর নিদ্রাভোগ করিয়াছেন, আর তাহারই ফলে তিনি শান্তিলাভ করিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মেরুপর্ব্বত অদৃশ্য হইয়াছে, এবং সে স্থলে একজন বৃদ্ধ বসিয়া নিজ ছিন্নবস্ত্র সীবন করিতেছেন। গৌতম সেই বৃদ্ধের নিকট মেরুপর্ব্বতের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন স্থির করিলেন। চিন্তা করিতে না করিতে সেই বৃদ্ধ মস্তক তুলিয়া চাহিলেন-- গৌতম বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই মেরুপর্ব্বতের বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌতম। আসিয়াছ?" গৌতম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বৃদ্ধ কি প্রকারে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন! বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি শত শত যুগ হইতে তোমার নাম শুনিয়া আসিতেছি। তুমি কি জন্য এ স্থানে আসিয়াছ?"

"কি করিয়া মৃত্যুকে পরাভব করিতে পারা যায়, তাহাই আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ পুনর্ব্বার হাসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সুবর্ণের মোহ ত্যাগ করিতে পারিয়াছ?"

"হাঁ মহাশয়।"

"তুমি কি রূপ-তৃষ্ণায় কাতর হও না?"

"না মহাশয়।"

"তুমি কি সম্মান-স্পৃহা ত্যাগ করিয়াছ?"

"হাঁ মহাশয়।"

"কি প্রকারে তুমি সুবর্ণের মোহ ত্যাগ করিয়াছ ?"

"সন্দেহ দ্বারা।"

"আর রূপতৃষ্ণা ?"

"তাহাও সন্দেহ দ্বারা।"

"আর সম্মান তৃষ্ণা ?"

"তাহাও ঐ প্রকারে।"

"আমার নিকট বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর।"

গৌতম পুনর্ব্বার সেই পুরাতন কাহিনী নিবেদন করিলেন। বৃদ্ধ সকল কথা শুনিয়া মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে বলিলেন, "বৎস। উত্তম করিয়াছ। তুমি সুবর্ণের মোহ কাটাইয়াছ, তুমি রূপতৃষ্ণায় কাতর নও, সম্মান-মোহ আর তোমাকে উত্তেজিত করে না। কিন্তু তুমি কি জীবনকেও পরাজিত করিয়াছ ? কারণ, তাহা না করিলে তুমি মৃত্যুকে পরাজিত করিতে পারিবে না।"

গৌতম বলিলেন, "মহাশয় ! জানি না, জীবন কি ? আমাকে তাহা দেখাইতে আজ্ঞা হউক। তাহা হইলে আমি তাহাকেও পরাজিত করিব।"

"তুমিই জীবন।"

"পিতঃ ! আমি কি ?"

"তুমি নিজেতেই তন্ময়। মৃত্যুকে পরাজিত করিবার পূর্ব্বে তোমাকে ইহাও পরাজিত করিতে হইবে।"

তখন গৌতম হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "পিতঃ, উত্তম আদেশ দিয়াছেন। আমাকে শিক্ষা দিন, আমি প্রস্তুত আছি।"

বৃদ্ধ আবার হাসিলেন; বলিলেন, "বৎস। তুমি অনেক কার্য্য সাধন করিয়াছ। কিন্তু, মনে রাখিও, কার্য্য সম্পাদনেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না, নিবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ কার্য্য।"

"আমি কি সর্ব্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারি নাই, পিতঃ?"

"তোমার এ নিবৃত্তি নিবৃত্তি নহে।"

"পিতঃ। তাহা হইলে আমাকে নিবৃত্তি শিক্ষা প্রদান করুন।"

বৃদ্ধ গৌতমকে তিনটী কৃষ্ণবর্ণের পারাবত দিলেন—পারাবতগুলি অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কোথায় একটু শ্বেতচিহ্নও ছিল না। বৃদ্ধ কহিলেন, "কাল পুনর্ব্বার আসিও এবং এই পারাবতগুলিতে কি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আমাকে বলিও।"

গৌতম সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এগুলি লইয়া কি করিব?"

পরদিবস তিনি বৃদ্ধের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "প্রতি পারাবতেরই এক একটী করিয়া শ্বেত পক্ষ দেখা দিয়াছে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "সাধু, বৎস, সাধু। ধৈর্য্য ধর। তুমিই মৃত্যুকে পরাভব করিতে পারিবে, ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাস। প্রতিদিনই ইহাদের এইরূপ এক একটী করিয়া শ্বেতপক্ষোদ্গম হইবে। ধৈর্য্য ধরিয়া শেষ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। অবশেষে যখন পারাবতে আর একটুকুও কৃষ্ণবর্ণ থাকিবে না, তখন তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে এবং আহার শেষ করিয়া আমার নিকট আসিবে। তখন আমি, মৃত্যুকে কি ভাবে পরাভব করিতে হইবে, তাহা তোমাকে শিক্ষা দিব।"

গৌতমের নিকট এ কার্য্য অতি সহজ বোধ হইল। তিনি প্রসন্ন চিত্তে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল;—প্রতিদিন পারাবতগুলির দেহে একটী একটী করিয়া শ্বেত পক্ষ দেখা দিতে লাগিল। প্রত্যহই শ্বেতপক্ষ দেখা দেয়, সুতরাং গৌতম আশায় আশায় রহিলেন। প্রথম প্রথম তিনি ভাবিতেন, "আহা। কবে শেষ পক্ষটী দেখিব?" কিন্তু দীর্ঘকাল আশায় আশায় থাকিয়া তাঁহার মনে আর এচিন্তা উদিত হইত না—তিনি নিস্পৃহ চিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ বৎসর আসিল ;—সে বৎসরও অতিবাহিত হইল। সপ্তম বৎসর আসিল, আর অল্পই কৃষ্ণবর্ণের পক্ষ অবশিষ্ট আছে। প্রথমে পাখীগুলি একে অপরকে খোঁচা দিত—কিন্তু এক্ষণে তিনটীতে বড় সম্প্রীতি। আর তাহারা কি মধুর স্বরে কূজন করে। সারাদিন গৌতম তাহাদিগকে লইয়াই কাটাইতেন।

অবশেষে সব শাদা হইয়া গেল। আর কালো পাখা রহিল না। গৌতম চিন্তা করিলেন, "আমি মৃত্যুকে পরাভব করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এই তিনটা নিরীহ প্রাণী বধে কি ফল হইবে? মৃত্যুকে জীবনের ন্যায় এবং জীবনকে মৃত্যুর ন্যায় গণনা করিলে কি দোষ হইবে?" তাই তিনি পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত করিলেন, পারাবত তিনটী বাহির হইয়া তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিল; তারপর, তাহারা ঊর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

গৌতম সকল কথা নিবেদন করিবার জন্য বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু সে স্থানে যাইয়া গৌতম দেখিলেন যে বৃদ্ধ নাই, তথায় স্বচ্ছ-সলিলসংযুক্ত প্রশান্ত হ্রদ এবং তাহারই মধ্যস্থলে একটী হংস—প্রশান্ত হ্রদের ন্যায় হংসও প্রশান্ত। গৌতম ধীরে ধীরে হ্রদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন;—তিনি হংসকে দেখিতে লাগিলেন। আর দেখিলেন, হ্রদমধ্যস্থ বহুবর্ণের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড এবং চঞ্চল মৎস্যগুলি।

তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যে, পূর্ব্বে তিনি কখনও এরূপ শান্তি বোধ করেন নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ সেই প্রশান্ত হ্রদ, সেই চঞ্চল মৎস্যগুলিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

গৌতম আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সে সময় সূর্য্যও ছিল না, চন্দ্রও ছিল না, তথাপি, পথ চিনিতে তাঁহার কোন ক্লেশ হইল না। আশ্রমে পৌছিয়া দেখিলেন প্রথম বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন, "কি বৎস। তুমি কি মৃত্যুকে পরাভব করিতে সমর্থ হইয়াছ?"

গৌতম উত্তর করিলেন, "পূজনীয় মহাশয়! আমি তিনটী পারাবতকে হত্যা করিতে পারি নাই, সুতরাং আমি মৃত্যুকে পরাভব করিতে পারি নাই। কিন্তু এক্ষণে আর আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। জীবন ও মৃত্যু এখন আমার নিকটে সমান বোধ হইতেছে। এখন আর আমার মনে কোনরূপ অশান্তি বিরাজ করে না।"

বৃদ্ধ সব শুনিলেন, বলিলেন, "বৎস, সাধু! সাধু! তুমিই মৃত্যুকে পরাজিত করিয়াছ।"

বহুদিন পরে গৌতম গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই চৌমাথায় আসিয়া তিনি দক্ষিণের পথ অবলম্বন করিলেন।

যাহাদের সহিত তিনি এক সময়ে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অপরদিক হইতে তাহারাও ঐ স্থানে উপনীত হইল।

তাহারা গৌতমের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। চিনিতে না পারিলেও, ভক্তি সহকারে সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহাদের স্কন্ধে ভারী বোঝা ছিল,—বোঝার ভারে তাহাদের অগ্রসর হইতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল। কিন্তু গৌতমের স্কন্ধে কিছুই ছিল না—তিনি দণ্ড-হস্তে দ্রুতপদে ও প্রশান্ত চিত্তে অগ্রসর হইতেছিলেন।

যিনিই এই আখ্যানটী পড়িবেন, তিনিই যেন, সকলে যখন দক্ষিণ দিকে গমন করে, তখন বামে গমন করেন,—কারণ, একাকী গমন করিতে পারিলেই নির্জ্জনতা আইসে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহা ভাল তাহারই প্রারম্ভ সূচনা করে। যেরূপ প্রকৃতির সকল ফলেরই পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য উষ্ণতার আবশ্যক হয়, তদ্রূপ মনুষ্যেরও পূর্ণতা লাভের জন্য নির্জ্জনতার প্রয়োজনীয়তা আছে। সম্মুখে সুবিস্তৃত সুবৃহৎ প্রান্তর, আর কিছুই

নহে—সাংসারিক সকল ইচ্ছা; এবং ছায়াও আর কিছু নহে—নিজ বিবেক মাত্র। যেরূপ মুক্তক্ষেত্রেই সূর্য্য যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা নিজ নিজ ছায়া দেখিতে পাই—তদ্রূপ সাংসারিক সকল চিন্তা হইতে মুক্তি লাভ করিলেই বিবেকের পরিপূর্ণতা দৃষ্ট হয়। যেরূপ মধ্যে মধ্যে আমাদের ছায়া পশ্চাতে এবং কখনও সম্মুখে গমন করে, সেইরূপ বিবেকও অতীত এবং ভবিষ্যতের বর্তনার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অগ্রপশ্চাৎ গমন করে।

নদীর-সম্মুখে গৌতম যে বৃদ্ধকে দেখিয়াছিলেন, তিনি আর কেহই নহেন,—বিচারশক্তি। গঙ্গা মনুষ্যের শোকপ্রবাহ—উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিতে হইলে ধারে ধারে গঙ্গার উৎসে পৌঁছিতে হইবে; অর্থাৎ তাহাকে সকল ক্লেশের মূল দেখিতে হইবে। উচ্চকথোপকথন ক্রোধ ও ঘৃণা। যিনি আমিত্ব লাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে এ সকল ত্যাগ করিতে হইবে। সুচিন্তাই দণ্ড। ঝটিকা, বৃষ্টি, তুষারপাত, বিবেকের আদেশ—মনুষ্যের আবাসে ইহারা অতি আস্তে আস্তে কথা বলে—কিন্তু নির্জ্জনে ইহারা

বজ্রনির্ঘোষে সাবধান করিয়া দেয়। যে অঙ্গুলি কর্ণ দ্বারা রুদ্ধ করে, সে আরও উচ্চৈঃস্বরে অন্তরের মধ্যে বিবেকের কথা শুনিতে পায়।

তিনটী পাবাবতের প্রথমটী হইতেছে আমিত্বের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা, দ্বিতীয়টী অন্যের প্রতি ঈর্ষা; এবং এই অত্যধিক ভালবাসা ও ঈর্ষাকে যে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করে, তৃতীয়টী তাহাই। ধীরে ধীরে কাল হইতে শ্বেতবর্ণে পরিণত হওয়া আর কিছুই নহে চিন্তা ও সতর্কতা দ্বারা এই সকল পরিবর্জ্জন। যিনি এই ত্রিত্ব পরিবর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার নিকট আর মৃত্যু বলিয়া কিছুই থাকে না। যেমন দিবা না হইলে রাত্রি হইতে পারে না, তদ্রূপ জীবন না থাকিলে মৃত্যু আসিতে পারে না।

পার্ব্বতীয় স্বচ্ছ হ্রদ ত্যাগের ফল ও পুরস্কার। হংস যেরূপ নিজ পক্ষে নিজ মস্তক লুক্কায়িত করিয়া রাখে, সেইরূপ এই ত্যাগ নিজ পুরস্কারেই নিজেকে লুক্কায়িত করে।

যাঁহাব অন্তরে আলো আছে, তাঁহার বাহ্যিক কোন আলোকের আবশ্যকতা নাই। যেরূপ, একজন যতই উচ্চে লম্ফ প্রদান করুন না কেন, পুনর্ব্বাব তাঁহাকে ভূমিতে আসিতেই হইবে, তদ্রূপ আমিত্বের যতই উচ্চে একজন যান না কেন, তাঁহাকে পুনবায় সেই আমিত্বে প্রত্যাবর্ত্তন কবিতেই হইবে। কিন্তু তিনি যে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কবেন, তথা হইতে কিছু না কিছু লইয়া আইসেন বলিয়া, তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখা হয়; কিন্তু সকলে তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পাবে না। বাজপথ হইতে তিনি বামে গমন কবেন এবং প্রত্যাগমনকালে তিনি বাজপথেব দক্ষিণেই আইসেন। তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যাত্রাকালে তিনি সকলের নিকট নির্ব্বোধ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি সাধুরূপে প্রত্যাগমন করেন।

যাহার কীর্ত্তি সর্ব্বতোবিস্তৃত, যিনি কন্দর্পের দর্পধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিসংসারের হিতসাধন করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় মেরুর ন্যায় সার বিশিষ্ট এবং যিনি লোক-সমাজের কেতু সদৃশ, সেই অমিত বুদ্ধশালী, মনোহর, শান্তিদাতা, রূপবান ও উদার সুগতকে প্রণাম করিয়া পুস্তক শেষ করিলাম।

বুদ্ধ

১১। ময়ূখ (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায। (২য় সং-যন্ত্রস্থ
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দোপাধ্যায এম, এ
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
(২য় সংস্করণ—যন্ত্রস্থ
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায বি-এল।
২৩। সুখের ঘর (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম. এ
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২৫। রশির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম, এ।
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
৩২। হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।
৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। ইংরাজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায এম, এ
৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই।
৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ।

৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম্. এ।
৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪৩। ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্,-এ, ডি-এল
৪৮। ছবি (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু।
৫০। সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্. এ।
৫১। নাচ্‌ওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ।
৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।
৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
৫৬। গৃহদেবী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
৫৭। হৈমবতী—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।
৫৮। বোঝা পড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।
৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।
৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।
৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস্-সি।
৬৩। প্রতিভা—বরদাকান্ত সেনগুপ্ত।
৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি-এল।
৬৫। লেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম, এ।
৬৬। পাপীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।
৬৭। চতুর্ব্বেদ—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন (সচিত্র)।
৬৮। মাতৃহীনা—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"সমসাময়িক ভারত" সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

(১) বিহার ও উড়িশ্যার গবর্ণর মাণ্যবর লর্ডসিংহ মহোদয়—

'Your very valuable & extremely interesting publication."

(২) বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া অধ্যাপক সমাদ্দারকে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা পত্র লেখেন।

(৩) Bengal Government's letter to Prof. Samaddar—"Your book entitled 'Shama shamayika Bharat" has been placed on the approved list of books by the Education Department and it is open to Head Masters of all Government and Aided Schools to purchase Copies."

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর,
কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুর,
সুসঙ্গের মহারাজা বাহাদুর
মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করিয়াছেন।

Englishman সংবাদপত্র

"The chief work in Bengalee historical literature" বলিয়াছেন।

Amritabazar

"Herculean task" বলিয়াছেন।

ভাইসচ্যান্সেলার

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী,
মহোদয়গণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

সাহিত্যপরিষদের সভাপতি

স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু,
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
মহোদয়গণ যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন।

হাইকোর্টের জজ

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরী,
শ্রীযুক্ত স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
৺ সারদাচরণ মিত্র,
মহোদয়গণ বঙ্গসাহিত্যের মহার্হরত্ন
বলিয়াছেন

কতিপয় সংবাদপত্রের মতামতের সারাংশ—

"The scholarly notes and the careful editing clearly prove that the series when completed will be a valuable treasure in the Bengali literature."—*A. B. Patrika.*

"The amount of patient and scholarly work displayed by the author would do credit to a savant."—*Bengalee.*

"Will be a magnificent acquisition to Bengali literature.—*Indian Mirror.*

"A voluminous work which will considerably enrich the Bengali literature."—*Empress.*

"তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী বহুকালের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।"—

ভারতবর্ষ।

"ব্যাপার প্রকৃতই বিরাট। লেখক বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত পুষ্টিসাধনে সক্ষম হইবেন।"—ভারতী।

"ভারত-ইতিহাসের এক শ্রেণীর উপাদান সংগ্রহ করিয়া পাঠককে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা-ঋণে ঋণী করিতেছেন।"—

আর্য্যাবর্ত্ত।

প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্যতম নেতা—
Rai Bahadur Purnendu Narain Sinha M. A., B. L., বলেন :—

"I have great pleasure in bringing to your notice the very valuable publication of the Bengali book, সমসাময়িক ভারত by Professor Jogindra Nath Samaddar. It purports to cover a wide range of an interesting period of Indian History. It is a gigantic literary undertaking (to be completed in 25 volumes,) written in a fascinating style which never makes the book a dull study though it relates to dry historical facts. Rare and varied works have been requisitioned in the compilation of the work and the author's undertaking places before the Bengali-readers the results of laborious researches which it is not possible for a man or even for a library to command. I am sincerely of opinion that the book is destined to move an era in the field of Bengali literature and lift it to a higher level. Every Bengali who can afford to encourage the author in his stupendous task involving a great outlay of cost, should gladly seize this opportunity to do a patriotic duty. I strongly recommend it to any support you can give to the laudable efforts of the author and thus help in the completion of a work which is in every respect an unique and admirable production in the Bengali language."